CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-72 ■ 12 December, 2025 ■ আগরতলা ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ১২ ফেব্রুয়ারি

মনির হোসেন

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর ।। বাংলাদেশে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রশ্নে গণভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন। আগামী বছর ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট হবে। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ শেষে ওইদিনই গণনা শুরু হবে এবং পর্যায়ক্রমে ফলাফল ঘোষণা দেবে নির্বাচন কমিশন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির উদ্দিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তফসিল ঘোষণা দিয়ে বলেন, সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে ১২ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত, তা বাছাই হবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। তার তিন সপ্তাহ পর হবে ভোটগ্রহণ।

তিনি জানান, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর ২১ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ হবে। সেক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র জমার জন্য ১৮ দিন সময় দেওয়া হয়েছে এবং প্রচারের জন্য ২০ দিন সময় রয়েছে। ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রচার শেষ হবে। এক্ষেত্রে ২২ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ভোটের প্রচার চালানোর সুযোগ থাকবে।

এদিকে, গতকাল বুধবার ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় নির্বাচন ভবনে বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের তফসিল ঘোষণার ভাষণ রেকর্ড করেছে। তার আগে দুপুরে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে কমিশন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। সাক্ষাৎকালে তাঁরা নির্বাচন ও গণভোটের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। রাষ্ট্রপতি তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সৌজন্য সাক্ষাৎকালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব খান মো. নূরুল আমীন এবং রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আদিল চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণ গণভোটেও মত দেবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যকালে সমস্ত কার্যক্রমে জনগণের সম্মতি ওই গণভোটে প্রকাশ পাবে। সংসদ নির্বাচনের ব্যালটের সাথে আরও একটি ব্যালট থাকবে, তাতে অন্তর্বর্তী সরকারের সমস্ত কাজের ফিরিস্তি লেখা হবে। সেই নিরিখে জনগণ নিজেদের মতামত জানাবে। এর ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রমের আইনি বৈধতা মিলবে। এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ভোটারদের নিরাপদ ও উৎসবমুখর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান ও বাহিনী কাজ করবে। ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোটের অনুষ্ঠান উৎসবে রূপ নেবে। তিনি বলেন, যেকোনো ভয়ভীতি, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা এবং সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠে নিঃসঙ্কোচে আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন।

সিইসি ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, ভোট আপনার শুধু নাগরিক অধিকারই নয় বরং পবিত্র আমানত ও

☛৫ এর পাতায় দেখুন

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে আজ টিএসএফ এবং নেসো-র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে আজ বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে তিপরা স্টুডেন্টস ফেডারেশন (টিএসএফ) এবং এনইএসও।

সংগঠনের এক নেতা জানিয়েছেন, সংসদে ২০১৯ সালে ১১ ডিসেম্বর অর্থাৎ আজকের দিনে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ হয়েছিল। তৎকালীন সময়েও ওই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিল টিএসএফ। তারপরও এই আইন পাশ হয়েছে। ত্রিপুরায় নয় গোটা উত্তরপূর্বাঞ্চলে আজকের দিন অর্থাৎ ১১ ডিসেম্বর দিনটিকে কালো দিবস হিসাবে পালন করি। প্রত্যেক বছর এই দিনে ওই আইন পাশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল করা হোক।

এবার বাণিজ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ মেক্সিকো, ভারতের পণ্যে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর ।। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশচুম্বী ৫০ শুল্কের পর ভারতের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধে আরও একটি দেশ অবতীর্ণ হল। বুধবার মেক্সিকোর সেনেট ভারত, চীনসহ একাধিক এশীয় দেশের আমদানির ওপর সর্বোচ্চ ৫০ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের অনুমোদন দিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনকে খুশি করতেই এই সিদ্ধান্ত, এমনই জল্পনা আন্তর্জাতিক মহলে। নতুন শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী, যেসব দেশের সঙ্গে মেক্সিকোর কোনও বাণিজ্য চুক্তি নেই, সেসব দেশের অটোমোবাইল, অটো পার্টস, টেক্সটাইল, প্লাস্টিক, স্টিলসহ বহু পণ্যের ওপর লাগবে সর্বোচ্চ ৫০ শুল্ক। এতে ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া সরাসরি প্রভাবিত হবে। এই শুল্ক বৃদ্ধির লক্ষ্য আগামী বছরে অতিরিক্ত ৩.৭৬ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৩৩,৯১০ কোটি টাকা) রাজস্ব আদায়।

জানা গেছে, মেক্সিকোর সেনেট ৭৬ ভোটে বিলটি পাশ করেছে। বিপক্ষে মাত্র ৫টি ভোট পড়েছে এবং ৩৫ জন ভোটদানে বিরত থেকেছেন। এর মাধ্যমে ১,৪০০-রও বেশি পণ্যে শুল্ক বাড়ানো হবে। বেশিরভাগ পণ্যের ওপর শুল্ক হবে ৩৫, তবে নির্দিষ্ট কিছু পণ্যে শুল্ক পৌঁছাবে ৫০—এ। অটোমোবাইল, গাড়ির যন্ত্রাংশ, পোশাক, প্লাস্টিক, ধাতু, জুতো, সবই রয়েছে এই তালিকায়।

বিশ্লেষকদের মতে, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউম দেশের অভ্যন্তরীণ শিল্পকে শক্তিশালী করতে চাইছেন। তবে বাস্তবে এটি যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসনের মন রক্ষার কৌশল হতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন। বিশেষত ২০২৬ সালে ইউএস-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তির-র পর্যালোচনার আগে যথেষ্ট তাতর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ট্রাম্প চীনা পণ্যে মেক্সিকোর শুল্ক বাড়ানোর পরও মেক্সিকো সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মেক্সিকোর স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামে ৫০ শুল্ক এবং ফেন্টানিল পাচার রোধে ব্যর্থতার অভিযোগে অতিরিক্ত ২৫ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন। এমনকি চলতি সপ্তাহেই জলবন্টন চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে মেক্সিকোর ওপর আরও ৫ শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প।

মেক্সিকোর এই সিদ্ধান্ত ভারত-মেক্সিকো বাণিজ্যে বড় ধাক্কা খাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২০২৪ সালে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পৌঁছে যায় ১১.৭ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ডে। ভারত বর্তমানে মেক্সিকোর রপ্তানির নবম বৃহত্তম গন্তব্য। ২০২৪ সালে ভারতের মেক্সিকোতে রপ্তানি ছিল ৮.৯ বিলিয়ন ডলার, আর আমদানি ২.৮ বিলিয়ন ডলার, যার ফলে ভারতের পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য উদ্বৃত্ত তৈরি হয়।

ভারত থেকে মেক্সিকোতে প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল মোটরগাড়ি, অটো পার্টস ও অন্যান্য যাত্রীবাহী গাড়ি। নতুন শুল্ক আরোপের ফলে আগামী বছর এসব পণ্যের রপ্তানি বড় আঘাতের মুখে পড়তে পারে। মোদ্দা কথা হল, বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধে ভারতের জন্য আরও একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করল মেক্সিকো। আগামী বছর থেকে নতুন শুল্ক নীতি কার্যকর হলে ভারতের রপ্তানি আয় ও বাণিজ্য সম্পর্ক দুটিই ধাক্কা খেতে পারে।

বিপ্লব কুমার দেব'র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা সিপিআইএম-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। মাতাবাড়ি মন্দির নিয়ে সিপিআইএমের বিরুদ্ধে 'মিথ্যা ও অপমানজনক' মন্তব্য করার অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করল সিপিআইএম। দলের পলিটব্যুরো সদস্য ও বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমটাই জানিয়েছেন।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, চলতি বছরে গান্ধীগ্রামে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাংসদ বিপ্লব দেব দাবি করেন যে সিপিআইএম সরকার থাকাকালীন মাতাবাড়ি মন্দিরের দানবাক্স থেকে চুরি করা হত এবং পরে নকল জিনিস ভরে দেওয়া হত। এই মন্তব্যকে অসত্য, ভিত্তিহীন এবং ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতকারী বলে দাবি করেন তিনি।

বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, সাংসদ বিপ্লব দেবের মন্তব্যের পরই সিপিআইএম-এর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা চেয়ে বিবৃতি জারি করা হয়েছিল। এরপর আইনানুগভাবে উকিল নোটিশও

☛৫ এর পাতায় দেখুন

পাঁচটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে সময়সীমা বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর ।। নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার পাঁচটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য সময়সীমা এক সপ্তাহ বাড়ানোর ঘোষণা করেছে। এটি তামিলনাড়ু, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগড়, আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এবং উত্তরপ্রদেশে প্রযোজ্য। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচন কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া আবেদন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন এই পরিবর্তন করেছে।

নতুন সময়সূচী অনুযায়ী, তামিলনাড়ু এবং গুজরাট তাদের বিশেষ গভীর সংস্করণ প্রতিবেদন ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ (শুক্রবার) পর্যন্ত জমা দিতে পারবে, যেটি পূর্বে ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ (রবিবার) ছিল।

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগড় এবং আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জন্যও সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে, এখন তাদের নতুন জমাদান তারিখ ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ (মঙ্গলবার), যা আগে ছিল ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ (বৃহস্পতিবার)।

আর উত্তরপ্রদেশ তাদের এসআইআর প্রতিবেদন ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ (বুধবার) জমা দেবে, পূর্বের ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ (শুক্রবার) এর পরিবর্তে।

ভারতের নির্বাচন কমিশন বর্তমানে ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিশেষ গভীর সংস্করণ এর দ্বিতীয় পর্যায়টি পরিচালনা করছে। প্রথম পর্যায়টি বিহারে সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তালিকা পর্যালোচনা করা হয়। এই উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি হল: এসআইআর এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ছত্তীসগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরালা, লক্ষদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, এবং পশ্চিমবঙ্গ।

এই রাজ্যগুলির মধ্যে, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গ ২০২৬ সালে নির্বাচন করবে। অসমেও ২০২৬ সালে নির্বাচন হওয়ার কথা, তবে সেখানে বিশেষ নির্বাচন তালিকা সংস্করণের ঘোষণা আলাদাভাবে করা হয়েছে। প্রায় সব রাজ্যেই শেষ এসআইআর ২০০২ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ছিল এবং তারা বর্তমানে নির্বাচন কার্যক্রমের জন্য সর্বশেষ নিবন্ধিত ভোটারদের হিসাব মেলাচ্ছে। এসআইআর এর মূল উদ্দেশ্য হল অবৈধ বিদেশি অভিবাসীদের সনাক্ত করা এবং তাদের জন্মস্থান যাচাই করা, যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে চলমান পদক্ষেপের প্রেক্ষাপটে।

কাঞ্চনপুর-জম্পুই জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা মৃত্যু দুই যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। কাঞ্চনপুর—জম্পুই জাতীয় সড়কে ঘটে গেল মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা। বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ায় দুই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি মোটরবাইকে সওয়ার হয়ে তিনজন জম্পুই পাহাড় থেকে কাঞ্চনপুরের দিকে আসছিলেন। পথে হঠাৎ বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে তারা দুর্ঘটনার কবলে। দুর্ঘটনার তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই দুইজনের মৃত্যু হয়। অপর একজন আহত

☛৫ এর পাতায় দেখুন

অরুণাচল প্রদেশে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায়, নিহত ২১ জন শ্রমিক

তিনসুকিয়া, ১১ ডিসেম্বর ।। অরুণাচল প্রদেশের অঞ্জাও জেলা, ইন্দো-চীন সীমান্তের কাছাকাছি হায়ুলিয়াং—চাগলাগাম সড়কে একটি বিপর্যয়কর দুর্ঘটনায় ২১ জন আসামি শ্রমিক নিহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। একটি ডাম্পার ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় একটি খাঁজে পড়ে যায়। শ্রমিকরা তিনসুকিয়া জেলার ছাট (পোরাঘর) দিকে যাচ্ছিলেন, যখন গাড়িটি সড়ক থেকে ছিটকে পড়ে এবং পাহাড়ি ঢাল বেয়ে গড়িয়ে যায়।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযানকে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ধীরগতি বলে নিশ্চিত করেছেন, কারণ সেখানকার ভূগোল অত্যন্ত বিপজ্জনক। অঞ্জাও জেলার ডেপুটি কমিশনার মিল্লো কোজিন নিশ্চিত করেছেন যে, উদ্ধারকারী এনডিআরএফ দলটির কাছে ১৭টি দেহ উদ্ধার করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই, যেগুলি গভীর খাঁজের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। কঠিন আবহাওয়া, অস্থিতিশীল মাটি এবং উচ্চতা উদ্ধার কাজকে আরও জটিল করেছে।

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বর্তমানে উদ্ধার কার্যক্রমে সমন্বয় করছেন। কর্মকর্তারা জানান, আসাম পুলিশ সাথে সমন্বয় করে দেহগুলোর সঠিক পরিচয় ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে, যখন উদ্ধার কার্যক্রম এগিয়ে যাবে।

এখন পর্যন্ত আসামের ১৯ জন মৃত শ্রমিকের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে গুধেশ্বর দীপ (২৩), রাহুল কুমার (২৫), সোমির দীপ (২২), অর্জুন কুমার (২৮), পঙ্কজ মানকি (২০), অজয় মানকি (৩০), অভজয় কুমার (২৬), অভয় ধুরিয়া (২৪), রোহিত মানকি (২০), ধীরেন্দ্র কুমার (২২), আদোর তান্তি (২৪), ধিরেন চরিয়া (২৮), রোজইন নাগ (২১), দীপ গোগালা

☛৫ এর পাতায় দেখুন

স্বামী—স্ত্রীর বিবাদ ঘিরে উত্তেজনা, মামলা মেলাঘর থানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। প্রেমের সূত্রে বিয়ে, ছয় বছরের দাম্পত্য জীবন এবং দুই সন্তানের মা—বাবা এর মধ্যেই তীব্র অশান্তির জেরে ভাঙনের পথে যাত্রাপুরের এক পরিবারের সংসার। স্বামী---স্ত্রীর পারস্পরিক অভিযোগে পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় বিষয়টি এখন সালিশি সভা থেকে আদালত এবং থানায় গড়িয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, যাত্রাপুর থানাধীন বাঁশপুকুর বড় খলা এলাকার মাফিজুল মিয়া ২০২০ সালের মার্চ মাসে মেলাঘর থানার বানিয়াছড়া বরডেপার এলাকার কুলসুম বিবিকে প্রেমের সম্পর্কের ভিত্তিতে বিয়ে করেন। শুরুতে থাকার পর, স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকজন এ বিয়ে মেনে নেয়নি বলেই

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিমানবন্দরে আটকে ছিলেন ইন্ডিগোর যাত্রীরা, পাবেন ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর ।। ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, ৩, ৪ ও ৫ ডিসেম্বর বিমানবন্দরে আটকে যাওয়া যাত্রীদের জন্য ১০,০০০ মূল্যমানের ট্রাভেল ভাউচার প্রদান করা হবে, যা ১২ মাসের জন্য বৈধ থাকবে। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। ইন্ডিগো বলেছে, 'আমরা দুঃখিত যে, ৩, ৪ ও ৫ ডিসেম্বর আমাদের কিছু যাত্রী অনেক ঘণ্টা বিমানবন্দরে আটকা পড়েছিলেন এবং অনেকেই কনজেশন (যাত্রীর চাপ) এর কারণে

বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। আমরা এমন যাত্রীদের ১০,০০০ মূল্যমানের ট্রাভেল ভাউচার দেব। এই ভাউচার আগামী ১২ মাসের মধ্যে যে কোনও ভবিষ্যত ইন্ডিগো যাত্রায় ব্যবহার করা যাবে।' এছাড়া, বিমানের টিকিট ফেরত ও সরকারের নির্দেশিত ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ ক্ষতিপূরণও অতিরিক্তভাবে দেওয়া হবে। ইন্ডিগো আরও জানায় যে, বেশিরভাগ ফেরত চালান দেওয়া হয়েছে এবং বাকি ফান্ড শীঘ্রই দেওয়া হবে।

ভারতের প্রধান বিমানসংস্থা ইন্ডিগো গত সপ্তাহে অপারেশনাল বিঘ্নের কারণে দেশব্যাপী হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল ও দেরি হওয়ার ঘটনা ঘটে।

এই পরিস্থিতিতে বিমানবন্দরগুলোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং হাজার হাজার যাত্রী আটকা পড়েছিলেন। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও, বৃহস্পতিবার শতাধিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছিল।

বিজেপির ভেতরে সিপিএমের এজেন্টরা ঢুকে আছেন, তাঁরা তিপরা মথাকে শেষ করতে চাইছেন ঃ প্রদ্যোত কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। *বিজেপির ভেতরে সিপিএমের এজেন্টরা ঢুকে আছেন, তাঁরা তিপরা মথাকে শেষ করতে চাইছেন। কিন্তু তিপরা মথাকে ধ্বংস করা সহজ নয়, তিপ্রাসাদের সমর্থন রয়েছে আমাদের সঙ্গে। আজ সন্ধ্যায় নিজের সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বার্তায় এমনটাই অভিযোগ করলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।*

তিনি বলেন, বিজেপির জনজাতি নেতারা সিপিএমের বিরুদ্ধে কথা বলেন না। সিপিএমকে শেষ করার বদলে তারা বলেন, তিপরা মথাকে জানুয়ারির মধ্যে শেষ করে দেওয়া হবে। তারা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলে, নিজের শরিক দলকে শেষ করে দিতে চাইছে। ফলে, তারা আদৌ বিজেপির দলের নেতা, নাকি সিপিএমের এজেন্ট? সংশয় প্রকাশ করেন প্রদ্যোত।

তাঁর কথায়, বিজেপি বিভিন্ন সভা থেকে প্রদ্যোতের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। তিপরা মথার বিরুদ্ধে কথা বলেন। কিন্তু জনজাতিদের উন্নয়নে, এডিসির উন্নয়নে তাদের কোন ভূমিকা নেই বলে দাবি করেন তিনি। প্রদ্যোত কিশোর, আরো অভিযোগ করেন, কমিউনিস্টরাই বিজেপিতে প্রবেশ করেছে। ফলে তারাই দলের অন্ধরে এজেন্ট - র কাজ করছে। রাজনীতিকে তারা ব্যবসায় পরিণত করেছে। টিকিটের নামে আর্থিক স্বার্থ লাভালাভের চেষ্টাতেই এই কাজ করছে বলে দাবি তাঁর। এদিন ফেসবুক লাইভে তিনি ফের একবার তিপ্রাসাদের অক্সিজেন দিলেন। বিভিন্ন জনজাতি এলাকাগুলিতে দলীয় নেতৃত্বদের পৌঁছে তিপ্রাসা জনগণের খোঁজখবর নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পাশাপাশি আগামী কিছুদিনের মধ্যেই গোটা রাজ্যে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন তিনি। উত্তর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রত্যেকটি জেলাতেই তিনি যাবেন বলে জানিয়েছেন এদিন। পাশাপাশি ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বোর্ড পরীক্ষায় জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের রোমান হরফে লেখার অধিকার দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সকল শাখা সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে রোমান হরফে পরীক্ষায় লেখার অধিকারের দাবিতে আন্দোলন সংঘটিত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রত্যেক তিপ্রাসাদের দলমতের উর্ধ্বে এসে, রাজনীতির উর্ধ্বে এসে ভবিষ্যতের জন্য এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

শহর পরিষ্কারে পুর নিগমের নতুন অটো হপার ও সুপার সাকারের যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। শহরের অলি-গলিতে আবর্জনা পরিষ্কারে বড় উদ্যোগ নিল আগরতলা পুর নিগম। বৃহস্পতিবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাতটি তিন চাকার অটো হপার এবং তিন সেট মিনি সুপার সাকার-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার, উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য কর্পোরেটররাও।

মেয়র জানান, আগরতলা পৌর নিগম ২০২২ সাল থেকে 'স্বচ্ছ আগরতলা, সুস্থ আগরতলা' উদ্যোগের মাধ্যমে শহরকে আরও সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। সেই প্রকল্পেরই অংশ হিসেবে রাজ্য সরকারের সহায়তায় এবার

☛৫ এর পাতায় দেখুন

সারমেয়র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সোনামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১১ ডিসেম্বর।। কুকুরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে সোনামুড়া থানাধীন শ্রীমন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শ্রীমন্তপুর গ্রামে বিগত কয়েকদিন যাবত সারমেয় — র তাণ্ডবে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী, যখন তখনই মানুষ পশু যাকে খুশি কামড়ে দিচ্ছে সেই সারমেয়। আর এর খেসারত দিতে হচ্ছে এলাকার সাধারণ পশুপালকদের। অভিযোগ সারমেয় — এর কামড়ে প্রাণ হারায় বেশ কিছু হাঁস মোরগ এমনকি ছাগল এবং তার সাবক। ঘটনা কেবলমাত্র একদিনই ঘটেছে সেমনটা নয় প্রতিনিয়ত এ ধরনের ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে এলাকাবাসী সঙ্ঘবদ্ধভাবে ওই কুকুরটিকে পাগলা কুকুর সন্দেহে মেরে ফেলে। আর তারপরেই সৃষ্টি হয় জটিলতা উত্তেজনা ছড়ায় গ্রামের দুই ওয়ার্ডে।

মেরে ফেলা সারমেয়টির মালিক শ্রীমন্তপুর এলাকার দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে থানায় মামলা করে বলে জানা যায়। আর এই খবর চাওয়া হতেই শ্রীমন্তপুর এলাকায় উত্তেজনা আরো চড়ে বসে। এলাকাবাসীরা সংবাদ প্রতিনিধির নিকট অভিযোগ করে যদি সারমেয়টির কোন নির্দিষ্ট মালিক থেকে থাকে তাহলে এতদিন যে সারমেয়টির দ্বারা মানুষের এত নষ্ট হচ্ছে সেই বিষয়টি জেনে কেন তাকে বাড়িতে আটকে রাখা হয়নি। যদি তাকে বাড়িতে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের দ্রুত তৎপরতা, শিশু বিহার স্কুলের সামনে থেকে হারিয়ে যাওয়া এক বছরের শিশু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। আগরতলার শিশু বিহার স্কুল সংলগ্ন এলাকা থেকে গতকাল হারিয়ে যাওয়া এক বছরের শিশুকে দ্রুত অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করল পশ্চিম থানার পুলিশ। ঘটনায় স্বস্তি ফিরেছে শিশুটির পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে।

যদিও শিশুটির বয়স নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। পুলিশ প্রথমে জানিয়েছিলেন, শিশুটির বয়স এক মাস।

যদিও পরবর্তী সময়ে আরো তদন্তে বেরিয়ে আসে শিশুটির বয়স এক বছর।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানান, মঙ্গলবার শিশু বিহার বিদ্যালয়ের সামনে থেকে হঠাৎই এক বছরের একটি শিশু নিখোঁজ হয়ে যায়।

খবর পাওয়ার পরই আগরতলার বিভিন্ন থানার আধিকারিকরা একযোগে শিশুটিকে খুঁজতে অভিযান শুরু করেন। জনগণের সহযোগিতায় শহরের বিভিন্ন স্থানে শিশুটির ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

পরিশেষে পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং তাকে তার মায়ের কাছে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়।

ওসি রানা চ্যাটার্জী জানান, অভিযান দ্রুত শুরু হওয়ায় শিশুটিকে অল্প সময়ের মধ্যেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

তবে শিশুটি কীভাবে নিখোঁজ হল, কোনো চুরি বা অপহরণের ঘটনার অভিযোগের সত্যতা আছে কি নাএসব বিষয়ে পুলিশ এখনও নিশ্চিত নয়। ওসি জানান, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে এখনই বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়।

ঘটনাটি শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি নতুন করে প্রশ্ন তুললেও, পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে শিশুটি পরিবারের কাছে ফিরে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সকলেই।

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,১২ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
২৫ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন ও বাস্তব পরিস্থিতি

বাংলাদেশ একটি গভীর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাইতেছে। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের ফলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার বর্তমানে দেশ পরিচালনা করিতেছে।এই পটভূমিতে, বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন এবং বাস্তব পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্নতর বলিলে ভুল হইবে না। সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হইবে। এটি ২০০৮ সালের পর প্রথম নির্বাচন হইতে চলিয়াছে যাহা আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে হইতেছে না।নির্বাচনটি অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের প্রশাসনের অধীনে অনুষ্ঠিত হইবে।একই দিনে "জুলাই সনদ" বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি গণভোটও অনুষ্ঠিত হইবে। এই সনদ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা শক্তিশালীকরণ এবং নির্বাহী ক্ষমতা কমানোর মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বড় ধরনের সংস্কারের প্রস্তাব করিতেছে।অন্তর্বর্তী সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারিতেছে না। দলের অনেক শীর্ষ নেতা হয় অনুপস্থিত, বিদেশে অথবা কারাগারে আছেন।ধারণা করা হইতেছে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং বাংলাদেশ জামায়াত-ই-ইসলামী-র মধ্যে। এছাড়াও, ২০২৪ সালের অভ্যুত্থান থেকে উদ্ভূত জাতীয় নাগরিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকিতেছে।এই নির্বাচনকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হিসেবে দেখা হইতেছে যাহার মূল বিষয়গুলি হইলো: গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ফিরাইয়া আনা, অর্থনীতির সংস্কার, দুর্নীতি দমন, এবং স্বাধীন বিচার বিভাগ ও সংবাদমাধ্যম নিশ্চিত করা।প্রায় ১২.৭৬ কোটি ভোটার এই নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।২০২৪ সালের অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যথেষ্ট অস্থির ও পরিবর্তনশীল। গত দেড় বছর ধরিয়া একটি অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনা করিতেছে, যাহা একটি অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের (মুহাম্মদ ইউনূস) নেতৃত্বে গঠিত হইয়াছে।অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন খাতে সংস্কার বাস্তবায়ন এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ আপাতত নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায়, প্রথমবারের মতো বিএনপি, জামায়াত এবং নতুন দল এনসিপি-র মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা তৈরি হইয়াছে।জুলাই-আগস্টের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পরবর্তীকালে চলমান পরিস্থিতি দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলিয়াছে।আন্তর্জাতিক ঋণমান যাচাইকারী সংস্থা "মুডিস রেটিংস" বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি ঋণমান "স্থিতিশীল" অবস্থা থেকে কমিয়া "ঋণাত্মক" করিয়াছে। এর কারণ হিসেবে উচ্চমাত্রার বৈদেশিক লেনদেনের দুর্বলতা, তারল্যের ঝুঁকি, এবং রাজনৈতিক অস্থিরতাকে দায়ী করা হইয়াছে।সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বেকারত্ব হ্রাস, এবং বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতের চুক্তিসহ সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব পুনর্মূল্যায়ন করিয়া কার্যকর সমাধানে আসার চ্যালেঞ্জের মুখে রহিয়াছে।প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং বিদেশি উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও, রিজার্ভের স্থিতিশীলতা কমিবার কারণে বহিঃস্থ ঝুঁকি এখনো রহিয়া গিয়াছে।দেশে সামাজিক অস্থিরতা, এবং রাজনৈতিক কূটকৌশলের কারণে সমাজে পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।একটি পরিষ্কার নির্বাচনী রোডম্যাপের অনুপস্থিতি এবং উচ্চ সামাজিক ঝুঁকির কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও সাম্প্রদায়িকতার উত্থান রাজনৈতিক ঝুঁকি আরও বাড়িয়াছে বলিয়া মুডিস রেটিংস উল্লেখ করিয়াছে।এই নির্বাচনটি শুধু পরবর্তী সরকার নির্বাচন করিবে না, বরং অভ্যুত্থানের পর দেশের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ কোন পথে যাইবে, তাহার দিকও নির্ধারণ করিবে।

রোকেয়ার ১১৯ বছর পর সফল বিশ্বজয়

সুমি খান

বাংলাদেশের নারীশিক্ষা ও মানুষ হিসেবে নারীকে প্রতিষ্ঠা করে একটি অগ্রগামী আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিপ্লবী পথপ্রদর্শক রোকেয়া। তিনি একাগ্রতার সঙ্গে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে দুই বাংলার পিছিয়ে থাকা নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক স্বীকৃতি অর্জনের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে, অনুপ্রাণিত করে, মানুষ হিসেবে নারীর সম্মান ও ক্ষমতায়নের ইভিত সুপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন রোকেয়া।

শিক্ষাব্রতী রোকেয়ার বৈজ্ঞানিক কল্পউপন্যাস "সুলতানাজ ড্রিম" ১১৯ বছর পর ইউনেস্কো স্বীকৃতি অর্জন করে, যা বিশ্বজুড়ে নারীর অগ্রযাত্রায় একটি মাইলফলক। রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দে জন্ম নেওয়া, কলকাতায় বেড়ে ওঠা এবং নারীশিক্ষায় বৈপ্লবিক নেতৃত্বদানকারী মহীয়সী নারী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কালজয়ী উপন্যাস "সুলতানার স্বপ্ন" মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটোরে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এর ওয়ার্ল্ড কমিটির ১০ম সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬ জুলাই ২০২৪ তার ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। ইউনেস্কোর "মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড" রেজিস্টারে রে (এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য) অন্তর্ভুক্ত হয়, যা বিশ্বজুড়ে নারীর ক্ষমতায়নের। অনন্য স্বীকৃতি।

রোকেয়া "Sultana's Dream" বা "সুলতানার য় স্বপ্ন" ১৯০৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় মাদ্রাজ ছে ভিত্তিক ইংরেজি সাময়িকী দ্য ইন্ডিয়ান লেডিজ এর ম্যাগাজিনে। নারীমুক্তির কথা বলে "সুলতানার স্বপ্ন"।

১৯০৮ সালে Sultan's Dream পুস্তিকা আকারে এক প্রকাশিত হয়, শতবর্ষ পরেও যার আন্তজাতিক স্বীকৃতি প্রমাণ করে রোকেয়ার অমরত্ব। এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে অনন্য রচনা হিসেবে এ স্বীকৃতি সি অমরত্ব দিয়েছে নারীর সংগ্রাম ও নারীর অবদানকে, যা রোকেয়ার অবদান। স্পেনে "সুলতানাজ ড্রিম" চলচ্চিত্র নির্মিত হয়ে প্রমাণ করেছে, দেশে দেশে ওরোকেয়াচর্চা বিস্তৃত।

শিক্ষাদান থেকে নারীসমাজকে পিছিয়ে থাকতে বং বাধ্য করা হতো যে সমাজে, সেই সমাজের এর অবরোধবাসিনী নারীদের রান্নাঘরের অর্গল থেকে এর বের করে লেডি কেরানি থেকে জজ ব্যারিস্টার এমনকি এভারেস্ট বা মঙ্গলগ্রহ জয় করতে আজও ক যেন ছুটিয়ে চলেছেন রোকেয়া। তাঁর হাতে ধরে এব প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বে একনিষ্ঠ আজকের নারী।

বিদ্যাসাগর ও রোকেয়া বিষয়ে নিবেদিতপ্রাণ - গবেষক প্রাণতোষ বন্দোপাধ্যায় জানান, বহরমপুর গার্লস কলেজরে প্রাক্তন অধ্যাপিকা ড. সাধনা সেনগুপ্ত (মজুমদার) মনীষী রেজাউল করীমের কাছে জেনেছেন, কবি নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালাদেবী কবির সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে আগ্রহী হলেও কন্যা প্রমিলা দেবী ধর্ম পরিবর্তনে প্রবল আপত্তি জানান। শিক্ষাব্রতী রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমান খাওয়াতীনে ইসলাম নেত্রী মাসুদা রহমান রেজাউল করীমের বড় ভাই মইনুদ্দীনকে পৌরোহিত্য বা কাজীর দায়িত্ব অর্পন করেন সমস্য সমাধান করবার জন্যে। তিনি কেশব সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম বিধি অনুসারে নজরুল-প্রমীলার বিবাহ সম্পন্ন করেন।

আন্তজাতিক স্বীকৃতিতে নারী সমাজ যে কোনও সমাজের প্রাণ। আর নারীর কল্যাণে এগিয়ে গেলে সেই সমাজ এগিয়ে যাবেই, যা রোকেয়া ও তাঁর পূর্বসূরী বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন। সমাজের পিছিয়ে থাকা নারী ও সর্বজনের আর্থিক স্বাবলম্বন তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল।

রক্ষণশীল পরিবারের কন্যাসন্তান রোকেয়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েও কতোটা মেধাবী ও দূরদর্শী এক বিপ্লবী ছিলেন, ১১৯ বছর পর তাঁর সাহিত্য ও পান্ডিত্যের বিশ্বজয়

নারীর প্রতি তৎকালীন সমাজের নারীবিদ্বেষী হঠকারিতার বিরুদ্ধে তাঁর সাহিত্যে কশাঘাত চিরকাল নারীসমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আলোর পথে। নারীর শিক্ষাগ্রহণ, নারীর নিরাপত্তা, মেধা ও শ্রমের অধিকার, সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন চিন্তা-চেতনার অধিকার, নারী পুরুষের সম্মানবোধ তাঁর লড়াইয়ের মূল বার্তা।

তাঁকে নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দূরদর্শী সাহিত্যিকের মুকুট যেন পরিয়েছে। হ। নারীশিক্ষার সেতু গড়ে এক বাংলার মানুষ, সমৃদ্ধ করেছেন এপার-ওপার দুই বাংলাকে। অথচ চিরপ্রণম্য রোকেয়াকে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানোর অংশ হিসেবে তাঁর অবমাননা করা হয়। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে তাঁর ছবিতে কালিমা লেপন করে এক মূর্খ ছাত্রী। বেগম রোকেয়া অপরূপা সুন্দরী ছিলেন। রোকেয়ার শিক্ষালাভ ও মূল্যবোধ গঠনে বড় দু'ভাই ও বোন বেশ প্রভাবিত করেন। বড় দু'ভাই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র ছিলেন। বড় বোন করিমুন্নেসা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তবে লেখাপড়া এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেয়েছেন দায়িত্বশীল জীবনসঙ্গী উচ্চশিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিত্ব সাখাওয়াত হোসেনের কাছে।

শিশুবয়সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় বসবাসের সময় তিনি লেখাপড়ার যে সামান্য সুযোগ পান, তা সমাজ ও আত্মীয়স্বজনের সমালোচনায় বেশিদূর এগোতে পারেনি। ভাইবোনদের সমর্থন ও সহযোগিতায় তিনি অল্প বয়সেই আরবী, ফারসি, উর্দু ও বাংলা আয়ত্ত করেছিলেন। বিহারের ভাগলপুরে সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিয়ের পর তাঁর জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু। বেগম রোকেয়া কিছুটা উর্দু জানতেন। উর্দুভাষী স্বামীর সহায়তায় তা আরও প্রসার লাভ করে, ইংরেজিতেও দক্ষতা অর্জন করেন তিনি। ভালো ইংরেজি রচনা করতেন। কিন্তু শেকড়, মাতৃভাষা বাংলা ভাষা। বাংলাতেই তিনি লেখালেখি শুরু করলেন। সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত স্বামীর অনুপ্রেরণায়। তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয় ১৯০২ সালে "পিপাসা" নামে একটি বাংলা গদ্য রচনার মধ্যে দিয়ে। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে ছিল প্রবন্ধ সংকলন "মতিচুর" এবং বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি সুলতানার স্বপ্ন। তাঁর 'সুলতানার স্বপ্ন'কে বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে ধরা হয়। কলকাতার বইপাড়া কলেজ স্ট্রিট। বেগম রোকেয়া বাংলার মুসলিম নারীসমাজে শিক্ষার আলো নিয়ে এসেছিলেন। ১৯০৯ সালের ৩ মে স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মপ্রকাশ করেন প্রকৃত রোকেয়া। নারীশিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে সমাজবিপ্লব ঘটিয়ে দেন। ৫ বছর বয়স থেকে পর্দা করতেন পারিবারিক প্রথা মেনে। পরিণত বয়সে মনের ভেতর থেকে তিনি কখনও সমর্থন করেননি সেই অন্ধকার। নারীমুক্তি তাই তাঁর ব্রত হয়ে ওঠে। অভিভাবকরা যাতে কন্যাদের স্কুলে পাঠান, তার জন্য তিনি বোরখা পরে বাড়ি-বাড়ি যেতেন। নিজের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল ৮ জন ছাত্রীকে নিয়ে। নারীর প্রতি তৎকালীন সমাজের নারীবিদ্বেষী হঠকারিতার বিরুদ্ধে তাঁর সাহিত্যে কশাঘাত চিরকাল নারীসমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আলোর পথে। নারীর শিক্ষাগ্রহণ, নারীর নিরাপত্তা, মেধা ও শ্রমের অধিকার, সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন চিন্তা-চেতনার অধিকার, নারী-পুরুষের সম্মানবোধ তাঁর লড়াইয়ের মূল বার্তা। পিছিয়ে থাকা সমাজকে এগোতে হলে নারীর প্রতি সম্মান ও তাঁর মেধা ও শ্রমের স্বীকৃতি জরুরি। পিছিয়ে থাকা সমাজে পুরুষ কখনও সফল হতে পারে না, যদি নারীকে আধুনিক শিক্ষায়, দক্ষতায় যোগ্যতাসম্পন্ন করে সমাজে অবদানের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া না হয়। পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে অধিকার সচেতন করে তোলার সংগ্রামে এক সফল আলোকবর্তিকা রোকেয়া।

বাঙালির নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে বাংলার মুসলিম সমাজেও নবজাগরণের জন্য নারী মুক্তির সংগ্রাম করে গেছেন রোকেয়া। বেগম রোকেয়ার জন্মস্থানে তাঁর স্মৃতিবহনকারী স্কুল-সহ বহু প্রতিষ্ঠান আজো গৌরব লালন করছে। বাংলার নবজাগরণের মতও বড় একটা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত লড়াকু সাহিত্যিক রোকেয়া নারীমুক্তির পথপ্রদর্শক, স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তিনি কখনও পরাভব মানেননি, তাঁর অনুসারীরাও পরাভব মানে না। তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। এই সত্য প্রতিষ্ঠায় মিলে বাংলাদেশের নারীবান্ধব এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিপ্লব-সাধনকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রাবন্দে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। রোকেয়ার নামে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১৬০-এর দশকে ছাত্রীনিবাস হয় "রোকেয়া হল"। ১৯৯৭ সালের ২৮ জুন পায়রাবন্দ গ্রামে বেগম রোকেয়ার পৈতৃক শিশুর ভিটায় ৩ দশমিক ১৫ একর ভূমির ওপর "বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্রের" ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শেখ হাসিনা। ১ জুলাই ২০০১ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়, স্মৃতিকেন্দ্রটিতে ১০ হাজার পুস্তক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন লাইব্রেরি, ৪ হাজার বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা, গবেষণাকেন্দ্র, সংগ্রহশালা, ২৫টি সেলাই মেশিন-সহ একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২৬০ আসন বিশিষ্ট আধুনিক মিলনায়তন, ১০০ আসন বিশিষ্ট সেমিনারকক্ষ, কেন্দ্র চত্বরে বেগম রোকেয়ার ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার এন্ড এক্সপোর্টার্স ফোন এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) ভাড়া নিয়ে পোশাক থেকে শ্রমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে আসছে। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের আবাসন "রোকেয়া হল" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বছর ১ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস পালন করা হয় বাংলাদেশে। নারী উন্নয়নে পড়ে অবদান রাখার জন্য বিশিষ্ট নারীদের রোকেয়া পদক প্রদান করা হয়। ১৯৮০ সালে বেগম রোকেয়ার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ দুটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। রোকেয়ার ১৩৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গুগল হোমপেজে সাদা পোশাকে চশমা পরা বেগম রোকেয়া বই হাতে হেঁটে যাচ্ছেন ডুডল করে। ধর্ম এবং সমাজের অনেক রীতিনীতি বেগম রোকেয়া মানতেন, তাঁর কাজে যেন বাধা না আসে, সে কারণে। মোল্লাতন্ত্রের অর্গল ভেঙে বাংলাদেশের নারীকূলকে শিক্ষার জ আলো দেখিয়েছেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। যা নারীকে পিছিয়ে রাখবে তার বিরুদ্ধে তীর কশাঘাত করেছেন রোকেয়া, যার সুফল আজকের অগ্রগামী প্রতিষ্ঠিত নারী।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সিসিইউ, আইসিইউ, ভেন্টিলেশন কী; কখন কোনটায় নেওয়া হয়?

মোহনা হোসেন

আইসিইউ, সিসিইউ, এইচডিইউ, লাইফ সাপোর্ট বা ভেন্টিলেশন — এই শব্দগুলো আমরা শুনে থাকলেও সবাই কি বুঝি এগুলো আসলে কী? কোন পরিস্থিতিতে রোগীকে কোথায় নেওয়া হয়? শারীরিক অবস্থার কোন পর্যায়ে রোগীকে ডাক্তার কোথায় রেফার করেন, সেখানে কী ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হয় এগুলো নিয়ে অস্পষ্টতা যেমন আছে, আবার ভুল ধারণাও রয়েছে।

এইচডিইউ বলতে কী বোঝায়? এইচডিইউ—এর পূর্ণরূপ "হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট"।

রোগীর অবস্থা বেশি খারাপ না, আবার স্বাভাবিকও না, অতিরিক্ত মনিটরিং প্রয়োজন - এমন অবস্থায় রোগীকে এইচডিইউ তে পাঠানো হয়। ওয়ার্ড বা কেবিন এবং আইসিইউ-এর মাঝামাঝি যে অবস্থা সেটি হলো এইচডিইউ। রোগীর অবস্থার পরিমাপ হয় "ভাইটালস" দেখে - যেমন হার্ট রেট, রক্তচাপ, রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা, কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে গেছে কি না, এসিডের পরিমাণ কী রকম, লবণের মাত্রা, ইউরিন আউটপুট ইত্যাদি।

এসব যখন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে তখন প্রয়োজন হয় বিশেষ পর্যবেক্ষণের। আইসিইউ কনসালটেন্ট ডা. আশরাফ জুয়েল বলেন, 'ভাইটালসগুলো যখন এলোমেলো হয় তখন কিছু সার্টেইন ক্রাইটেরিয়া থেকে বুঝি রোগীর স্পেশাল মনিটরিং লাগবে, সেই অনুযায়ী তাকে লেভেল---১ বা লেভেল---২ কেয়ারে পাঠানো হয়'। তিনি একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বোঝান। 'ধরুন কারও জ্বর হয়েছে। সেই জ্বরের পেছনে অনেকগুলো কারণ হতে পারে। যেমন, জ্বরটা ইনফেকশন থেকে হতে পারে, টাইফয়েড থেকে হতে পারে, সেপসিস (কোনো একটা জায়গায় হয়তো ঘা হয়েছে বা পচন হয়েছে, সেখান থেকে হয়তো পুরো শরীর ছড়িয়ে পড়ছে) এর কারণেও হতে পারে'। যদি এমন কোনো জটিল সমস্যা থেকে জ্বরটা আসে তার কারণে ভারসাম্য হারাতে পারে "ভাইটালস" গুলো। তখন অবস্থা বুঝে, পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রোগীকে কেবিন বা ওয়ার্ডেই রাখা হবে, নাকি এইচডিইউ-তে পাঠানো হবে—— জানান ডা. আশরাফ জুয়েল। রোগীকে কখন সিসিইউ-তে নিতে হয়?

সিসিইউ এর পূর্ণরূপ "করোনারি কেয়ার ইউনিট"। মূলত হৃদরোগজনিত জরুরি অবস্থা যেমন, হার্ট অ্যাটাক, অ্যাকিউট করোনারি সিন্ড্রোম এসব ক্ষেত্রে রোগীকে সিসিইউ-তে রেফার করা হয়। ডা. আশরাফ বলেন, 'যে ধরনের হার্ট পেশেন্টকে কেবিন বা ওয়ার্ডে রাখলে যেকোনো মুহূর্তে হার্ট ডেটরিয়েট করতে পারে, হার্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তখন আমরা তাকে সিসিইউ-তে রাখি'। তবে সাথে যদি আরও কোনো জটিলতা থাকে, মাল্টিপল অর্গান সাপোর্ট দরকার হয় যেমন, ফুসফুস, কিডনি বা ব্রেন, পেশেন্টকে তখন প্রয়োজন বুঝে আইসিইও-তেও রেফার করা হতে পারে। তবে সহজ করে বললে শুধু হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত জটিলতার পেশেন্টদের জন্য সিসিইউ। আইসিইউ কী? আইসিইউ এর পূর্ণরূপ "ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট"। কোনো কোনো হাসপাতালে এটিকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটও বলা হয়। রোগীর যখন একাধিক অঙ্গের জন্য সাপোর্ট প্রয়োজন হয়, সেই অবস্থার জন্য আইসিইউ। কোনো রোগী হয়তো এইচডিইউ-তে আছে, কিন্তু তাও তার অবস্থার অবনতি হচ্ছে, যেমন, কিডনি সমস্যা এমন পর্যায়ে যে তাকে ডায়ালাইসিস করতে হচ্ছে; অথবা ফুসফুস প্রয়োজন অনুযায়ী অক্সিজেন নিতে পারছে না, কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে তখন তাকে আইসিইউ তে নিয়ে প্রয়োজনীয় সব অঙ্গ সক্রিয় রাখার জন্য বাহ্যিকভাবে সাপোর্ট দেওয়া হয়। এমন নয় যে পেশেন্টকে আইসিউতে আনার আগে তাকে এইচডিইউ-তেই থাকতে হবে। পেশেন্ট সরাসরি কেবিন বা ওয়ার্ড থেকে এমনকি ইমার্জেন্সিতেও অনেক সময় এমন পেশেন্ট পাওয়া যায় যাদের তৎক্ষণাৎ আইসিইউ এর সাপোর্ট প্রয়োজন হয়। নতুবা তারা খুব দ্রুত মৃত্যুর মুখেও পড়তে পারেন। বিশেষায়িত ইউনিট এইচডিইউ এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাগ দেখা যায়। যেমন কার্ডিয়াক এইচডিইউ আছে, মেডিকেল এইচডিইউ আছে। আর পূর্বে আইসিইউ এর ক্ষেত্রে বিশেষায়ত কোনো ইউনিট না থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন হাসপাতালে আইসিইউ এরও কিছু বিশেষায়িত ইউনিট দেখা যাচ্ছে। যেমন—— সার্জিকাল আইসিইউ, মেডিকেল আইসিইউ, নিউরো আইসিইউ, পেডিয়াট্রিক আইসিইউ, নিওনাটাল আইসিইউ, রেসপিরেটরি আইসিইউ ইত্যাদি। লিভার আইসিইও নতুন করে চালু হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। তবে সিসিইউ যেহেতু শুধু হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত রোগীদের জন্য, এর আর কোনো বিশেষায়িত ইউনিট নেই। ভেন্টিলেশন বা লাইফ সাপোর্ট খুব সংকটময় অবস্থায় শ্বাসযন্ত্রের কার্যক্রম সচল রাখার প্রক্রিয়া হলো ভেন্টিলেশন। সাধারণ মানুষ যেটাকে বলে লাইফ সাপোর্ট। ডা. আশরাফ এর মতে, 'যে পেশেন্টের ফুসফুস খারাপ, অক্সিজেন নিতেই পারছে না, অথবা যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড বেরিয়ে যাওয়া উচিত তা একেবারেই বের করতে পারছে না, তখন তাকে যে সাপোর্ট দেয়া হয় সেটাই লাইফ সাপোর্ট বা ভেন্টিলেশন'। কিডনির সমস্যা গুরুতর হলেও চিকিৎসা দেওয়ার মতো সময়টা পাওয়া যায়। কিন্তু যদি শ্বাসযন্ত্র ঠিকভাব কাজ না করে, তখন চিকিৎসা শুরু করার মতো সময়ও পাওয়া যায় না। চার থেকে আট মিনিটের মধ্যে রোগীর ব্রেন পার্মানেন্টলি ড্যামেজ হওয়া শুরু করে। এমন মুহূর্তে শ্বাসযন্ত্রের কার্যক্রম সচল রাখার মাধ্যম এটি। যেহেতু এটার গুরুত্ব অনেক বেশি, তাই এটিকে লাইফ সাপোর্টও বলেন অনেকে। লাইফ সাপোর্ট মানেই কি নিশ্চিত মৃত্যু? "লাইফ সাপোর্ট মানেই নিশ্চিত মৃত্যু" — এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে। ডা. আশরাফ বলেন, 'আমাদের আইসিইউ-তে এই মুহূর্তে একজন ক্যান্সারের পেশেন্ট আছেন যার অবস্থা খুব ক্রিটিকাল। কিডনি ফেইল করেছে। সাথে বড় নিউমোনিয়া। পেশেন্টের এটেন্ডেন্টকে যখন বললাম লাইফ সাপোর্টে নেওয়া লাগবে, তারাও একই কথা বললেন- লাইফ সাপোর্টে দিলে তো কেও ফেরে না! কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়'। তার মতে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে লাইফ সাপোর্ট বা ভেন্টিলেশন একটা চিকিৎসা প্রক্রিয়া। যখন এই প্রক্রিয়া এসেছে, তা রোগীকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। এটা একটা ট্রিটমেন্ট অপশন। "লাইফ সাপোর্ট মানেই নিশ্চিত মৃত্যু" — এই ধারণার পেছনে দুটি বিষয়কে দায়ী করেছেন তিনি। এক. আর্থিক সক্ষমতা। দুই. আইসিইউ বেডের স্বল্পতা। এই দুইটি বিষয়ের কারণে চিকিৎসকরা "টার্মিনাল স্টেজ" এ গিয়ে রোগীকে আইসিইউ বা ভেন্টিলেশন রেফার করেন। অথচ সেই রোগীয় হয়তো আরও দুইদিন আগে এই সাপোর্ট প্রয়োজন ছিল। আর্থিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে দেখা যায় এমন সময়ে রোগীর এটেন্ডেন্ট কনসেন্ট দেন, যখন তাকে ফেরানো কঠিন হয়ে যায়। ডা. আশরাফ বলেন, 'দেশের অনেক হাসপাতালে এমন আইসিইউ আছে যারা মিনিমাম কোয়ালিটিও মেনটেইন করে না। আন্তর্জাতিক মান মেনে চলে না। তাদের কথা আলাদা।'

তবে ঢাকার একটি হাসপাতালের আইসিইউ-এর গত এক বছরের হার উল্লেখ করে মি. আশরাফ জানান, ৬০-৭০ শতাংশ পেশেন্ট ফিরে এসেছেন তাদের আইসিইউ থেকে। তিনি জানান, 'এমনও হয়েছে যে এক পেশেন্টকে তিনবার ভেন্টিলেশনে নেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি ফিরে এসেছেন'। এখানে "ফিরে আসা" বলতে মৃত্যু থেকে বেঁচে ফেরার কথা বলা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় অনেক বয়স্ক যারা বেঁচে ফিরেছেন বা যাদের শরীরে আরও কোনো জটিলতা আছে, তাদের ক্ষেত্রে "কোয়ালিটি অফ লাইফ" কম্প্রোমাইজড হয়। অর্থাৎ, শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে যেতে পারে বলেও জানান এই চিকিৎসক। আর একই রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবার প্রতিক্রিয়া একই রকম থাকে না। সবার আউটকামও একই রকম থাকে না। বয়স, জেনেটিক্স, রোগের ইতিহাস সবকিছুর ওপর নির্ভর করে একজন রোগী তার চিকিৎসায় কেমন রেসপন্স করবে, বলেন ডা. আশরাফ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলা পুর নিগমের মেয়র বর্জ্য অপসারণ গাড়ির উদ্বোধন করেন।

সারাদেশে ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্টে এ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৮৫ টি মামলার নিষ্পত্তি

নয়াদিল্লি: ১১ ডিসেম্বর : ফৌজদারি (সংশোধনী) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন এবং সুপ্রিম কোর্টের স্বত: প্রনোদিত রিট মামলায় (ক্রিমিনাল) নং ১/২০১৯গ্ন আদেশের পরে এক্সক্লুসিভ পকসো (ই-পকসো) আদালত সহ ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্ট (এফ.টি.এস.সি) প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রকল্প চালু করা হয়েছিল ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে।

এই আদালতগুলি যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা (পকসো) আইন, ২০১২-এর অধীনে ধর্ষণ ও অপরাধ সম্পর্কিত বিচারাধীন মামলাগুলির নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিচার এবং নিষ্পত্তির জন্য নিবেদিত।

এই প্রকল্পের মেয়াদ দু''বার বাড়ানো হয়েছে এবং সর্বশেষ সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে ২০২৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত, যাতে ৭৯০টি আদালত স্থাপন করা যায়। এই প্রকল্পের আর্থিক ব্যয় ১৯৫২.২৩ কোটি টাকা এবং নির্ভয়া তহবিল থেকে কেন্দ্রীয় শেয়ারের অংশ হিসাবে ১২০৭.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বরাদ্দ ধরা হয়েছে।এর মধ্যে এখন পর্যন্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ১১০৮.৯৭ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। ৭ জন সহায়ক কর্মী সহ একজন বিচার বিভাগীয় আধিকারিকের বেতন এবং দৈনন্দিন ব্যয় মেটানোর জন্য একটি ফ্লেক্সি অনুদানের জন্য কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রকল্পের (কেন্দ্রীয় অংশ ও রাজ্যের অংশ যথাক্রমে ৬০:৪০ এবং ৯০:১০ আদলে এই তহবিল বরাদ্দ করা হয়। সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কার্যকরী এফ.টি.এস.সি/ই - পকসো আদালতের সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত তহবিলগুলি প্রতিদানের ভিত্তিতে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে বরাদ্দ দেওয়া হয়।

চলতি বছরের ত্রিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যন্ত, ২৯টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৪০০টি এক্সক্লুসিভ পকসো (ই-পকসো) আদালত সহ ৭৭৩ টি এফ.টি.এস.সি কাজ করছে।

ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্ট প্রতিষ্ঠা নারী নিরাপত্তা, যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই, পকসো আইনের অধীনে ধর্ষণ ও অপরাধ সম্পর্কিত বকেয়া মামলাগুলির ব্যাকলগ হ্রাস এবং যৌন অপরাধ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের ন্যায়বিচারের জন্য বর্ধিত প্রবেশাধিকার প্রদানের প্রতি সরকারের অটল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। সংবেদনশীল যৌন অপরাধের মামলাগুলি পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ পেশাদার এবং অভিজ্ঞ বিচারক এবং সহায়ক কর্মীদের সঙ্গে, এই আদালতগুলি ধারাবাহিক এবং বিশেষজ্ঞ-নির্দেশিত আইনি কার্যধারা নিশ্চিত করে এবং আঘাত ও দুর্দশা প্রশমিত করার জন্য ভুক্তভোগীদের দ্রুত সমাধানের প্রস্তাব দেয়। ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্টগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সুবিধার্থে এবং আদালতগুলিকে শিশুবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। এই আদালতগুলি গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩,৫০,৬৮৫ টি মামলার নিষ্পত্তি করেছে।

হাইকোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্টে (এফ.টি.এস.সি) ধর্ষণ ও পকসো আইনের মামলাগুলির নিষ্পত্তির হার নিয়মিত আদালতের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি বলে মনে হয়। নিয়মিত আদালতে ধর্ষণ ও পকসো আইনের মামলাগুলির গড় নিষ্পত্তির হার প্রতি মাসে আদালত প্রতি ৩.২৬ টি। এফ.টি.এস.সিগুলি প্রতি মাসে আদালত প্রতি গড়ে ৯.৫১ টি মামলা নিস্পত্তি করে। এটি এফ.টি.এস.সি''র মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বর্ধিত দক্ষতার নজীর।পকসো আইনের অধীনে ধর্ষণ ও অপরাধ সম্পর্কিত মামলাগুলির দ্রুত বিচারের জন্য ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্টস (এফ.টি.এস.সি) প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে এবং নির্ভয়া তহবিলের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছে, যা মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষা বাড়ানোর লক্ষ্যে নিবেদিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে, অন্যান্য বিভাগের মামলাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই প্রকল্পের পরিধি বাড়ানোর কোনও প্রস্তাব মন্ত্রকের বিবেচনাধীন নেই।

গত তিন আর্থিক বছর এবং চলতি বছরের তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অংশ হিসেবে মোট ১.১৭ কোটি টাকা (২০২২—২৩), ০.৯৮ কোটি টাকা (২০২৩—২৪), ১.১১ কোটি টাকা (২০২৪—২৫) এবং চলতি বছরে ০.০২ কোটি টাকা (০৮ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গোটা দেশের হিসেবে এই বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে, ২০০ কোটি টাকা (২০২২—২৩), ২০০ কোটি টাকা (২০২৩—২৪), ২০০ কোটি টাকা (২০২৪—২৫) এবং চলতি বছরে ৭৪.৪২ কোটি টাকা (০৮ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।ত্রিপুরায় কার্যকর ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্ট (এফ.টি. এস. সি) আদালতের সংখ্যার তথ্য অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৩টি ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্ট হয়েছে, যার মধ্যে ১টি এক্সক্লু সিভ পকসো আদালত হয়েছে।আর গোটা দেশের হিসেবে এই সময়ের মধ্যে ৭৭৩টি ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্ট হয়েছে, যার মধ্যে ৪০০টি এক্সক্লুসিভ পকসো আদালত।এই প্রকল্পের সূচনাকালে সারা দেশে লক্ষ্য ছিল প্রতি ৬৫ থেকে ১৬৫টি বিচারাধীন মামলার জন্য একটি এফ.টি.এস.সি প্রতিষ্ঠিত করা হবে। তার ভিত্তিতে শুধুমাত্র ৩১টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই প্রকল্পে যোগ দেওয়ার যোগ্য ছিল। পুদুচেরি এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য একটি বিশেষ অনুরোধ করেছিল এবং তারপর ২০২৩ সালের মে মাসে একটি এক্সক্লুসিভ পকসো কোর্ট চালু করা হয়েছে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এই প্রকল্পে যোগ দিতে সম্মত হয়েছে, কিন্তু এখনও কোনও আদালত চালু হয়নি।

ধর্ষণ ও পকসো আইনের বিচারাধীন মামলার সংখ্যা খুব কম বলে অরুণাচল প্রদেশ এই প্রকল্প থেকে সরে এসেছে।

আইন ও বিচার মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল আজ রাজ্যসভায় এই তথ্য জানিয়েছেন।

Press Notice Inviting e-Tender No.: 04/MMC/MLG/e-Tender/2025-26

The Chief Executive Officer, Melaghar Municipal Council Invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/ Enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/ CPWD/ MES/ Railway from 09:00 hrs. of 10/12/2025 for the following works through e-procurement portal:

Sl.	DNIeT No.	Name of Work	Estimated Cost (In Rs.)	Earnest Money (In Rs.)	Time of Completion	Last date and time of submission of bid
01	05/MMC/MLG/ DNIeT/2025-26	Construction of RCC drain from Dilip Saha house to towards DWS office at ward no 06 under Melaghar Municipal Council during the year 2022-23.	6,97,355.00	13,947.00	180 Days	Up to 15.00 hrs. on 02/01/2026
02	06/MMC/MLG/ DNIeT/2025-26	Construction of RCC road with cover drain starting from Nityananda Das house to Subash Das house at ward no. 04 under Melaghar Municipal Council during the year 2023-24.	9,91,165.00	19,823.00	180 Days	
03	07/MMC/MLG/ DNIeT/2025-26	Construction of RCC retaining wall from Madhu Saha house to towards Haradhan Saha house at ward no. 05 under Melaghar Municipal Council during the year 2022-23.	28,00,692.00	56,014.00	180 Days	

The press notice is also available on https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3417/25

Chief Executive Officer
Melaghar Municipal Council Melaghar, Sepahijala, Tripura

ইন্ডিগো প্রধান পিটার এলবার্সের হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনার ছবি নিয়ে উঠেছে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : ইন্ডিগো এয়ারলাইনসের সিইও পিটার এলবার্সের হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করার ছবি এক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় নাগরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীর কে. রাম মোহন নায়ডু জানিয়েছেন, যে ছবিটি ভাইরাল হয়েছে, তা শুধুমাত্র তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা নয়, বরং দেশের জনগণের প্রতি ইন্ডিগোর দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা হিসেবে নেওয়া উচিত।

নায়ডু বলেন, 'তিনি (পিটার এলবার্স) তাঁর অফিসে হাত জোড় করে শুধুমাত্র আমার কাছে নয়, বরং দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, যারা এই দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েছেন।' তিনি আরও বলেন, 'ইন্ডিগোর এই অব্যবস্থাপনার কারণে দেশের জনগণ বেশ কয়েক দিন বিমান চলাচলব্যবস্থায় অসুবিধার শিকার হয়েছে।'

পূর্ববর্তী সপ্তাহে বিমানবন্দরে ব্যাপক বাতিলকরণ এবং দীর্ঘ দেরির পর, কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহণ মন্ত্রণালয় ইন্ডিগোর সিইওকে জরুরি বৈঠকে ডেকে আনে। সেই বৈঠকের পরেই, ১০ শতাংশ কার্যক্রম কমানোর নির্দেশ দেয় মন্ত্রণালয়, যাতে বিমান চলাচল ব্যবস্থার তীব্র চাপ কমানো যায়।

এরপরই ভাইরাল হওয়া ছবিটি সামনে আসে, যেখানে পিটার এলবার্সকে হাত জোড় করে দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায়।

এছাড়াও, মন্ত্রী নায়ডু ইন্ডিগোর 'ভয়াবহ ব্যবস্থাপনা' কে দায়ী করেছেন এই বিপর্যয়ের জন্য। তিনি বলেন, 'ইন্ডিগোর অভ্যন্তরীণ ক্রু রস্টারিং সিস্টেমে কিছু অস্বাভাবিকতা ছিল, যার ফলে এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতি ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন নীতির অনুপালনের কারণে এড়ানো সম্ভব ছিল।'

ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স নিজেও এই বিপর্যয় নিয়ে তার অবাক হওয়ার কথা জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'এই সংকটটি সম্পূর্ণভাবে ইন্ডিগোর ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে হয়েছে, যা পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব ছিল।'

এদিকে, ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে তারা দেশের সমস্ত গন্তব্যে বিমান চলাচল চালিয়ে যাবে, তবে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসারে ১০ শতাংশ কার্যক্রম কমানো হবে।

সংঘ শতাব্দী এবং রাম মন্দির আন্দোলন সম্পন্নর জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে ২০২৫ সাল: রাম বাহাদুর রায়

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): হিন্দুস্থান সমাচারের সমূহ সম্পাদক এবং ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ রাম বাহাদুর রায় বৃহস্পতিবার বলেন যে, ২০২৫ সাল আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্ণ হওয়া এবং রাম মন্দির আন্দোলন সম্পন্ন হওয়ার জন্য ভবিষ্যতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন যে আরএসএস ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও একই সময়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু আজ তারা কোথায় এবং আরএসএস কোথায়? এটি কেবল সেই কার্যকর্তাদের কারণেই সম্ভব হয়েছে যারা নিঃস্বার্থভাবে আরএসএস-এর জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে হিন্দুস্থান সমাচার আয়োজিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনা এবং সংঘ বিষয়ক কার্যক্রমে ভাষণ দেন রাম বাহাদুর রায়। অনুষ্ঠানে হিন্দুস্থান সমাচার গ্রুপের দুটি ম্যাগাজিন - নবোত্থান এর বিশেষ সংখ্যা 'সংঘ শতাব্দী: নতুন দিগন্ত' এবং যুগবার্তা-রও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। নবোত্থানে সংঘের শতবার্ষিকী সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক চেতনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে, অন্যদিকে যুগবার্তা-য় সংঘের ১০৫ জন প্রচারকের সংক্ষিপ্ত জীবনী রয়েছে। বরিষ্ঠ সাংবাদিক রাম বাহাদুর রায় বলেন যে সংঘকে বোঝার জন্য সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে থাকা ব্যক্তিদের অনুভব করা যেতে পারে। যুগবার্তা ম্যাগাজিনে ১০৫ জন প্রচারকের নিয়ে সংকলন করা হয়েছে, যাঁরা দেশ ও সমাজের জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।তিনি বলেন যে, ১৯২৫ সালে সংঘের পাশাপাশি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর নয় বছর পর, কংগ্রেস সমাজবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়, যা তার ৯০-তম বার্ষিকী পূর্ণ করতে চলেছে। তিনি বলেন যে ১০০ বছর পর সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংঘ রয়েছে। কিন্তু কমিউনিস্ট এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি একটি ক্ষুদ্র গন্ডিতে পরিণত হয়েছে। রাম বাহাদুর রায় বলেন যে ২০২৫ সালটি বন্দে মাতরমের ১৫০-তম বার্ষিকী হিসেবেও মনে রাখা হবে।

অনুষ্ঠানে ইসকন বেঙ্গালুরুর উপাধ্যক্ষ ভরতর্ষভ দাস বলেন যে কেবল ভারতই বিশ্বকে শান্তির পথ দেখাতে পারে। বর্তমানে বিশ্বে আদর্শগত দ্বন্দ্ব চলছে। ভারতকে ভুল দৃষ্টিতে চিত্রিত করা হচ্ছে। আমাদের এটি সংশোধনের জন্য নতুন উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের হৃদয়ে সনাতনকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

হিন্দুস্থান সমাচারের চেয়ারম্যান অরবিন্দ মার্ডিকার স্বাগত ভাষণ দেন। তিনি হিন্দুস্থান সমাচারের সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে সংস্থাটি আজ ১৫টি ভাষায় সংবাদ পরিষেবা প্রদান করে। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের কাজ এগিয়ে চলেছে।

চিকিৎসা সহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাহায্য প্রত্যাশীদের সাথে আজও সরাসরি কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। এই কর্মসূচির আজ ৫৯তম পর্বে অধিকাংশ সাহায্য প্রত্যাশীগণ চিকিৎসাজনিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তা চেয়ে আর্জি জানান। আগরতলা যোগেন্দ্রনগরের কাজল শীল তার অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী তার স্ত্রীর চিকিৎসার কাগজপত্র খতিয়ে দেখে জিবি হাসপাতালে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। শান্তিরবাজারের বিপ্লব চক্রবর্তী তার ১২ বছর বয়সী কন্যার চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইলে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। রাজ্যের প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজেশ বণিক কিছুদিন পূর্বে এক মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন। প্রয়াত রাজেশ বণিকের মা আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাত করেন। মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে শোকাহত পরিবারের সহায়তায় ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করেন। পাশাপাশি সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়াত ক্রিকেটার রাজেশ বণিকের মা''র মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করারও আশ্বাস দেন। স্বামীর চিকিৎসার জন্য উত্তর জোলাইবাড়ির দীপ্তি মুহুরি, ফটিকরায় গঙ্গানগরের মনোরঞ্জন দেববর্মা, মতাই সুন্দরটিলার কমলা রবিদাস, মান্দাইয়ের মানিক দেববর্মা প্রত্যেকেই তাদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আর্জি জানান। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারের সাথে কথা বলে তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ওষুধপত্র দেওয়ার ব্যবস্থার নির্দেশ দেন। আজকের এই মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার মিশন ডাইরেক্টর সাজু বাহিদ, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রি দেববর্মা, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. বিধান গোস্বামী, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের

SHORT NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The NTFP Centre of Excellence (NCE) under Tripura Forest Department, government of Tripura invites Expression of Interest (EoI) for the "Development, Manufacturing, and Supply of Customized Agar (Oudh) Based Perfumes". Last date of submission of the EoI is December 23, 2025, 17:30 hours (IST). For details terms and condition please visit the official website of Tripura Forest Department: of NTFP Centre of Excellence (NCE), of NTFP Hatipara Forest Complex, Gandhigram, West Tripura-799012.
forest.tripura.gov.in or the notice boardest
ICA/C 3422/25

sd/-
Director
NTFP Centre of Excellence (NCE)

PNIe-T-29/EE/RD/BSGD/SPJ/ 2025-26/ dt. 10/12/2025

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites Auction through e-tender from eligible bidders upto 3.00 P.M. on 18/12/2025 for Auction for Dismantling of old residential quarter of SDM office Bishalgarh, under Sepahijala District. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8974406541. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/ 3404/25

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

FIRE RECRUITMENT BOARD, TRIPURA (FRBT)
DIRECTORATE OF FIRE & EMERGENCY SERVICES
GOVERNMENT OF TRIPURA

No.F.06/FRBT/2025/88. Dated: Agartala, the 11th December, 2025
Urgent Notice Regarding FRBT Written Exam (Fireman & Driver): 2025
• The date of written examination of fireman and driver is 14th December 2025, Sunday.
All candidates must report to the examination centre by 9:30 A.M. on the day of exam and take
their assigned seats in the designated examination hall as per instructions.
Candidates can enter the exam center up to 10:30 A.M.
• No candidate shall be allowed to enter the examination centre after 10:30 AM under any circumstances. No request or appeal from late-arriving candidates shall be considered. Therefore, all candidates are advised to be mindful of the time.
• The examination shall begin after due verification of candidates at 11:00 A.M.
• Candidates shall enter the examination centre with the following three items only:
I. Admit Card
II. An original Photo Identity Card (any one of Voter ID, Aadhaar Card, PAN Card, Passport) III. A Black ball-point pen
Candidates shall not be permitted to enter the examination centre without the above items.
Items such as smart watches, mobile phones, electronic devices, communication devices, bags or any other belongings or suspicious objects are banned in the examination centre.
Examination centre shall not take any responsibility for any additional items carried by the candidates.
Mandatory Security checking shall be done.
Every candidate must pay special attention to the time. Entry shall be strictly prohibited after 10:30 A.M.
• To avoid any rush or inconvenience, candidates are advised to reach examination centers well in advance.
Candidates shall be allowed to leave the exam hall only after 1:30 P.M.
• Candidates are advised to read the instructions given in the admit card, Prospectus cum
Instructions and notifications issued from time to time by the Board.
Candidates are also advised to read the instructions given in the OMR answer sheet and Question Booklet before writing anything.
This notice is issued for information of all candidates.
ICA/D/1510/25

Sd/-
(A. Bhattacharjee)
Controller of Examinations, FRBT
Agartala-799001

বৃহস্পতিবার দুর্গাচৌমুহনী বাজার কমিটির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোন কোন খাবার মানুষের শরীরে সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধ তৈরি করে?

সোফিয়া কুয়াগলিয়া

প্রতিটি মানুষের আঙুলের ছাপ যেমন ইউনিক বা অনন্য, তেমনি প্রতিটি মানুষের শরীরের ঘ্রাণও অনন্য। আমাদের ব্যক্তিত্ব যেমন: আমরা ঠিক কতটা বহির্মুখী বা সংবেদনশীল এবং আমাদের মানসিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্যসহ সবকিছুই কিন্তু শরীরের ঘ্রাণকে প্রভাবিত করতে পারে। স্কটল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব স্টারলিং এর সোশাল সাইকোলোজির অধ্যাপক ক্রেইগ রবার্টস বলেন,'গত কয়েক দশকের গবেষণায় এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের ঘ্রাণশক্তি আমাদের জিন, হরমোন, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধির অভ্যাসের মাধ্যমে গঠিত হয়।'

তিনি বলেন, 'আমরা পুরুষ বা মহিলা, তরুণ বা বৃদ্ধ, সুস্থ বা অসুস্থ, সুখী অথবা দুঃখী যাই হই না কেন, ঘ্রাণেই আমাদের শরীরের সেই অবস্থার প্রতিফলন হয়।' এগুলোর অনেক কিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, কিন্তু কিছু বিষয়কে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। যেসব বিষয় আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের ডায়েট বা খাদ্যাভ্যাস। আমরা যেসব খাবার খেয়ে থাকি সেগুলো কেবল আমাদের শরীরের ঘ্রাণই পরিবর্তন করে না বরং অন্য কারো কাছে আমরা ঠিক কতটা আকর্ষণীয় হবো সেটিও নির্ধারণ করে। এই খাতের গবেষণা ধীরে ধীরে নতুন নতুন আবিষ্কারের দিকে যাচ্ছে।

বিংহ্যামটনের স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্কের হেল্থ অ্যান্ড ওয়েলনেস স্টাডিজের সহকারি অধ্যাপক লিনা বেগডাসি ব্যাখ্যা করেছেন যে, খাবার প্রধানত দুই উপায়ে আমাদের শরীরের ঘ্রাণকে প্রভাবিত করে। এই দুটি উপায়ের একটি হলো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম বা পাচনতন্ত্র এবং আরেকটি হলো আমাদের ত্বকের উপরের চামড়ার মাধ্যমে। প্রথম উপায়ে, যখন আমাদের খাবার হজম হয় তখন অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া এই খাবারটা ভেঙে ফেলে।

এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে খাবারে অবস্থিত রাসায়নিক এবং ব্যাকটেরিয়া গ্যাস তৈরি করে যেগুলো আনস্টেবল বা অস্থির অণু। যা কিনা শরীর থেকে খাবার গ্রহণের সময় একই ফর্মে বা আকারে নির্গত হয়। এই কারণে প্রায়ই মানুষের মুখের দুর্গন্ধ হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় "হ্যালিটোসিস"। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বব্যাপী প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তবয়স্ক কোনো না কোনোভাবে এই রোগে ভুগে থাকেন। যদিও এর অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। দ্বিতীয় উপায়ে ত্বকের মাধ্যমে শরীরের ঘ্রাণ প্রভাবিত হয়। যখন খাবারের রাসায়নিক উপাদানগুলো শরীরে হজম হয় এবং ভেঙ্গে যায় তখন রক্তের মাধ্যমে এদের কিছু অংশ শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে যায়। এই পদার্থগুলোর কিছু অংশ ত্বকের মাধ্যমে ঘাম রূপে নির্গত হয়। সেখানে তারা ত্বকের ব্যাকটেরিয়ার সাথে মিলিত হয়ে দুর্গন্ধ তৈরি করে। এটা লক্ষ্যণীয় যে, ঘামের নিজস্ব কোনো ঘ্রাণ নেই। কিন্তু যখন ঘাম ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসে তখনই এটা দুর্গন্ধ তৈরি করে। বিভিন্ন ধরনের খাবারে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যৌগ থাকে। যা শরীরের বিভিন্ন অংশকে প্রভাবিত করে। কিন্তু প্রায়ই সবসময়ই সালফারের কারণে তীব্র বা জোরালো এবং অপ্রীতিকর তীব্র দুর্গন্ধ হয়। কিন্তু মজার বিষয় হলো, কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, নির্দিষ্ট কিছু সালফারযুক্ত যৌগ কখনো কখনো একজন মানুষকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। ফলমূল এবং শাকসবজী— ব্রোকলি, বাঁধাকপি, ব্রাসেলস স্প্রাউটস এবং ফুলকপি হেলদি ডায়েট বা স্বাস্থ্যকর খাবারের অংশ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু এগুলোতে সালফার যৌগ বেশি থাকে। এ কারণেই প্রায়ই এগুলো থেকে পচা ডিমের মতো গন্ধ পাওয়া যায়। নিউট্রিশনাল থেরাপিস্ট কেরি বেসনের মতে, যখন এই সালফারযুক্ত যৌগগুলো রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং ত্বকের ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসে তখনই ঘামে তীব্র বা অপ্রীতিকর গন্ধ হয়। ক্রুসিফেরাস সবজীর মতো রসুন এবং পেঁয়াজও আমাদের নিঃশ্বাস এবং ঘামের গন্ধকে প্রভাবিত করে।

কারণ যখন এই খাবারগুলো হজম হয় তখন এগুলো ডায়ালাইল ডাইসালফাইড এবং অ্যালাইল মিথাইল সালফাইডের মতো দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী যৌগ তৈরি করে। (এই ক্রুসিফেরাস সবজী বলতে মূলত বোঝায়, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রোকলির মতো সবজি যেগুলোতে ফুলের চারটি পাঁপড়ি ক্রুশ বা ক্রসের মতো আকার ধারণ করে।) বিভিন্ন সময়ে শরীর থেকে এই যৌগগুলো নির্গত হয়।

কিছু কিছু যৌগ গ্রহণের পরপরই নির্গত হয় অন্যদিকে অ্যালাইল মিথাইল সালফাইড প্রায় ৩০ মিনিট পরে সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়। মজার বিষয় হলো, বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, রসুন মুখে দুর্গন্ধ তৈরি করতে পারে কিন্তু এটি শরীরের ঘামের ঘ্রাণকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ঘাম সংগ্রহ করার জন্য ৪২ জন পুরুষ তাদের বগলের নিচে ১২ ঘণ্টাব্যাপী সুতির প্যাড পড়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অল্প পরিমাণে রসুন খেয়েছিলেন, কেউ আবার বেশি খেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ রসুনের সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেছিলেন। এরপর ৮২ জন নারীকে ওই প্যাডের ঘ্রাণ নিয়ে রেটিং দিতে বা মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছিল। প্যাডের এই গন্ধ ঠিক কতখানি মনোরম, কতখানি আকর্ষণীয়, কতটা ডমিনেটিং বা প্রভাবশালী এবং কতখানি তীব্র তার ওপর ভিত্তি করে রেটিং দেওয়া হয়েছিল। ফলাফলে দেখা গেছে, যারা কম রসুন খেয়েছেন তাদের ঘামের গন্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য দেখা যায়নি।

কিন্তু যারা বেশি রসুন খেয়েছেন তাদের অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং আকাঙ্ক্ষিত বলে রেটিং দেওয়া হয়েছিল। এমনকি যারা গার্লিক সাপ্লিমেন্ট বা রসুনের পরিপূরক গ্রহণ করেছিলেন তাদেরও আরো আকর্ষণীয় বলে রেটিং করা হয়েছিল। এই গবেষণা পরিচালনাকারী গবেষক জ্যান হেভলক চেক রিপাবলিকের চার্লস ইউনিভার্সিটিতে হিউম্যান এথিকস অ্যান্ড কেমিকেল কমিউনিকেশন বা মানব নীতিশাস্ত্র এবং রাসায়নিক যোগাযোগ বিভাগে কাজ করেন। তারা বলেন, 'আমরা গবেষণার ফলাফলে সত্যি এতোই বিস্মিত হয়েছি যে তিনবার আমরা গবেষণাটির পুনরাবৃত্তি করেছি।' জন হাউলেট-প্যাকার্ড বিশ্বাস করেন, রসুনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। সম্ভবত এই কারণেই নারীরা বেশি রসুন খাওয়া পুরুষদের ঘ্রাণ পছন্দ করেন। বিভিন্ন উপায়ে কিছু সবজী আমাদের ঘ্রাণ শক্তিকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ: অ্যাসপারাগাস গাছে অ্যাসপারাগাস এসিড নামে যৌগ থাকে। যখন শরীরে এটা হজম হয় তখন তা মিথানেথিওল এবং ডাইমেথাইল সালফাইড যৌগ তৈরি করে। এই কেমিকেল বা রাসায়নিকগুলোই আমাদের শরীরের ঘাম এবং প্রস্রাবের স্বতন্ত্র ঘ্রাণের জন্য দায়ী। সালফার যৌগগুলো খুবই উদ্বায়ী যৌগ অর্থাৎ এরা সহজেই বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি এগুলোর গন্ধ বাথরুমেও সহজেই চিহ্নিত করা যায় বা পাওয়া যায়। এই গন্ধ সাধারণত পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয় বা টিকে থাকে। সবার মধ্যে এই ঘ্রাণ পাওয়া যাবে বিষয়টি এমন নয়। বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন ফলাফল পাওয়া গেছে। ১৯৫০ এর দশকে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ৫০ শতাংশেরও কম মানুষ এই ঘ্রাণ অনুভব করেছেন। অন্যদিকে, ২০১০ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় পাওয়া গেছে, ৯০ শতাংশের বেশি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এই গন্ধ উপস্থিত ছিল। এর থেকে বোঝা যায়, এটা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট নয়। মজার বিষয় হলো, সবাই এই ঘ্রাণ শনাক্ত করতে পারে না। কারো শরীরে প্রস্রাবের মতো গন্ধ হবে কিনা তা তার জেনেটিকস বা বংশগতির ওপর নির্ভর করে।

তবে যখন সব ধরনের ফল এবং সবজী খাওয়ার কথা আসে, তখন এগুলো বেশি খেলে শরীরের ঘ্রাণ আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। অস্ট্রেলিয়াতে ২০১৭ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব পুরুষরা অনেক বেশি ফল এবং সবজী খান তাদের শরীর থেকে অনেক মনোরম, ফলের স্বাদের মতো এবং মিষ্টি ঘ্রাণ পাওয়া যায়।

এই গবেষণায় আরো দেখা গেছে, যাদের ত্বকের রং হালকা হলুদ অর্থাৎ যাদের ক্যারোটিনয়েডের পরিমাণ বেশি, তাদের অন্যরা বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে করে। (গাজর, কুমড়া, টমেটো এবং পেঁপের মতো ফলের মধ্যে ক্যারোটিনয়েড পাওয়া যায়)

যারা তাদের খাদ্যাভ্যাসে বা ডায়েটে পরিমিত পরিমাণে চর্বি, মাংস, ডিম এবং টফু রেখেছিলেন তাদের ঘামে বেশি মনোরম ঘ্রাণ ছিল। বিপরীতে যারা কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেয়েছিলেন তাদের কম আকর্ষণীয় হিসেবে রেটিং বা মূল্যায়ন করা হয়েছিল। মাছ এবং মাংস— মাংস এবং মাছও শরীরের দুর্গন্ধের কারণ হতে পারে। কারণ শরীর প্রাণিজ প্রোটিনকে অ্যামাইনো এসিড এবং চর্বিতে রূপান্তরিত বা ভেঙে ফেলে। এই অ্যামাইনো এসিড এবং চর্বি ঘামে নির্গত হয় এবং ত্বকের ব্যাকটেরিয়ার সাথে মিলিত হয়ে দুর্গন্ধ তৈরি করে।

উদাহরণস্বরূপ: মাছ এবং বিনস বা মটরশুঁটি জাতীয় খাবার শরীরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে। কারণ এতে ট্রাইমিথাইলামাইন থাকে যেটি একটি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত যৌগ নিউট্রিশনাল থেরাপিস্ট কেরি বেসন বলেন, এটি "ট্রাইমেথাইলামাইনুরিয়া" নামের একটি স্বাস্থ্যগত অবস্থা। যেটি মাছের সিনড্রোম নামেও পরিচিত। মিজ বেসন বলেন, এই পরিস্থিতি তৈরি হয় যখন শরীর ট্রাইমেথাইলামাইনকে গন্ধহীন যৌগে রূপান্তরিত করতে পারে না। তিনি বলেন, 'এটা শরীরে তীব্র গন্ধের কারণ হয়' কিন্তু এটা খুবই বিরল অবস্থা। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১০ মাস বয়সি একটি শিশুর ট্রাইমেথাইলামিনুরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। মাছ খাওয়ার পর শিশুটি পচা মাছের মতো ঘ্রাণ পেতে শুরু করে। যদিও এই অবস্থা স্থায়ী কিছু ছিল না এবং যথাযথ চিকিৎসার পর ওই শিশুটি সুস্থ হয়েছিল। মাংস খাওয়া কি আমাদের আরো আকর্ষণীয় করে তোলে? জন হিউলিচেকসের গবেষক দল ২০০৬ সালে এই বিষয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। বিজ্ঞানীরা ৩০ জন পুরুষের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। যারা দুই সপ্তাহ ধরে হয় মাংস জাতীয় খাবার অথবা মাংসবিহীন খাবার খেয়েছিলেন। নারীরা তাদের নিজেদের সুগন্ধি কতটা মনোরম, আকর্ষণীয়, অনুপ্রেরণাদায়ক এবং তীব্র বলে মনে করেছেন সেটির ওপর ভিত্তি করে রেটিং বা মূল্যায়ন করেছেন। যেসব পুরুষ মাংস ছাড়া খাবার খেয়েছেন তাদের শরীরের ঘ্রাণ আরো বেশি আকর্ষণীয়, বেশি মনোরম এবং কম তীব্র বলে মনে হয়েছে। হিউলিচুক বলেন, 'আমরা অবাক হয়েছি যারা মাংস খান তাদের মুখে দুর্গন্ধ যারা মাংস খান না তাদের তুলনায় কিছুটা কম ছিল।' তারা যা আশা করেছিল বিষয়টি তা ছিল না কারণ মানব বিবর্তন জুড়ে মানুষের খাদ্য তালিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মাংস। যদিও বর্তমান জটিল, শিল্পোন্নত সমাজের মানুষদের মতো মাংস খাওয়ার প্রচলন, প্রাচীন মানুষদের ততটা ছিল না। হিউলিচুক বলেন, ' আমাদের বিবর্তনের সময় প্রতিদিন মাংস খাওয়া কমন বিষয় ছিল না।' কফি এবং ওয়াইন— বিংহ্যামটনের স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্কের হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস স্টাডিজের সহকারি অধ্যাপক লিনা বেগডাসি বলেন, অ্যালকোহল বিশেষত যারা প্রচুর পরিমাণে এবং মাঝেমধ্যেই সেবন করেন তাদের পেটে এবং ঘামে উভয় ক্ষেত্রেই দুর্গন্ধ হতে পারে। যখন আপনার শরীর লিভারে অ্যালকোহলকে ভেঙে ফেলে তখন এটি "এইসটালডিহাইড" নামে একটি বিষাক্ত যৌগ নির্গত করে। এর অ্যালকোহলের মতো ঘ্রাণ সহজেই চেনা যায়।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ৬০ থেকে ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তারা নিঃশ্বাসের ঘ্রাণের ওপর ভিত্তি করে বলতে পারেন কেউ মদ্যপান করেছে কিনা।

কিন্তু এটা নির্ভর করে অ্যালকোহল গ্রহণের পরিমাণের ওপর। অ্যালকোহল আপনাকে পানি শূন্য করে এবং লালা অথবা শ্লেষ্মা উৎপাদন কমিয়ে দেয় যেটি মুখের ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি করে এবং মুখে দুর্গন্ধের কারণ হয়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি গবেষণায় পাওয়া গেছে, ২৩৫ জন মানুষের মধ্যে যারা মুখের দুর্গন্ধের কথা জানিয়েছেন, তারা প্রতিদিন অ্যালকোহল পান করেছিলেন। তাদের নিঃশ্বাসে উদ্বায়ী সালফার যৌগের মাত্রা বেশি ছিল।

যেসব পুরুষরা বিয়ার পান করেন এবং যারা বিয়ারের পরিবর্তে পানি পান করেন তাদের নিয়ে ২০১০ সালে আরেকটি গবেষণা পরিচালিত হয়। এতে দেখা গেছে, মশারা বিয়ার পানকারী পুরুষদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। কফি এবং চায়ে পাওয়া ক্যাফেইন অ্যাপোক্রাইন গ্রন্থিগুলোকে (ঘামগ্রন্থি) উদ্দীপিত করতে পারে। যেটা শরীরের বিভিন্ন অংশে যেমন: বগলের নিচে, পেটে এবং দুই উরুর মাঝে উৎপন্ন হয়। নিউট্রিশনাল থেরাপিস্ট কেরি বেসন জানান, ঘামের এই বৃদ্ধি ব্যাকটেরিয়ার বেড়ে ওঠার জন্য আরো অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারে। যা কিনা শরীরের দুর্গন্ধকে আরো খারাপ করে তুলতে পারে।

আবার আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, ঘামে ক্যাফেইনের অণু পাওয়া যায় কিন্তু এ বিষয়ে কোনো তথ্য নেই। এমন কোনো প্রমাণও নেই যে, ক্যাফেইন শরীরের ঘ্রাণকে প্রভাবিত করে। স্কটল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব স্টারলিং এর সোশাল সাইকোলোজির অধ্যাপক ক্রেইগ রবার্টস বলেন, ' আমরা স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং সব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতোই সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সাথে অবশ্যই ঘ্রাণ সম্পর্কিত।'

বিশ্বের সবচেয়ে বিরল রক্তের গ্রুপ কোনটি ও কেন?

জেসমিন ফক্স স্কেলি

প্রতি ৬০ লাখ মানুষের মধ্যে মাত্র একজনের শরীরে থাকে বিরল এই রক্ত। বিরল রক্তের গ্রুপ যাদের, এমন মানুষের জীবন বাঁচাতে কাজে আসবে - এমন আশায় এ রক্ত এখন ল্যাবরেটরিতে তৈরির চেষ্টা করছেন গবেষকরা। রক্ত সঞ্চালন, বা অন্য কাউকে রক্ত দান করার যে প্রক্রিয়া আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সেটি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে।

যদি আমরা কখনো আহত হই বা বড় ধরনের সার্জারির প্রয়োজন হয়, তাহলে অন্যের দান করা রক্ত জীবন রক্ষাকারী হতে পারে।

কিন্তু সবাই এই অসাধারণ পদ্ধতি থেকে উপকৃত হতে পারেন না।

রক্তের গ্রুপ ম্যাচিং হয় না - এমন রক্ত খুঁজে পেতে মানুষ হিমশিম খান। তবে, এ বিষয়ে সহায়ক হতে পারে সেই বিরল রক্ত যাতে আরএইচ ফ্যাক্টরের উপস্থিতি নেই (আরএইচ নাল)। তবে এই রক্ত পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে মাত্র প্রায় ৫০ জনের শরীরে।

আবার এই রক্ত যাদের শরীরে আছে তারা যদি কখনো দুর্ঘটনার শিকার হন এবং রক্ত নেওয়ার দরকার পড়ে, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য উপযুক্ত রক্ত পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম, কখনো কখনো প্রায় অসম্ভবও হয়ে পড়ে।

এ জন্য যাদের রক্তের গ্রুপ আরএইচ-বিহীন, তাদেরকে নিজেদের রক্ত সংগ্রহ করে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

দুষ্প্রাপ্য হলেও এ রক্ত বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত মূল্যবান। চিকিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা মহলে একে কখনো কখনো "গোল্ডেন ব্লাড" বলা হয় এর বহুমুখী ব্যবহারযোগ্যতার কারণে।

বিজ্ঞানীরা যেহেতু বর্তমানে দান করা রক্ত ব্যবহারে রোগ প্রতিরোধজনিত যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা দূর করার উপায় খুঁজছেন, সেহেতু এটি সবার শরীরে দেওয়া যায় এমন রক্ত তৈরিতে সহায়তা করতে পারে। রক্তের গ্রুপ কীভাবে নির্ধারিত হয় আপনার শরীরে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তার ধরন নির্ধারিত হয় লাল রক্তকণিকার উপরিভাগে কিছু নির্দিষ্ট উপাদানের থাকা না থাকার ওপর। এই উপাদানগুলোকে অ্যান্টিজেন বলা হয়। এগুলো মূলত প্রোটিন বা শর্করা, যা কোষের পৃষ্ঠ থেকে বেরিয়ে থাকে এবং শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা সেগুলো শনাক্ত করতে পারে।

'আপনি যদি এমন দাতার রক্ত গ্রহণ করেন যার অ্যান্টিজেন আপনার রক্তের অ্যান্টিজেন থেকে ভিন্ন, তাহলে আপনার শরীর সেই রক্তের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে এবং সেই রক্তকে আক্রমণ করবে,' বলেন ইউনিভার্সিটি অব ব্রিস্টলের সেল বায়োলজির অধ্যাপক অ্যাশ টয়ে।

'ওই একই রক্ত আপনি আবার নিলে তা প্রাণঘাতী হতে পারে।'

রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার সবচেয়ে শক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এমন দুটি ব্লাড গ্রুপ সিস্টেম হলো এবিও এবং রেসাস (আরএইচ)।

যাদের রক্তের গ্রুপ এ, তাদের লাল রক্তকণিকার পৃষ্ঠে থাকে এ অ্যান্টিজেন। যাদের বি গ্রুপ, তাদের থাকে বি অ্যান্টিজেন। এবি গ্রুপে এ ও বিদুটি অ্যান্টিজেন থাকে, আর ও গ্রুপে কোনোটি থাকে না। প্রতিটি রক্তেরগ্রুপই আবার আরএইচ পজিটিভ অথবা আরএইচ নেগেটিভ হতে পারে।

যাদের রক্ত ও নেগেটিভ তাদের প্রায়শই "ইউনিভার্সাল ডোনার" বা সবাইকে রক্ত দিতে পারবে বলা হয়। যেহেতু তাদের রক্তে এ, বি বা আরএইচ অ্যান্টিজেন থাকে না। যদিও বিষয়টি অতিসরলীকরণ। প্রথমত, ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৪৭টি স্বীকৃত রক্তের গ্রুপ এবং ৩৬৬টি ভিন্ন অ্যান্টিজেন চিহ্নিত হয়েছে। এর মানে হলো, কোনো ব্যক্তি যদি ও নেগেটিভ রক্ত গ্রহণও করেন, তবুও রক্তে থাকা অন্যান্য অ্যান্টিজেনের কারণে তার শরীরে প্রতিরোধকারী (ইমিউন) প্রতিক্রিয়া হতে পারে যদিও কিছু অ্যান্টিজেন অন্যগুলোর তুলনায় বেশি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত, ৫০টির বেশি আরএইচ অ্যান্টিজেন রয়েছে। সাধারণভাবে যখন কেউ নিজেকে আরএইচ নেগেটিভ বলেন, তারা মূলত আরএইচ (ডি) অ্যান্টিজেন উল্লেখ করছেন, তবে তাদের রক্তকণিকায় তখনো অন্যান্য আরএইচ প্রোটিন থাকে।

বিশ্বজুড়ে আরএইচ অ্যান্টিজেনের ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে, যা প্রকৃত ডোনার বা রক্তদাতার সঠিক মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন করে তোলেবিশেষ করে কোনো দেশের জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ক্ষেত্রে। তবে আরএইচ ফ্যাক্টর নেই যেসব মানুষদের রক্তে, তাদের মোট ৫০টি আরএইচ অ্যান্টিজেনের কোনোটিই নেই। যদিও এই ব্যক্তিরা অন্য কোনো ধরনের রক্ত নিতে পারেন না, তবে তাদের রক্ত সব ধরনের আরএইচ রক্তের ধরনের সঙ্গে উপযুক্ত।

এই বিষয়টি ও টাইপ আরএইচ নাল রক্তকে অত্যন্ত মূল্যবান করে তোলে। কারণ অধিকাংশ মানুষ এটি গ্রহণ করতে পারেন, যার মধ্যে এবিও-এর সব ভ্যারিয়েন্ট আছে এমন মানুষরাও অন্তর্ভুক্ত।

জরুরি অবস্থায়, যেখানে রোগীর রক্তের ধরন নিয়ে তথ্য নেই, সেক্ষেত্রে কম এলার্জির ঝুঁকিতে থাকা ও টাইপ আরএইচ নাল রক্ত দেওয়া যেতে পারে। এই কারণে, বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এই "সোনালী রক্তের" মতো রক্ত তৈরির উপায় খুঁজছেন। 'আরএইচ (অ্যান্টিজেন ট্রিগার) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কাজেই আপনার যদি (এগুলোর) কোনোটিই না থাকে, তাহলে আরএইচ-এর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া করার মতো কিছুই থাকে না,' বলেন প্রফেসর টোয়ে।

'যদি আপনি ও টাইপ এবং আরএইচ নাল হন, তাহলে এটি প্রায় সার্বজনীন। তবে এখনো অন্য রক্তের গ্রুপ আছে যা আপনাকে বিবেচনা করতে হবে।' আরএইচ-বিহীন রক্তের উৎপত্তি সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, আরএইচ-বিহীন রক্ত জিনগত রূপান্তরের কারণে উৎপন্ন হয়, যা একটি প্রোটিনকে প্রভাবিত করে। এই প্রোটিনটি লাল রক্তকণিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং এটিকে আরএইচ অ্যাসোসিয়েটেড গ্লাইকোপ্রোটিন বা আরএইচএজি বলা হয়। এই জেনেটিক মিউটেশন বা জিনগত পরিবর্তনগুলো প্রোটিনটির আকার ছোট বা বিকৃত করে দেয়, যার ফলে অন্যান্য আরএইচ অ্যান্টিজেনের প্রকাশে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। ২০১৮ সালে ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর টোয়ে ও তার সহকর্মীরা ল্যাবরেটরিতে আরএইচ নাল রক্তের অনুকরণ তৈরি করতে সফল হন। এর জন্য তারা ল্যাবে উৎপন্ন অবিকশিত কতগুলো লোহিত রক্ত কণিকা ব্যবহার করেন। এরপর গবেষকরা সি আর আই এস পি আর-সিএএস৯ নামের জিন এডিটিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাঁচটি প্রধান ব্লাডগ্রুপের অ্যান্টিজেন সংশ্লিষ্ট জিনগুলো মুছে ফেলেন। এই পাঁচটি রক্তের গ্রুপে মিল না হওয়ার কারণে সাধারণত রক্ত সঞ্চালনে সবচেয়ে বড় অসঙ্গতি দেখা দেয়। এর মধ্যে রয়েছে এবিও এবং আরএইচ অ্যান্টিজেনের পাশাপাশি কেল, ডাফি এবং জিপিবি নামের অন্যান্য অ্যান্টিজেনও। 'আমরা বের করেছি যে এই পাঁচটি অ্যান্টিজেনকে যদি নিষ্ক্রিয় করা যায়, তাহলে একটি অতি সুসঙ্গত কোষ তৈরি করা সম্ভব, কারণ এর থেকে সবচেয়ে সমস্যা-জর্জরিত পাঁচটি রক্তের গ্রুপ সরানো থাকবে,' বলেন প্রফেসর টোয়ে।

ফলে তৈরি হওয়া রক্তকণিকাগুলো সাধারণ প্রধান রক্তের গ্রুপগুলোর সঙ্গে যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তেমনই বিরল রক্তের ধরনের (যেমন আরএইচ নাল ও বোম্বে ফেনোটাইপযা প্রতি ৪০ লাখ মানুষের মধ্যে একজনে পাওয়া যায়) সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তবে জিন এডিটিং প্রযুক্তি ব্যবহার এখনো বিশ্বের বহু স্থানে বিতর্কিত এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।

ফলে প্রায় সবার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই রক্তের ধরন ক্লিনিক্যাল ব্যবহারে আসতে আরও সময় লাগতে পারে। এটি অনুমোদন পেতে হলে বহু ধাপের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও বিস্তৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এরই মধ্যে প্রফেসর টোয়ে স্কারলেট কয়েকজনের সঙ্গে মিলে থেরাপিউটিক্স নামে একটি স্পিন-আউট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই কোম্পানি আরএইচ-বিহীনসহ বিভিন্ন বিরল রক্তের গ্রুপের মানুষের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করছে।

দলটি আশা করছে, এই রক্ত ব্যবহার করে তৈরি করতে এমন কোষগুচ্ছ, যা ল্যাবরেটরিতে অনির্দিষ্টকাল ধরে লাল রক্তকণিকা উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। এরপর এই ল্যাব-উৎপাদিত রক্ত হিমায়িত করে সংরক্ষণ করা যাবে, যাতে বিরল রক্তের গ্রুপের কারও জরুরি প্রয়োজন হলে তা ব্যবহার করা যায়। প্রফেসর টোয়ে আশা করছেন, জিন এডিটিং ব্যবহার ছাড়াই ল্যাবরেটরিতে বিরল রক্তের ব্যাংক তৈরি করা সম্ভব হবে, যদিও এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে ভূমিকা রাখতে পারে। 'যদি আমরা এডিটিং ছাড়া এটি করতে পারি, তবে দারুণ। কিন্তু এডিটিং আমাদের জন্য একটি বিকল্প' বলেন তিনি। 'আমাদের কাজের একটি অংশ হলো সাবধানে দাতাদের নির্বাচন করা যাতে তাদের সমস্ত অ্যান্টিজেন বেশিরভাগ মানুষের জন্য যতটা সম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করা যায়। তাহলে সম্ভবত আমাদের জিন এডিট করতে হবে যাতে এটি সবার জন্য উপযুক্ত হয়।' ২০২১ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলওয়াকিতে অবস্থিত ভার্সিটি ব্লাড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ইমিউনোলজিস্ট গ্রেগরি ডেনোম এবং তার সহকর্মীরা এক গবেষণা করেন। সেখানে তারা হিউম্যান ইনডিউজড প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল থেকে আরএইচ নালসহ কাস্টমাইজড বিরল রক্তের গ্রুপ তৈরি করতে সি আর আই এস পি আর-সিএএস৯ জিন এডিটিং প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। এই স্টেম সেলগুলোর বৈশিষ্ট্য আদিম বা প্রাথমিক স্টেম সেলের মতো এবং সঠিক পরিবেশ পেলে মানবদেহের যেকোনো কোষে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ধরনের স্টেম সেল ব্যবহার করছেন, যা ইতোমধ্যেই রক্তকণিকায় পরিণত হওয়ার জন্য প্রি-প্রোগ্রামড, তবে এখনো এটি নির্ধারিত হয়নি যে কোন ধরনের হবে। উদাহরণস্বরূপ, কানাডার কুইবেকে লাভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এ পজিটিভ রক্তের দাতাদের কাছ থেকে রক্তের স্টেম সেল সংগ্রহ করেন। এরপর তারা সি আর আই এস পি আর-সিএএস৯ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ এবং আরএইচ অ্যান্টিজেনের জন্য কোডিং করা জিনগুলো মুছে ফেলেন, যার ফলে ও আরএইচ নাল অপরিপক্ক লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয়। স্পেনের বার্সেলোনার গবেষকরা সম্প্রতি একজন আরএইচ নাল রক্তদাতার কাছ থেকে স্টেম সেল নিয়েছিলেন এবং সি আর আই এস পি আর-সিএএস৯ ব্যবহার করে তাদের রক্তকে এ টাইপ থেকে ও টাইপে রূপান্তরিত করেছিলেন, যা এটিকে আরও সার্বজনীন করে তুলেছিল। তবুও, এই অসাধারণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বলা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমন কৃত্রিম ল্যাব-উৎপাদিত রক্ত এমন পরিমাণে তৈরি করা, যা মানুষ ব্যবহার করতে পারে, সেটি এখনো অনেক দূরের বিষয়। স্টেম সেলগুলোকে লোহিত রক্তকণিকায় পরিণত করানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দেহের ভেতরে লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয় হাড়ের মজ্জার স্টেম সেল থেকে, যা জটিল সংকেত পাঠিয়ে নির্দেশ দেয় কীভাবে এগুলো বিকশিত হবে। ল্যাবরেটরিতে এটি অনুকরণ করা কঠিন। 'আরও একটি সমস্যা হলো, যখন আরএইচ নাল বা অন্য কোনো নাল রক্তের ধরন তৈরি করা হয়, তখন লোহিত রক্তকণিকার বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা অর্জন ব্যাহত হতে পারে,' বলেন মি. ডেনোম। তিনি বর্তমানে গ্রিফোলস ডায়াগনস্টিক সলিউশন্স নামের একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল বিষয়ক পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন। প্রতিষ্ঠানটি রক্ত প্রতিস্থাপন চিকিৎসায় বিশেষায়িত। 'নির্দিষ্ট রক্ত গ্রুপের জিন তৈরির ফলে কোষের পর্দা ভেঙে যেতে পারে, অথবা কোষে লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনের ক্ষতি হতে পারে,' বলেন তিনি। এ মুহূর্তে, প্রফেসর টোয়ে "রিস্টোর" নামে পরিচিত গবষণার ট্রায়ালের সহ-নেতৃত্বে আছেন। এটি বিশ্বের প্রথম ক্লিনিকাল ট্রায়াল, যেখানে দাতার রক্তের স্টেম সেল থেকে ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত লোহিত রক্তকণিকা স্বেচ্ছাসেবীদের পরীক্ষামূলকভাবে দেওয়া হচ্ছে।

পরীক্ষামূলক এই কৃত্রিম রক্তে কোনোভাবেই জিন এডিট করা হয়নি, তবে মানবদেহে পরীক্ষা করার পর্যায়ে পৌঁছাতে বিজ্ঞানীদের ১০ বছরের গবেষণা লেগেছে। 'বর্তমানে কারও হাত থেকে সরাসরি রক্ত সংগ্রহ করা অনেক বেশি কার্যকর ও সাশ্রয়ী, তাই সামনের দিনেও আমাদের রক্তদাতাদের প্রয়োজন হবে,' বলেন প্রফেসর টোয়ে। 'কিন্তু যেসব মানুষের রক্তের ধরন বিরল এবং তাদের জন্য অন্য ডোনারের সংখ্যা খুবই কম, তাদের জন্য যদি আমরা আরও রক্ত উৎপাদন করতে পারি, তা সত্যিই রোমাঞ্চকর হবে।'

বৃহস্পতিবার আগরতলায় অআমরা বাঙঅলির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

টিকিট বুকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত ৩ কোটি সন্দেহজনক ইউজার আইডি বন্ধ করেছে ভারতীয় রেল: রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি , ১১ ডিসেম্বর: ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, রেল টিকিট বুকিং সিস্টেমে ব্যবহৃত তিন কোটি সন্দেহজনক ইউজার আইডি জানুয়ারি মাসে বন্ধ করা হয়েছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ লোকসভার একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, রেলের টিকিট বুকিং সিস্টেম একটি শক্তিশালী এবং উন্নত সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পন্ন সুরক্ষিত তথ্যপ্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মে চলমান রয়েছে।

শ্রী বৈষ্ণব আরও জানান যে, রেল কর্তৃপক্ষ বুকিং সিস্টেমের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যাতে সাধারণ এবং তৎকালীন টিকিটের প্রাপ্যতা বাড়ানো যায়।

তিনি বলেন, 'অনলাইন তৎকালীন টিকিট বুকিংয়ে আধার ভিত্তিক ওটিপি ভেরিফিকেশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, যা ভুল ব্যবহারকারীদের টিকিট বুকিংয়ের সুযোগ কমাতে এবং তৎকালীন বুকিংয়ের স্বচ্ছতা বাড়াতে সাহায্য করবে।'রেলমন্ত্রী জানান যে, এই নতুন ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই ৩২২টি ট্রেনে কার্যকর করা হয়েছে। এর ফলে, এসব ট্রেনে কনফার্ম তৎকালীন টিকিটের প্রাপ্যতা প্রায় ৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হারদীপ সিং পুরী বলেছেন, ভারতের শক্তির চাহিদা দ্রুত বাড়ছে

নয়াদিল্লী, ১১ ডিসেম্বর: পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হারদীপ সিং পুরী বলেছেন, শক্তি হল অর্থনীতির জীবনরেখা এবং ভারতের শক্তির চাহিদা দ্রুত বাড়ছে।আজ লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শ্রী পুরী জানান, আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার অনুমান অনুযায়ী আগামী ২০ বছরে বৈশ্বিক শক্তির চাহিদার ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধির জন্য ভারতের অবদান থাকবে।

তিনি আরও বলেন, ভারত প্রতি বছর প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ডলার শক্তি আমদানি করতে খরচ করছে। শক্তির মূল্য উৎপাদন খরচ, বীমা খরচ, মাল পরিবহণ, রিফাইনিং খরচ ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

শ্রী পুরী জানান, ইথানলের কাঁচামাল শুরুতে চিনিযুক্ত এবং আখ থেকে নেওয়া হত, তবে বর্তমানে কম জল প্রয়োজনীয় ফসল যেমন ভুট্টার দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষকদের প্রতি বছর প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা প্রদান করা হচ্ছে, যা কৃষি অর্থনীতিতে চাপ কমাতে সহায়ক হচ্ছে।

রাজ্যসভার নির্বাচন সংস্কারের উপর আলোচনা শুরু, বিজেপি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উপেক্ষার অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর: রাজ্যসভায় নির্বাচন সংস্কারের উপর আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচনা শুরু করার সময় কংগ্রেস সংসদ সদস্য অজয় মাকান অভিযোগ করেন যে নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করছে না। তিনি বলেন, ভারত গণতন্ত্রের জন্মস্থল এবং নির্বাচন কমিশনকে তার বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধার করতে হবে। তিনি সতর্ক করে বলেন, বিশ্বাসযোগ্যতা হারালে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে বিজেপি নেতা সুদর্শনু ত্রিবেদী বলেন, কংগ্রেসের শাসনকালে কখনও নির্বাচন সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তিনি বলেন, কংগ্রেস এটা বুঝতে পারছে না যে ভোট সম্পূর্ণ সম্পর্ক এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।শ্রী ত্রিবেদী আরও বলেন, ভারত একমাত্র এমন দেশ যেখানে জীবন্ত গণতন্ত্র বিদ্যমান। ইভিএম নিয়ে কংগ্রেসের দাবিগুলির উপর প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ইভিএম রাজীব গান্ধীর শাসনকালে চালু করা হয়েছিল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি ভোটার তালিকা সংশোধনে মহিলা ভোটারদের জন্য রান্নাঘরের সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বললেন

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর: ভোটার তালিকা পর্যালোচনার বিশেষ তীব্র সংশোধন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রস্তুতির মাঝে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সপক্ষে তীব্র মন্তব্য করেছেন। তিনি রাজ্যের মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, যদি ভোটার তালিকা পর্যালোচনার সময় তাদের নাম বাদ পড়ে, তাহলে যেন তারা রান্নাঘরের সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত থাকেন।

'আপনারা মায়েরা ও বোনেরা, এসআইআর-এর নামে আপনার অধিকার ছিনিয়ে নেবেন? নির্বাচনের সময় তারা দিল্লি থেকে পুলিশ আনবে এবং মায়েরা ও বোনেদের হুমকি দিবে। মায়েরা ও বোনেরা, যদি আপনার নাম মুছে ফেলা হয়, আপনি কি রান্নাঘরের সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারবেন? আপনার মধ্যে শক্তি আছে, তাই না? আপনি কি এটা মেনে নেবেন না? মহিলারা সামনে লড়াই করবেন, পুরুষরা তাদের পিছনে থাকবে,' বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নদিয়ার কৃষ্ণনগরে এক সমাবেশে।

তিনি আরও বলেন, 'আমি দেখতে চাই, কে বেশি শক্তিশালীমহিলারা না বিজেপি। আমি ধর্মীয় বিভাজন বিশ্বাস করি না, আমি ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্বাস করি। নির্বাচনের সময় বিজেপি টাকা ব্যবহার করে এবং অন্য রাজ্য থেকে লোক এনে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে চায়,' তিনি অভিযোগ করেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় রবিবার আয়োজিত বৃহৎ ভাগবত গীতা পাঠের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা সবাই গীতা আমাদের বাড়িতে পাঠ করি যখন প্রয়োজন পড়ে। কেন এটি এক জনসভায় আয়োজন করা? ঈশ্বর হৃদয়ে থাকেন। যারা আল্লাহকে প্রার্থনা করেন, তারা তা হৃদয়ে করেন। রমজান এবং দুর্গাপূজায় আমরা সবাই একসাথে প্রার্থনা করি। যারা গীতা নিয়ে চিৎকার করছেন, তাদের আমি প্রশ্ন করতে চাই, শ্রী কৃষ্ণ কি বলেছেন? ধর্ম মানে বিশুদ্ধতা, মানবতা, শান্তি, এবং হিংসা, বৈষম্য এবং বিভাজন নয়,' তিনি বলেন।

তিনি বলেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের মতো মহান ব্যক্তিত্বরা কখনো মানুষকে ভাগ করেননি। তাহলে আপনারা কারা?'মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'বঙ্গের মানুষ, যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং দেশের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে, তাদের প্রমাণ দিতে হবে যে তারা ভারতীয় নাগরিক।'

'আপনি ঠিক করবেন, মাছ এবং মাংস খাবেন কি না। বিজেপি আপনাকে তা খেতে দেয় না। আপনি ঠিক করবেন। কে নিরামিষ খাবেন এবং কে মাংস খাবেন, এটি আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ,' তিনি বলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'একটি আঘাতপ্রাপ্ত বাঘ সুস্থ বাঘের চেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হয়। যদি আপনি আমাদের আক্রমণ করেন, আমরা জানি কিভাবে প্রতিহত করতে হয়। আমরা জানি কিভাবে অবিচার থামাতে হয়,' তিনি বলেন। তিনি অভিযোগ করেন যে বিজেপি তাদের আইটি সেলের তৈরি তালিকা অনুযায়ী নির্বাচন করতে চায়। 'মনে রাখবেন, বিহার পারেনি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পারবে, আপনি যতই চেষ্টা করুন।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমার সরকার কাউকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়াতে দেবে না। আমি শুধু একটি অনুরোধ করছি, সীমান্ত এলাকার বিএসএফ পোস্টের কাছে যেন কেউ না যায়।'

আগরতলা সার্কিট হাউস সিত সারদা সংঘের উদ্যোগে শ্রী শ্রী সারদা দেবীর ১৭৩ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে আজ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজন করে। শোভাযাত্রাটি শংকর চৌমুহনী থেকে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় সংঘের সম্পাদিকা অনুলা চৌধুরী সহ অন্যান্য ভক্তবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

অরুণাচল প্রদেশে ভয়াবহ সড়ক

● প্রথম পাতার পর

(২৮), রামসেলোক বুনা (২৬), সামরণ নাগ (২৬), বিনয় কুমার (২৬), করণ কুমার (২৬), এবং জুনাশ মুণ্ডা (২০) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারা সবাই সীমান্ত অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ এবং অন্যান্য নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন।

উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে, তবে কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন যে, খাঁজের গভীরতা এবং বিশেষ যন্ত্রপাতির অভাবে উদ্ধার প্রক্রিয়া অনেক সময় নিতে পারে। উদ্ধার হওয়া দেহগুলো পরবর্তী শনাক্তকরণ এবং ময়নাতদন্তের জন্য তিনসুকিয়া পাঠানো হবে।

এই ঘটনায় আসামের বিভিন্ন গ্রামে গভীর শোকের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য কর্তৃপক্ষ অঞ্জাও জেলা প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াচ্ছে এবং কঠিন উদ্ধার অভিযানের পরিস্থিতি মনিটর করছে।

কাঞ্চনপুর-জম্পুই জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা মৃত্যু দুই যুবকের

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্বামী—স্ত্রীর বিবাদ ঘিরে উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

দাবি স্বামীর। বিয়ের তিন বছর পর কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বহিরাজ্যে যান মাফিজুল, পরে স্ত্রীর পরামর্শে মালদ্বীপে কাজ করতে যান। বিদেশ যাওয়ার পর স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে আসেন। মাফিজুলের দাবি এরপর সামাজিক মাধ্যমে স্ত্রীর বিভিন্ন ভিডিও পোস্ট করা এবং অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা নিয়ে তাদের দাম্পত্যে অশান্তি দেখা দেয়। এ বিষয়ে কথা বলতেই দাম্পত্যে বিরোধ চরমে ওঠে বলে জানান তিনি। পরিবারের দ্বন্দ্ব মীমাংসায় স্থানীয়ভাবে এক সালিশি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কুলসুম বিবি দাম্পত্যে ফিরে যেতে অনীহা প্রকাশ করেন বলে দাবি পক্ষের একাংশের। পরে পারস্পরিক সম্মতিতে কোর্টে গিয়ে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে কাগজপত্রে সই দিতে স্বামী পিছিয়ে যান বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয় যখন মাফিজুল মিয়া অভিযোগ করেন, বিদেশে থাকার সময় তার উপার্জিত প্রায় ১০ লক্ষ টাকার হিসাব তিনি পাচ্ছেন না এবং স্ত্রী ওই অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলে দাবি করেন। এ ঘটনায় তিনি মেলাঘর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ঘটনার বিষয়ে কুলসুম বিবির প্রতিক্রিয়া বা তার পরিবারের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগটি তদন্তাধীন এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য সংগ্রহ করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন সামাজিক মাধ্যম ও আর্থিক বিরোধের কারণে চরমে উঠছে বলেই স্থানীয় মহলের অভিমত। তদন্তের পরেই প্রকৃত ঘটনার বিস্তারিত পরিষ্কার হবে।

সারমেয়র মৃত্যুকে কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

আটকে রাখা হতো তাহলে সেটি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে এসে এভাবে মানুষের ক্ষতি করতে পারত না। তাছাড়া সারমেয়টির কামড়ে আহত হয়ে যেই গবাদি পশুগুলির মৃত্যু হয়েছে তার দায় কে দেবে।

অন্যদিকে প্রতিনিয়তই ওই এলাকার ছোট ছোট শিশুরা স্কুলে যাওয়া আসা অবস্থায় যদি সারমেয়টির কামরে আহত হতো তাহলে কি ঘটতো। তাই সার্বিক বিষয় চিন্তা করে ওই পাগলা কুকুরটিকে মারার সিদ্ধান্ত নিয়ে এলাকাবাসী। আর এত কিছু ঘটে যাবার পর সারমেয় — র মৃত্যুতে টনক নড়ে মালিকের।

তাই এলাকাবাসীরা সিদ্ধান্ত নেয় যদি এলাকাবাসীর যে ক্ষতি হয়েছে সারমেয়টির কামড়ে তার সঠিক ক্ষতিপূরণ না দেওয়া হলে মালিকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করবে এলাকাবাসী।

তারা একে একে সারমেয়টির কামড়ে আহত হওয়া গবাদি পশুগুলির চিকিৎসা করালেও বর্তমানে যথেষ্ট চিন্তিত ঐ সকল পরিবারগুলি।

তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে মহামান্য আদালতের আদেশ অনুযায়ী প্রতিটি সারমেয়কে টিকা করন এবং বন্ধাত্বকরণের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কি কাজ করছেন প্রশাসন, তাদের নিকট আছে তো সেরকম প্রশিক্ষিত কর্মী আর যদি থেকেই থাকে তাহলে কেন এখনো তারা কাজে নামছেন না।

তবে এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন , নাকি উত্তেজনা আরো চরম পর্যায়ে পৌঁছবে শ্রীমন্তপুর গ্রামের।

শহর পরিষ্কারে পুর নিগমের নতুন

● প্রথম পাতার পর

শহরবাসীর পরিষেবার উন্নতিতে কেনা হয়েছে এই নতুন পরিষ্কারকরণ যন্ত্রগুলি। সাতটি অটো হপার কিনতে খরচ হয়েছে ৩৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। তিন সেট মিনি সুপার সাকার কিনতে খরচ হয়েছে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা।

মেয়র আরও জানান, শহরের বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ফাস্ট ফুড স্টলগুলিতে যে আবর্জনা তৈরি হয়, তা আলাদাভাবে সংগ্রহ করে দেবেন্দ্র চন্দ্র নগর প্রসেসিং সেন্টারে পাঠানো হবে। সাতটি অটো হপার সেন্ট্রাল জোনের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে।

তিনি বলেন, ২০১৮ সাল থেকে রাজ্য সরকারের সার্বিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগের ফলে শহর পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। দীর্ঘদিনের উন্মুক্ত ড্রেন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ড্রেনগুলি পর্যায়ক্রমে কভার করা হচ্ছে। নতুন মিনি সুপার সাকার গুলো সরু গলির ড্রেন পরিষ্কারে বিশেষভাবে কার্যকর হবে, ফলে বর্ষাকালে জল নিষ্কাশন আরও সহজ হবে। এই কাজের জন্য একটি সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছে, যা মেকানিক্যাল ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে।

মান্দাই কৃষি মহকুমায় ৯ জন কৃষককে আনারস চাষে সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর : মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অব হর্টিকালচার প্রকল্পে মান্দাই কৃষি মহকুমায় চলতি অর্থবছরে ৯ জন কৃষককে আনারস চাষে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে শিবনগর ভিলেজের ১জন, কাঠিরাম ভিলেজের ২ জন, থাইপলাকফাং ভিলেজের ২ জন, খামতিং ভিলেজের ১ জন, কাইরাই ভিলেজের ১জন, ভূগুদাসবাড়ি ভিলেজের ১জন এবং রামচন্দ্রনগর ভিলেজের ১ জন কৃষক রয়েছেন। এই কর্মসূচির ফলে ৫ হেক্টর জমিকে আনারস চাষের আওতায় আনা হয়েছে। প্রতি হেক্টর জমিতে খরচ হয়েছে ৩৩ হাজার টাকা। তাতে মোট খরচ হয়েছে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। মান্দাই কৃষি তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিপ্লব কুমার দেব'র বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

পাঠানো হয়। কিন্তু সাংসদ কোনও জবাব না দেওয়ায় এবার আইনি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে দল।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, ইচ্ছে করেই সিপিআইএমের ভাবমূর্তি কলুষিত করার চেষ্টা করেছেন বিপ্লব দেব। ধর্মীয় স্থানের নামে এমন অপপ্রচার কোনওভাবে বরদাস্ত করা যায় না।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ

● প্রথম পাতার পর

দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সচেতনভাবে আপনারা পালন করবেন, এটা আমার বিশ্বাস। যেকোনো ভয়ভীতি, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা এবং সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠে নিঃসঙ্কোচে আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। আপনাদের নিরাপদ ও উৎসবমুখর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও বাহিনী কাজ করবে। ধর্ম, গোত্র, গোষ্ঠী, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলে এই আনন্দ আয়োজনে অংশগ্রহণ করুন। পরিবারের প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও সন্তান সম্ভবা মা-সহ সকলকে নিয়ে ভোট দিতে আসুন। আমি আশা করি আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোটের অনুষ্ঠান উৎসবে রূপ নেবে।

তিনি বলেন, প্রবাসে বসবাসরত প্রিয় ভোটারগণ প্রবাস থেকে ভোটদানের জন্য নিবন্ধন কার্যক্রম গত ১৮ নভেম্বর থেকে চলমান আছে। আগামী ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো স্থান থেকে ভোটদানের জন্য আপনারা নিবন্ধন করতে পারবেন। আপনারা এই সুযোগ গ্রহণ করে ভোটে অংশ নিন। দেশ গঠনে আপনাদের অধিকার বুঝে নিন। প্রবাসী ভোটারগণ ছাড়াও দেশের ভেতরের তিন ধরনের ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন, যা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করে তিনি বলেন, বর্তমান সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ানো হয়ে থাকে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অসত্য তথ্য ও অপতথ্যের বিস্তার দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। প্রতিপক্ষ দল ও প্রার্থীকে হেয় করার পাশাপাশি নারীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক প্রচারণা আমাদের ঐতিহ্যকে ক্ষুণ করে এবং নির্বাচনকে কলুষিত করে। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এসব রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপনাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, অসত্য এবং অসৎ উদ্দেশ্যে প্রচারিত কোনো তথ্যে কান দেবেন না, গ্রহণ করবেন না। মনে রাখবেন, অসত্য তথ্য শেয়ার করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থী এবং দলসমূহের প্রতি সিইসি বলেন, আসুন আমরা আচরণবিধি মেনে একটি শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর নির্বাচন নিশ্চিত করি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা নিশ্চিত করে ভোটারদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনই হোক আপনাদের লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে ভোট হবে ব্যালট পেপারে। ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত একটানা ভোটগ্রহণ চলবে। একজন ভোটার দুটি ব্যালটে ভোট দেবেন। সংসদের ভোটের ব্যালট হবে সাদাকালো, গণভোটেরটি রঙিন। সংসদের ব্যালটে বরাবরের মতই প্রার্থীদের নাম আর নির্বাচনি প্রতীক থাকবে। নির্ধারিত চৌকো সিল দিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে।

গণভোটের ব্যালটে প্রশ্ন থাকবে, জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে ভোটার সম্মতি দিচ্ছেন কি না। উত্তর দেওয়ার জন্য ব্যালটে 'হ্যাঁ' ও 'না' দুটো ঘর থাকবে। যারা সম্মতি জানাচ্ছেন তারা 'হ্যাঁ' লেখা বাক্সে সিল দেবেন এবং যারা এর পক্ষে নন তারা 'না' ভোট দেবেন। ভোট দেওয়ার পর সংসদ এবং গণভোটের ব্যালট আলাদা দুটো বাক্সে ফেলতে হবে। একই দিন সংসদ ও গণভোট হওয়ায় এবার ভোটগ্রহণের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে জিতে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করেছিল শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ। কিন্তু জুলাই মাসে সরকারি চাকরির কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলনে হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। সেই অভ্যুত্থানে ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। শেখ হাসিনা পালিয়ে যান ভারতে। এর ঠিক তিন দিনের মাথায় ৮ অগাস্ট মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের যাত্রা শুরু হয়।

বাংলাদেশে এবার নির্বাচনে পৌনে ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ ১১ হাজার ৭৯৩ জন ভোটার রয়েছেন। ৪৩ হাজারের বেশি ভোটকেন্দ্র এবং ভোটকক্ষের সংখ্যা আড়াই লাখের কাছাকাছি। নিবন্ধিত প্রবাসীদের পাশাপাশি দেশের ভেতরে ভোটের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি, আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তি ও নিজ ভোটার এলাকার বাইরে থাকা সরকারি কর্মকর্তারা ডাকযোগে ভোট দিতে পারবেন। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত দল আছে ৫৫টি। এসব নিবন্ধিত দল ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা থাকবেন ৯ থেকে ১০ লক্ষ। ৭ থেকে ৮ লক্ষ আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্য ভোটে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

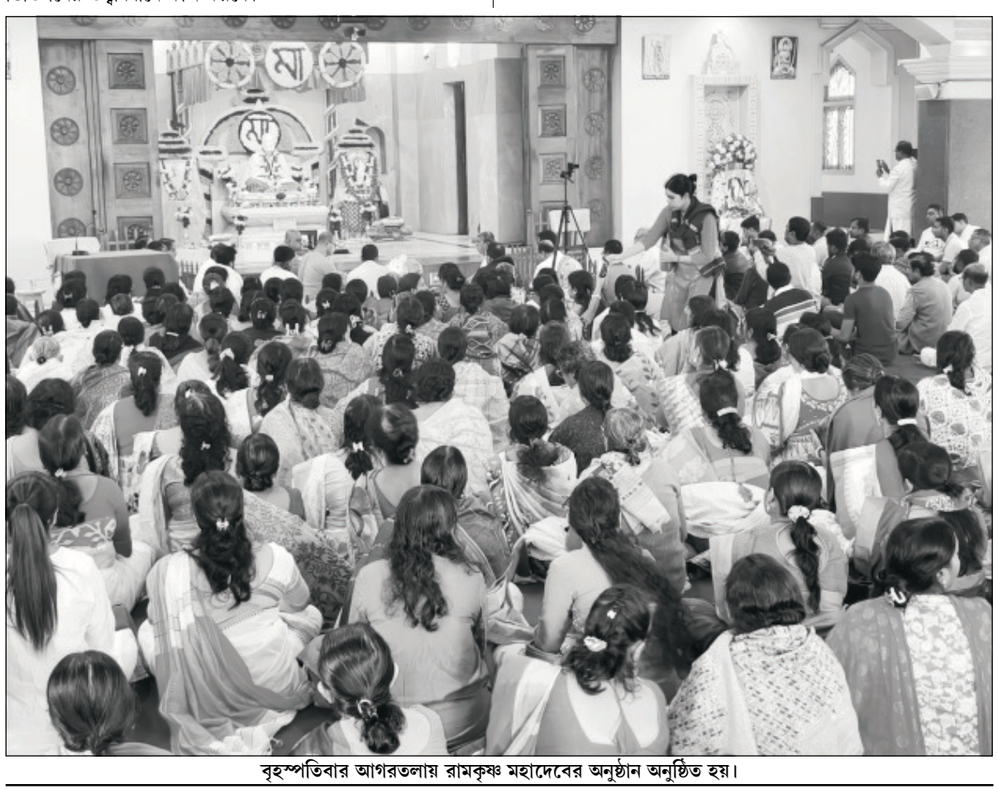
বৃহস্পতিবার আগরতলায় রামকৃষ্ণ মহাদেবের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

নিপুন ত্রিপুরা মিশনের সাফল্যে শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং শিক্ষা ছাড়া কোনকিছুই সম্ভব নয়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সর্বদা জোর দিয়েছেন যে আগামী ভবিষ্যত শিক্ষার উপর নির্ভর করবে। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত জেলা ভিত্তিক নিপুণ ফেস্ট এর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমাদের অবশ্যই প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের অবশ্যই শিক্ষার মাধ্যমে, মানসিকভাবে এবং প্রতিটি দিক থেকে আগামী প্রজন্মকে লালন করতে হবে। ২০২১ সালে শুরু হওয়া নিপুন মিশন অপরিহার্য ছিল এবং এই ধরনের চিন্তাভাবনা সত্যিই অভূতপূর্ব। আমি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ করতে চাই যে প্রত্যেকের পরিবার, ব্যক্তিগত জীবন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। এরমধ্যেও আপনারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে হাসুন, কারণ ছোট শিশুদের মনে এই বিষয়কে আকর্ষন করবে।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নিপুন ত্রিপুরা মিশনের সাফল্য পূরণে শিক্ষকগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। এটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষা নীতির অংশ এবং পার্সেল। আমরা যদি শিশুদেরকে খেলার মাধ্যমে শেখাতে পারি, তবে তারা এবিষয়ে বুঝতে পারবে। এখান থেকে প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের বুঝতে হবে ছাত্রছাত্রীরা এটি বুঝতে পারছে কি না এবং যারা বুঝতে পারছে না, শিক্ষকদের তাদের আরও সময় দিতে হবে। আমরা যদি তাদের অবহেলা না করি তাহলে ভাল ফলাফল পেতে পারি।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালে ত্রিপুরায় নিপুন ত্রিপুরা চালু হয়। এই নিপুন ত্রিপুরার অধীনে প্রায় ৪,২০০টি বিদ্যালয় রয়েছে। আমি আশাবাদী আগামী দিনে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের অবশ্যই সমাজের অন্তিম স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। শিক্ষকরা হচ্ছেন মূল ভিত্তি এবং আপনার নিজের সন্তানের মতো শিশুদের জন্য সময়ের বাইরে কাজ করতে হবে। এই বছর নিপুন ভারত ৪ বছর পূর্ণ করেছে এবং নিপুন ত্রিপুরা ৩ বছর পূর্ণ করেছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা, অধিকর্তা রাজীব দত্ত সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিক এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণ।

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER REF. No. F. 13 (1-83) - AGMC/MRU/Project/Repellent/ Equipment/2025 Dt. 09 /12/2025.

TENDER FOR "RATE CONTRACT FOR SUPPLY OF 02 (TWO) NOS. OF 4 DEGREE REFRIGERATOR AND 01 (ONE) NO. OF MINUS 20 DEGREE REFRIGERATOR IN THE "REPELLENT INTERVENTION MALARIA PROJECT" IN THE DEPARTMENT OF MULTI-DISCLIPINARY RESEARCH UNIT, AGMC & GBP HOSPITAL AGARTALA, WEST TRIPURA."

A Tender is hereby invited from resourceful, experienced and Bonafide licensed manufacturer or their authorized local supplier/dealer/distributor in the state of Tripura for"RATE CONTRACT FOR SUPPLY OF 02 (TWO) NOS. OF 4 DEGREE REFRIGERATOR AND 01 (ONE) NO. OF MINUS 20 DEGREE REFRIGERATOR IN THE "REPELLENT INTERVENTION MALARIA PROJECT" IN THE DEPARTMENT OF MULTI-DISCLIPINARY RESEARCH UNIT, AGMC & GBP HOSPITAL AGARTALA, WEST TRIPURA."Reference file No. F. 13 (1-83) AGMC/MRU/Project/Repellent/Equipment/2025

The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (https:// tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is ...29.../....12.../..2025....up to 5:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, so bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

ICA/C/3413/25

Medical Superintendent & Head of Department
A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala.

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শান্তির বাজার মহকুমায় ফার্মাসিস্টবিহীন ওষুধ দোকানের দৌরাত্ম্য, স্বাস্থ্যদপ্তরের ভূমিকায় প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ ডিসেম্বর : রাজ্যের বহু স্থানে ফার্মাসিস্টবিহীন ওষুধ দোকানের বিরুদ্ধে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিলেও শান্তির বাজার মহকুমায় তেমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। আইন অনুযায়ী ফার্মাসিস্ট ছাড়া ওষুধ বিক্রি করা দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও এই মহকুমায় বেশিরভাগ দোকানই চলছে আইনের তোয়াক্কা না করে।

বৃহস্পতিবার কুলাই হাসপাতালের সামনে ফার্মাসিস্টবিহীন ওষুধ দোকানে ড্রাগস ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ সিংহ রায় বিশেষ অভিযান চালান। তিনি বিভিন্ন ওষুধের গুণগত মান পরীক্ষা করেন এবং ফার্মাসিস্ট ছাড়া দোকান চালানোর অপরাধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তবে শান্তির বাজার মহকুমায় এ ধরনের কোনো অভিযান দেখা যায়নি, যা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয়রা জানান, শান্তির বাজারে হাতে গোনা কয়েকটি দোকান ছাড়া বাকিগুলোই ফার্মাসিস্ট ছাড়া চলছে। শুধু তাই নয়, কিছু দোকানে নেশা জাতীয় ওষুধের রমরমা ব্যবসা চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে। রত্নাতেও নিম্নমানের ওষুধ বিক্রির অভিযোগ উঠে এসেছে। অভিযোগ, যে ওষুধে লাভ বেশিসেগুলোই রোগীদের ইচ্ছাকৃতভাবে সুপারিশ বা বিক্রি করা হচ্ছে।

দুর্গা চৌমুহনী বাজারের হরিনাম সংকীর্তনকে সামনে রেখে চারটি ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিয়ে অস্থায়ী পরিচালন কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর : দুর্গা চৌমুহনী বাজারের হরিনাম সংকীর্তনকে সামনে রেখে চারটি ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিয়ে অস্থায়ী পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুর্গা চৌমুহনী বাজারের পরিচালন কমিটি তাদের মেয়াদকালে নির্বাচন করতেন না পারায় পরবর্তীতে মেয়র এর হস্তক্ষেপে দুর্গা চৌমুহনী এলাকার চারটি ক্লাবের চারজন প্রতিনিধি সহ ১৩ জনকে নিয়ে একটি অস্থায়ী পরিচালন কমিটি গঠন করে দেয়।

বৃহস্পতিবার এই পরিচালন কমিটি এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। কমিটির পক্ষে কনভেনার ভবতোষ সরকার জানান আগামী ১৭ তারিখ থেকে ১২ দিনব্যাপী মহানাম সংকীর্তন শুরু হবে বাজারে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সকলে সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি বাজার থেকে নেশার রমরমা একেবারে বন্ধ করা হবে বলে জানান তিনি।

”জো ডর গ্যায়া সমঝো বো মর গ্যায়া”, শরিক তিপরা মথাকে কটাক্ষ করে দলীয় কর্মীদের টনিক মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর : ”জো ডর গ্যায়া সমঝো বো মরগ্যায়া”- আজ ভারতীয় জনতা পার্টির চড়িলাম মন্ডলের উদ্যোগে সুতারমুড়া বাজারে আয়োজিত এক যোগদান সভায় নাম না করে এভাবেই শরিক দল তিপরা মথাকে কটাক্ষ করে দলীয় কর্মীদের টনিক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

এদিনের যোগদান সভা থেকে তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সভা হয়, সেখানে বাধা প্রদান করা হয়। কোনরকম সভা করা যাবে না। আজও একই ঘটনা চড়িলামে লক্ষ্য করা গেছে। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে রাখা হয় গোটা দিনভর। তিনি বলেন, 'জো ডর গ্যায়া সমঝো বো মর গ্যায়া'। এ ধরনের গুন্ডামি আর কতদিন চলবে? প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এ ধরনের গুন্ডামি পছন্দ করেন না সাধারণ জনগণ। আগামীদিনে ত্রিপুরাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে। ত্রিপুরার সুনাম নষ্ট করার জন্য একটা অংশ অশান্তি সৃষ্টির জন্য কাজ করছে। কারণ তারা ধীরে ধীরে পায়ের নিচে তাদের জমি হারিয়ে ফেলছে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এখানে কী চলছে সেটা পর্যবেক্ষণ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, অপরাধীদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, সাধারণ মানুষ উশৃঙ্খলতা, গুন্ডামি মেনে নেবে না। আমরা ত্রিপুরায় শান্তি চাই। ভারতবর্ষে ত্রিপুরা একটি শান্তিপূর্ণ রাজ্য হিসেবে পরিচিত। কিন্তু কিছু লোক অশান্তি সৃষ্টি করে ত্রিপুরার নাম বদনাম করার জন্য তৎপর রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা কিভাবে বিনষ্ট করা যায় সেই চেষ্টা করছে তারা। তারা ধীরে ধীরে পায়ের নিচে তাদের জমি হারাচ্ছে। কিছু লোক বলছে ২০২৩ নির্বাচনে যদি আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পার্টি থেকে লোক না দিতাম তবে এই সরকার হতো না। তাই আমি তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই ২০১৮ নির্বাচনে আপনারা কোথায় ছিলেন? তখন তো আপনাদের দেখা যায় নি! তখন কি করে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ত্রিপুরায় গঠিত হয়েছে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আশীর্বাদে সেটা সম্ভব হয়েছে। মোদি আছেন বলে সবকিছু সম্ভব। মোদি এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাও সবকিছু দেখছেন। অপরাধীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং আমি তাদের সতর্ক করতে চাই। মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করবেন না। আমি মানুষের কাছে বিজেপিতে যোগদানের আহ্বান জানাই। কারণ কিছু মানুষ ভুল দিশায় যাচ্ছে। কিছু স্বার্থান্বেষী অংশের জন্য জনজাতি অংশের মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে, জনজাতিদের জন্য একটি পৃথক দপ্তর খোলা হয়েছিল এবং এখন প্রধানমন্ত্রী মোদি এর জন্য কাজ করছেন। আমরাও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশ অনুসরণ করে কাজ করছি। আমরা অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি এবং জনজাতিদের জন্য তহবিল সরবরাহ করছি। বিজেপি সব জায়গায় যাবে, কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না। সিপিএম-এর সমর্থনপুষ্ট কিছু মানুষ স্থানীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে সমস্যা তৈরি করছে। ২০২১ সালের এডিসি নির্বাচনের সময়, বিজেপি কার্যকর্তাগণ আক্রমণের মুখে পড়েছিল। কিন্তু এখন আর সেরকম সুযোগ নেই। আমরা আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেব। আমরা এই ধরনের রাজনীতিকে সমর্থন করি না। কারণ মানুষ শান্তি চায়।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে আরও সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে সিপিএম সমর্থিত দুষ্কৃতিরা স্থানীয় পার্টিতে যোগদান করে অশান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাজ করছে। তিনি বলেন, আমরা জোটের নিয়ম বজায় রাখছি। আমরা এডিসির জন্য প্রচুর পরিমাণে তহবিল দিচ্ছি। সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে কেউ ঐক্য তৈরি করতে পারে না। কিংবা পেশীশক্তি দিয়ে সবকিছু অর্জন করতে পারে না। তাই যে শক্তির প্রয়োজনই হোক না কেন, আমরা শান্তি বজায় রাখার জন্য সেটা ব্যবহার করবো।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, প্রদেশ সম্পাদক ডেভিড দেববর্মা, যুব মোর্চার প্রদেশ নেতা নবাদল বণিক, সিপাহীজলা জেলার জেলাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সিপাহীজলা জেলা উত্তরের সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী, মন্ডল সভাপতি তাপস দাস, জনজাতি মোর্চার জেলা সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সমতা সাহিত্য একাডেমী”র উদ্যোগে আগামী ২৭”শে ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে “ইন্টারন্যাশনাল সাহিত্য কনফারেন্স ২০২৫”

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর : সমতা সাহিত্য একাডেমী”র উদ্যোগে আগামী ২৭”শে ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে “ইন্টারন্যাশনাল সাহিত্য কনফারেন্স ২০২৫”। এই আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক ও তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়কে “গ্লোবাল এচিভার এবং সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যাওয়ার্ড”-এ মনোনীত করা হয়েছে।

এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমাজকর্মী ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা অংশগ্রহণ করবেন। কল্যাণী সাহা রায় তাঁর সামাজিক অবদান, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা এবং সাংস্কৃতিক চেতনা জাগরণের জন্য এই সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন।তিনি ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠেয় এই ন্যাশনাল সাহিত্য কনফারেন্সে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মান গ্রহণ করবেন।

এই খবরে তেলিয়ামুড়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে গর্ব ও আনন্দের আবহ। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন,,,এটা শুধু কল্যাণী দিদির নয়, তেলিয়ামুড়ার গর্ব মানুষ আজ গর্বিততাঁদের প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরছেন মানবিকতা ও সাহিত্যচর্চার দীপ্ত প্রতিচ্ছবি।

ওড়িশায় বাঙালি বসতিতে হামলা, প্রতিবাদে সরব আমরা বাঙালি

আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর: ওড়িষ্যা রাজ্যের মালকানগিরি জেলার বালীরিগাঁওয়ে সম্প্রতি সংঘটিত হামলার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। চলতি বছরের শুরু থেকেই ওড়িষ্যাসহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে 'অনুপ্রবেশ' ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাঙালি সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ বাড়ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বাঙালিরা ভূমিপুত্র, স্বাধীনতা আন্দোলনের অবদানকারী ও বৈধ কাগজপত্রধারী হওয়া সত্ত্বেও হামলা-নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বলেও অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মহলের। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে আমরা বাঙালি রাজ্য কমিটি।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আমরা বাঙালির সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল বলেন, ৭ ডিসেম্বর রাতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একদল মানুষ অতর্কিতে বালীরিগাঁওয়ে হামলা চালায়। শতাধিক বাঙালি পরিবারের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয় বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। লুটতরাজের ঘটনাও ঘটে।

অভিযোগ রয়েছে, পরদিন ৮ ডিসেম্বর পুলিশের সামনেই আবারও অগ্নিসংযোগ ও লুটের ঘটনা ঘটে, তবে পুলিশ নীরব ভূমিকা নেয়।

তাঁর কথায়, ওড়িষ্যায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাঙালিদের ওপর হামলা বেড়েছে। অন্যদিকে ৮ ডিসেম্বর বিধানসভায় দাঁড়িয়ে চিত্রাকোন্ডার কংগ্রেস বিধায়ক মংগুখিলো বাঙালিদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন বলেও অভিযোগ ওঠে।

১৯৬৪ সালে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বাঙালিরা মালকানগিরির বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া বর্তমান ময়ূরগঞ্জ, কেওড়গঞ্জসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল একসময় বৃহত্তর বাংলার অংশ ছিল। কটক, ভুবনেশ্বরসহ বহু শহরে যুগ যুগ ধরে বাঙালিদের বসবাসের প্রমাণও রয়েছে। সেই সূত্রে নিজেদের ভূমিপুত্র দাবি করছেন স্থানীয় বাঙালিরা।

ওড়িষ্যায় নতুন করে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আমরা বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। তিনি বলেন, ধারাবাহিকভাবে বাঙালিদের ওপর হামলা করা হচ্ছে এবং সাংবিধানিক অধিকারকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। দলের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, মালকানগিরির সাম্প্রতিক হামলার সঙ্গে যুক্ত সকল অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি পরিবারগুলোর পূর্ণ ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নিজ নিজ স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বাঙালিদের ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় সংবিধানের ৩নং ধারা অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক—অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের দাবি জানানো হয়।

মুহুড়ীপুর বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি, প্রশাসনের নিকট সহায়তার দাবি স্থানীয়দের

আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর: গতকাল রাতে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মুহুড়ীপুর বাজারে একটি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ওই অগ্নিকান্ডে প্রায় ছয়টি বসত ঘর ও একটি রেশন শপ। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। স্থানীয়রা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দ্রুত সহায়তার দাবি জানিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাজারের একটি রেশন দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়, যা দ্রুত আশপাশের বাড়িঘরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত জোলাইবাড়ী দমকলবাহিনীকে যোগাযোগ করেন এবং একত্রিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করেন। তবে, স্থানীয়দের অভিযোগ, যথাসময়ে জোলাইবাড়ী দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাননি, যার ফলে আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

স্থানীয়রা জানান, যদি দমকল কর্মীরা সময়মতো ঘটনাস্থলে পৌঁছাতো, তাহলে শুধুমাত্র রেশন দোকানটি পুড়ে যেত, কিন্তু অন্যান্য বাড়িঘর রক্ষা পেত। একাধিক অভিযোগ উঠে, জোলাইবাড়ী অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের গাড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল ছিল না এবং তাদের জেনারেটরেও ছিল না তেল। এতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি।

এছাড়া, স্থানীয়রা আরও দাবি করেন, দমকল কর্মীরা মদমত্ত অবস্থায় ছিল এবং তাদের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখিয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে যে, অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা স্থানীয়দের সঙ্গে অশোভন আচরণও করেছেন এবং তাদের গালমন্দ করেছেন।

অগ্নিকাণ্ডের পরে, ঘটনাস্থলে দ্রুত উপস্থিত হন ঋষ্যমুখ বিলোনিয়া, সাব্রুম ও শান্তির বাজারের দমকল কর্মীরা। এছাড়া, নবম বাহিনী টি এস আর জোয়ানও উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করে। একত্রে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালান। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে, স্থানীয়রা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দ্রুত সহায়তার দাবি জানিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আগামী ২৮ ডিসেম্বর ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর : ২৮ ডিসেম্বর ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে আগরতলা সুকান্ত একাডেমিতে। সার্বিক বিষয়ে জানালেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত দেবনাথ। ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট এসোসিয়েশানের ৫০ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বর্তমান কমিটি সুকান্ত একাডেমিতে আগামী ২৮ডিসেম্বর এক বাৎসরিক সাধারণ সভার আয়োজন করেছে।

উক্ত সভায় উপস্থিত থাকবেন সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান নরেন্দ্র জৈন ,সভাপতি কৈলাশা গুপ্তা, সাধারণ সম্পাদক জয়দেব।এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন অল ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রতিনিধি। দাবী অনুযারী টিসিডিএ এর বৈধ সদস্যদের প্রত্যেকটি ঘরের সুরক্ষার জন্য ১ লক্ষ ফায়ার ইন্সুরেন্স প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ,যা এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।

আইজিএম হাসপাতালে চোখের ছানির সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর : চোখের সমস্যা জনিত কারণে আইজিএম হাসপাতালে চোখের চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনগণ আসছেন।

আইজিএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকগণ সাফল্যের সাথে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার সহ বিভিন্ন চক্ষু সমস্যার চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছেন। গত ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে আইজিএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে ২১ জন রোগীর চোখের ছানির অস্ত্রোপচার সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে আইজিএম হাসপাতালের চক্ষুবিভাগে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকগণ আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে নিয়মিত চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করেন। এক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীর চোখের সম্পূর্ণ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এরমধ্যে রয়েছে চোখের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা, চোখের চাপ বা ইন্ট্রাওকুলার প্রেসার পরীক্ষা ইত্যাদি। এছাড়াও চোখের লেন্সের মাপ সহ প্রয়োজনীয় তথ্য সহ কোন ধরনের চোখের কৃত্রিম লেন্স বা ইন্ট্রাওকুলার লেন্স রোগীর জন্য উপযুক্ত হবে ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

সাধারণত আইজিএম হাসপাতালে মাইক্রো-ইনসিশন ক্যাটারাক্ট সার্জারি বা ফেকো পদ্ধতিতে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করা হয়, যা অত্যন্ত আধুনিক ও ব্যথাহীন। চোখের স্বচ্ছ কৃত্রিম লেন্স বসানোর পুরো প্রক্রিয়াটি সাধারণত অল্প সময়েই শেষ হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেলাই-এর প্রয়োজন লাগে না। অস্ত্রোপচারের শেষে রোগীকে কিছুদিন চোখে ওষুধের ড্রপ ব্যবহার করতে হয় এবং চোখকে ধুলো থেকে রক্ষা করার জন্য চশমা ব্যবহার করতে হয়, ভারী কাজ এড়িয়ে চলতে হয় এবং নিয়মিত চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো ফলো-আপে আসার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। অস্ত্রোপচারের কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি আগের মতো ফিরে পান। উক্ত অস্ত্রোপচারে আইজিএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ শ্যামরূপ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ দীপঙ্কর ভৌমিক এবং নার্সিং অফিসার নূপুর চক্রবর্তী, নিতু দেববর্মা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান জন আরোগ্য যোজনার অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আইজিএম হাসপাতালের চক্ষু

বিভাগে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকগণের দ্বারা চোখের ছানির অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভকরে রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা চক্ষু চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

খেলাধুলার উন্নয়নে ১৩টি সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ, ২০টি ঘাসের মাঠ তৈরী করা হচ্ছে: ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ ডিসেম্বর : নেশামুক্ত ভারত গঠনে শুধু শ্লোগান নয়, সমাজের সকল স্তরের মানুষকে মন থেকে নেশামুক্ত সমাজ গঠনের সংকল্প নিতে হবে। অতীতে এমন বহু শ্লোগান দেওয়া হয়েছে যা শ্লোগানই থেকে গেছে। বাস্তব রূপ পায়নি। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গাছ লাগান গাছ বাঁচান শ্লোগান দেওয়া হয়েছে। গাছ লাগানো হয়েছে কিন্তু গাছ বাঁচানোর কোনও সংকল্প নেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মায়ের নামে গাছ লগানোর কথা বলছেন এবং মায়ের মতো মমতা দিয়ে গাছ বাঁচিয়ে তোলার আহ্বান রেখেছেন। আজ বিলোনীয়া বিকেআই মাঠে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক নেশামুক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় এই কথাগুলো বলেন। দক্ষিণ জেলার ৮টি ব্লকের ফুটবল দল, বিলোনীয়া এবং শান্তিরবাজার পুর পরিষদ এবং সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ১টি করে ফুটবল দল এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে। ১১ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন মাঠে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট চলবে।

উদ্বোধকের ভাষণে যুব বিষয়ক ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, নেশামুক্ত সমাজ গঠনে শিক্ষা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই জন্য সরকার এই তিনটি বিষয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ নজর দিয়েছে। শিক্ষার সম্প্রসারণে নতুন নতুন বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস তৈরী করছে। এবার বাজেটে শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সাড়ে সাতশত কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। অন্যদিকে খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য ১৩টি সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ, ২০টি প্রাকৃতিক ঘাসের মাঠ তৈরী করা হচ্ছে। শান্তিরবাজারের জোলাইবাড়িতে ফুটবল মাঠ ও গ্যালারি নির্মাণ করা হচ্ছে। খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি এবং জাতীয়স্তরের খেলোয়াড়দের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, নেশার কোনও জাত বা ধর্ম নেই। নেশার কবলে পড়লে পরিবার ও সমাজ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই রাজ্য সরকার প্রতিটি ব্লকে, মহকুমায় এবং রাজ্যস্তরে খেলাধুলার আয়োজন করছে। সমবায় মন্ত্রী নেশামুক্ত সমাজ গঠনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ আধিকারিক মৌর্য্যকৃষ্ণ সি, স্বাগত বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহঃ সাজ্জাদ পি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিশিষ্ট সমাজসেবী দিপায়ন চৌধুরী, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ অধিকর্তা রিতেশ শীল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ।

মনু ইয়ুথ সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো শিশু মেলা এবং ফুড ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর: আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ -এই ভাবনাকে মাথায় রেখে মনু ইয়ুথ সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো শিশু মেলা এবং ফুড ফেস্টিভ্যাল ২০২৫। শান্তিরবাজার মহকুমায় বীরচন্দ্র মনু তৈই কর্ম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে। এই দুদিন মেলার শুভ উদ্বোধন করেন দক্ষিণ জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত। উদ্বোধকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের পুরো মাতা স্বপ্না বৈদ্য, পুরো পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনোরঞ্জন রিয়াং, বিশিষ্ট সমাজসেবী রবীন্দ্র রিয়াং, মেলা কমিটির চেয়ারম্যান রাম বাবু রিয়াং ,বিশিষ্ট সমাজসেবী নকুল দেবনাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিকাশ সেন প্রমুখ।

১১ই ডিসেম্বর মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিটিজি এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া , দক্ষিণ জেলা পরিষদের শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের চেয়ারম্যান সুমন দেবনাথ, এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা, দক্ষিণ জোনাল জয়েন চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং প্রমুখ। জানা যায় অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও এই দুই দিন মেলাকে কেন্দ্র করে আর্থিক সংকটের মধ্যেও মনু এলাকার যুবকরা উদার মানসিকতা নিয়ে নানা সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করেছেন।

শিশুদের নিয়ে বর্ণময় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ, কৃষকদের মধ্যে কৃষি সামগ্রী বিতরণ, গরিব দিব্যাঙ্গ অসহায় মানুষের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ, কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা, আরক্ষা কর্মী, সাংবাদিক, প্রাক্তন শিক্ষক সহ সমাজের একাংশ গুণী ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা প্রদানের পাশাপাশি মেলায় উপস্থিত সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজনেরও আয়োজন করা হয়েছে। সবমিলিয়ে আরক্ষা প্রশাসন এবং সকলের সহযোগিতায় মেলা সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলো।

কোচবিহার ট্রফি : টানা তিন ম্যাচে ইনিংসে হেরে ত্রিপুরা এখন বিহার বধের কথা ভাবছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তামিলনাড়ুর কাছে প্রত্যাশিত পরাজয়। তাও ইনিংস সহ ২৭৭ রানের বিশাল ব্যবধানে। ৭১-এ প্রথম ইনিংস, দ্বিতীয় ইনিংস ফুরুৎ ৯৭ রানে। ব্যাটার্সদের প্রত্যাশিত ব্যর্থতায় ভরাডুবি ত্রিপুরা দলের। আখেরে বিজয়ী তামিলনাড়ুর যথেষ্ট লাভ হয়েছে। বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পেয়ে চার রাউন্ড খেলা শেষে মোট ২১ পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে এই মুহূর্তে তামিলনাড়ু পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। এলিট এ গ্রুপ থেকে তামিলনাড়ু মুল পর্বে খেলার দাবিদার। কোচবিহার ট্রফি পুরুষদের অনূর্ধ ১৯ চার দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। এলিট এ গ্রুপের খেলায় চতুর্থ রাউন্ডে ত্রিপুরা দল তামিলনাড়ুর কাছে ইনিংস সহ ২৭৭ রানের ব্যবধানে পরুদস্ত হয়েছে। তামিলনাড়ু প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ১৩২ ওভারে আট উইকেটে ৪৪৫ রানে ইনিংস ঘোষণার পর ত্রিপুরা দলের ব্যাটার্সরা প্রতিপক্ষের পাহাড় প্রমাণ রানের চাপে একেবারে ছন্নছাড়া ব্যাটিং পারফরম্যান্স দেখায়। আজ, বৃহস্পতিবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে ত্রিপুরা ৬৪ রান হাতে নিয়ে খেলা শুরু করে। ৭ রান যোগ করতেই প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি। ফলোঅনে ব্যাট করতে নেমে ৪০.২ ওভার খেলে ৯৭ রানে দ্বিতীয় ইনিংসও গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে অর্কজিৎ সাহা একা কুম্ভ হয়ে ব্যাট হাতে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা দূর অস্ত ঠেকে। অর্কজিৎ ৮০ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৪৭ রান সংগ্রহ করে। রিয়াদ হোসেন ৩৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি মেরে ২০ রান পায়। অন্যদের কেউ দুই অংকতেই পৌছুতে পারেনি। তামিলনাড়ুর বোলার কিশোর ৩২ রানে চারটি, সন্দীপ এবং হেম ছোদেশান তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। তামিলনাড়ুর ইনিংসে সাবিন এর অপরাজিত শত রান তাঁদের বড় স্কোরের পেছনে অন্যতম যোগান। এছাড়া হেম ছোদেশানের ৫৫ রানও উল্লেখ করার মতো। প্রারম্ভিক ব্যাটার্সদের মধ্যে রাজ জ্যামির ৭৮ রান, খুশ বারদিয়ার ৫৯ রান এবং বিনীত এর ৫১ রানও উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে ত্রিপুরার শুভজিৎ দাস, সিদ্ধার্থ দেবনাথ এবং রিয়াদ হোসেন প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। তামিলনাড়ু অলরাউন্ডার হেম ছোদেশান ১৭ রানে তিনটি এবং সন্দীপ ও কিশোর দুটি করে উইকেট পেয়েছে। ত্রিপুরা দল এখন পরবর্তী অর্থাৎ লীগের অন্তিম ম্যাচ নিয়ে ভাবছে। প্রতিপক্ষ বিহার। খেলা এমবিবি স্টেডিয়ামে। শুরু ১৬ ডিসেম্বর থেকে। বিহার এ পর্যন্ত চারটি ম্যাচের মধ্যে প্রথম তিনটিতে হেরে চতুর্থ ম্যাচে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করলেও প্রথমে ইনিংসে পিছিয়ে থাকায় মাত্র এক পয়েন্ট পেয়েছে। ত্রিপুরা দলের প্রত্যাশা রয়েছে বিহারকে হারিয়ে ঘরের মাঠে পুরো পয়েন্ট পাবে।

আইএসএল আয়োজনের জটিলতা কাটাতে ভিন্ন ভাবনায় ফুটবল ফেডারেশন

নয়াদিল্লি।। আইএসএলের আগামী মরসুম কবে থেকে শুরু হবে, বা আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে প্রস্তাব দিয়েছিল দেশের ১২টি ক্লাব। সেই প্রস্তাবে প্রাথমিক ভাবে রাজি হয়েছে ফেডারেশন। ক্লাবগুলির সঙ্গে মিলে যৌথ ভাবে আইএসএল আয়োজন করতে চায় তারা।

জানা গিয়েছে, আগামী ২০ ডিসেম্বর সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠক রয়েছে। সেখানেই এই প্রস্তাব দেওয়া হবে। সবুজ সঙ্কেত পেলেই আগামী পদক্ষেপ করবেন কল্যাণ চৌবেরা। কয়েক দিন আগে সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক জানিয়েছিল যে, আইএসএলের জট কাটাতে উদ্যোগী তারা। কিন্তু তার পরেও সমাধান হয়নি। ফেডারেশনের মতে, রাতারাতি কোনও সমাধান বার হওয়া মুশকিল। কিন্তু এই জটে লিগ ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। আর সময় নষ্ট করতে চাইছে না তারা। তাই যৌথ ভাবে লিগ আয়োজনে আগ্রহী ফেডারেশন।সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সহ-সচিব এম সত্যানারায়ণ বুধবার ক্লাবগুলিকে একটি চিঠি লিখেছেন। সেখানে লেখা, "গত ১০-১৫ বছরে বিনিয়োগকারী ও ক্লাবগুলোর সঙ্গে মিলে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির চেষ্টা করেছে ফেডারেশন। সেই চেষ্টা যাতে বৃথা না যায়, তার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করতে হবে। আমরা জানি, দীর্ঘকালীন একটা সমাধান হওয়া উচিত। কিন্তু ফুটবল যাতে কোনও ভাবেই থেমে না থাকে, তার জন্য প্রাথমিক ভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।" তার জন্য ক্লাবগুলির সঙ্গে একটি বৈঠকও করতে চায় ফেডারেশন।

গত ৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডবীয়ের সঙ্গে বৈঠক করে ক্লাবগুলি। সেখানে ক্রীড়ামন্ত্রী দ্রুত লিগ শুরু হবে বলে আশ্বাস দেন ক্লাবগুলিকে। প্রস্তুতি শুরু করে দিতে বলেন। তবে কী ভাবে লিগ আয়োজন হবে তা বলেননি। তাই ক্লাবগুলির অস্বস্তি কাটেনি। সে কারণেই ফেডারেশন সভাপতিকে চিঠি দেয় ১২টি ক্লাব।

৮ ডিসেম্বর আইএসএলের আয়োজক এফএসডিএল-এর সঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট শেষ হয়েছে ফেডারেশনের। এখনও বোঝা যাচ্ছে না পরের লিগের আয়োজক কে। ক্লাবগুলির আর্জি, দরকার পড়লে তারাই একটি সংস্থা তৈরি করে লিগ আয়োজন করতে রাজি। শুধু ফেডারেশনকে তার ব্যবস্থা করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং দরকারে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে কথা বলে। চিঠিতে আইএসএলের ক্লাবগুলি জানিয়েছে, গত ১১ বছর ধরে ফুটবলের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে তারা। ক্ষতির পরোয়া না করে সুষ্ঠু কাঠামো এবং কেন্দ্রীয় লভ্যাংশ তৈরি করতে চেয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক অনিশ্চয়তার কারণে ক্লাবগুলির অর্থ উপার্জনের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চুক্তি থাকা সত্ত্বেও স্পনসরেরাও একে একে সরে যাচ্ছে। ক্লাবগুলি লিখেছে, "বেশিরভাগ ক্লাবই ফুটবলারদের বেতন দিয়ে গিয়েছে এবং সম্পর্ক ভাল রেখেছে। তবে এই পরিস্থিতি শুধু কঠিনই নয়, এই ভাবে চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব।"

ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে আইএসএলের ক্লাবগুলি অনুরোধ করেছে, যাতে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সরিয়ে রেখে টেন্ডার ডাকা যায়। ফেডারেশনের সংবিধানের ১.২১, ১.৫৪ এবং ৬৩ নম্বর ধারা নিয়ে সমস্যা, যার ফলে কেউ আইএসএল আয়োজন করতে চেয়ে দর দিচ্ছে না। যাঁর অধীনে খসড়া সংবিধান তৈরি হয়েছে, সেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও এবং পরামর্শদাতা সংস্থা কেপিএমজি-ও এই নিয়ে সহমত পোষণ করেছে বলে ফেডারেশনে জানিয়েছে ক্লাবগুলি।

ক্লাবগুলির আর্জি, সাংবিধানিক জটিলতা মিটিয়ে দ্রুত নতুন করে টেন্ডার ডাকা হোক। সময়সীমা তৈরি করা হোক, যা মেনে চলতেই হবে। এই মাসের মধ্যেই সমস্যা মেটানোর আর্জি জানিয়েছে তারা। পাশাপাশি স্পষ্ট করে দিয়েছে, লিগ আয়োজন করতে হলে দরকারে ক্লাবগুলি মিলে নিজেরাই একটি সংস্থা তৈরি করবে, যারা লিগ চালাবে। সেখানে প্রত্যেক ক্লাবেরই সদস্য থাকবে এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত সব ক্লাবের অনুমতিতেই নেওয়া হবে। ইউরোপে ইংল্যান্ড, ইটালি, স্পেন-সহ সব বড় দেশে এ ভাবেই ঘরোয়া লিগ চালানো হয়। সেখানে দেশের ফুটবল সংস্থার বিশেষ ভূমিকা থাকে না। তারা শুধু কিছু বিষয়ে মতামত দিতে পারে। ক্লাবগুলি জানিয়েছে, দরকারে যে কোনও বিষয়ে তারা ফেডারেশনকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। তার পরেই ফেডারেশনও সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে। এখন দেখার, ক্লাব ও ফেডারেশনের বৈঠকে আইএসএলের কোনও সমাধান বার হয় কি না।

সিপাহীজলায় সেলফ হেল্প গ্রুপের মহিলা ক্রিকেটে চড়িলাম চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে চড়িলাম মহিলা ক্রিকেট দল। হারিয়েছে কাঠালিয়া মহিলা ক্রিকেট দলকে। সিপাহী জলায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো মহিলাদের সেলফ হেল্প গ্রুপের দলগুলির মধ্যে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শেষ হয়েছে।

ফাইনাল ম্যাচে আজ চড়িলাম মহিলা ক্রিকেট দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত দশ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে ২৪৬ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কাঠালিয়া মহিলা ক্রিকেট দল দুই উইকেট হারিয়ে ৯৩ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত দশ ওভার ফুরিয়ে যায়।

বিজয়ী চড়িলাম মহিলা ক্রিকেট দল সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেয়েছে। বিজিত কাঠালিয়া মহিলা ক্রিকেট দল পেয়েছে রানার্স আপের খেতাব এবং সুদৃশ্য ট্রফি। নক আউট পদ্ধতিতে সাতটি ব্লকের মধ্যে সাতটি ম্যাচের শেষে আজ তা শেষ হয়েছে।

জেলাস্তরে প্রথমবারের মতো এই মহিলা ক্রিকেটের আয়োজন ঘিরে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। খেলা শেষে মাঠেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

মাঠে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবর্গ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং সভাধিপতির মধ্যে ব্যাটিং-বোলিং এর মাধ্যমে খেলার সূচনা করা হয়েছিল।

১০ জানুয়ারি থেকে ন্যাশনাল বডিবিল্ডিং ও ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বডি বিল্ডিং ও ফিজিক স্পোর্টসের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশীপের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। আগামী ১০ ও ১১ জানুয়ারি ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হবে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। ১৪ এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে ফেডারেশন কাপ আইবিবিএফ টুর্নামেন্ট। পরবর্তী সময়ে ১৫ মার্চ গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হবে সরাইঘাট বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। জুনিয়ার ন্যাশনাল মিস্টার ইন্ডিয়া ২০২৬, সিনিয়র ন্যাশনাল মিস্টার ইন্ডিয়া ২০২৬, ইতোমধ্যে দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে।

ত্রিপুরা থেকে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে ইচ্ছুক অ্যাথলেটদের কর্নেল চৌমুহনিস্থিত বব ফিটনেস জিম-এ রবিবার বেলা এগারোটা থেকে একটার মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য ত্রিপুরা বডি বিল্ডিং এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তনয় দাস এক বিবৃতিতে আহবান রেখেছেন।

১২ ক্লাবের প্রস্তাবে রাজি ফুটবল ফেডারেশন, যৌথ ভাবে আইএসএল আয়োজনের পরিকল্পনা কল্যাণ চৌবেদের

আইএসএলের আগামী মরসুম কবে থেকে শুরু হবে, বা আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে প্রস্তাব দিয়েছিল দেশের ১২টি ক্লাব। সেই প্রস্তাবে প্রাথমিক ভাবে রাজি হয়েছে ফেডারেশন। ক্লাবগুলির সঙ্গে মিলে যৌথ ভাবে আইএসএল আয়োজন করতে চায় তারা।জানা গিয়েছে, আগামী ২০ ডিসেম্বর সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠক রয়েছে। সেখানেই এই প্রস্তাব দেওয়া হবে। সবুজ সঙ্কেত পেলেই আগামী পদক্ষেপ করবেন কল্যাণ চৌবেরা।

কয়েক দিন আগে সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক জানিয়েছিল যে, আইএসএলের জট কাটাতে উদ্যোগী তারা। কিন্তু তার পরেও সমাধান হয়নি। ফেডারেশনের মতে, রাতারাতি কোনও সমাধান বার হওয়া মুশকিল। কিন্তু এই জটে লিগ ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। আর সময় নষ্ট করতে চাইছে না তারা। তাই যৌথ ভাবে লিগ আয়োজনে আগ্রহী ফেডারেশন।

সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সহ-সচিব এম সত্যানারায়ণ বুধবার ক্লাবগুলিকে একটি চিঠি লিখেছেন। সেখানে লেখা, "গত ১০-১৫ বছরে বিনিয়োগকারী ও ক্লাবগুলোর সঙ্গে মিলে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির চেষ্টা করেছে ফেডারেশন। সেই চেষ্টা যাতে বৃথা না যায়, তার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করতে হবে। আমরা জানি, দীর্ঘকালীন একটা সমাধান হওয়া উচিত। কিন্তু ফুটবল যাতে কোনও ভাবেই থেমে না থাকে, তার জন্য প্রাথমিক ভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।" তার জন্য ক্লাবগুলির সঙ্গে একটি বৈঠকও করতে চায় ফেডারেশন।গত ৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডবীয়ের সঙ্গে বৈঠক করে ক্লাবগুলি। সেখানে ক্রীড়ামন্ত্রী দ্রুত লিগ শুরু হবে বলে আশ্বাস দেন ক্লাবগুলিকে। প্রস্তুতি শুরু করে দিতে বলেন। তবে কী ভাবে লিগ আয়োজন হবে তা বলেননি। তাই ক্লাবগুলির অস্বস্তি কাটেনি। সে কারণেই ফেডারেশন সভাপতিকে চিঠি দেয় ১২টি ক্লাব।৮ ডিসেম্বর আইএসএলের আয়োজক এফএসডিএল-এর সঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট শেষ হয়েছে ফেডারেশনের। এখনও বোঝা যাচ্ছে না পরের লিগের আয়োজক কে। ক্লাবগুলির আর্জি, দরকার পড়লে তারাই একটি সংস্থা তৈরি করে লিগ আয়োজন করতে রাজি। শুধু ফেডারেশনকে তার ব্যবস্থা করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং দরকারে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে কথা বলে। চিঠিতে আইএসএলের ক্লাবগুলি জানিয়েছে, গত ১১ বছর ধরে ফুটবলের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে তারা। ক্ষতির পরোয়া না করে সুষ্ঠু কাঠামো এবং কেন্দ্রীয় লভ্যাংশ তৈরি করতে চেয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক অনিশ্চয়তার কারণে ক্লাবগুলির অর্থ উপার্জনের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চুক্তি থাকা সত্ত্বেও স্পনসরেরাও একে একে সরে যাচ্ছে। ক্লাবগুলি লিখেছে, "বেশিরভাগ ক্লাবই ফুটবলারদের বেতন দিয়ে গিয়েছে এবং সম্পর্ক ভাল রেখেছে। তবে এই পরিস্থিতি শুধু কঠিনই নয়, এই ভাবে চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব।"

ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে আইএসএলের ক্লাবগুলি অনুরোধ করেছে, যাতে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সরিয়ে রেখে টেন্ডার ডাকা যায়। ফেডারেশনের সংবিধানের ১.২১, ১.৫৪ এবং ৬৩ নম্বর ধারা নিয়ে সমস্যা, যার ফলে কেউ আইএসএল আয়োজন করতে চেয়ে দর দিচ্ছে না। যাঁর অধীনে খসড়া সংবিধান তৈরি হয়েছে, সেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও এবং পরামর্শদাতা সংস্থা কেপিএমজি-ও এই নিয়ে সহমত পোষণ করেছে বলে ফেডারেশনে জানিয়েছে ক্লাবগুলি।ক্লাবগুলির আর্জি, সাংবিধানিক জটিলতা মিটিয়ে দ্রুত নতুন করে টেন্ডার ডাকা হোক। সময়সীমা তৈরি করা হোক, যা মেনে চলতেই হবে। এই মাসের মধ্যেই সমস্যা মেটানোর আর্জি জানিয়েছে তারা। পাশাপাশি স্পষ্ট করে দিয়েছে, লিগ আয়োজন করতে হলে দরকারে ক্লাবগুলি মিলে নিজেরাই একটি সংস্থা তৈরি করবে, যারা লিগ চালাবে। সেখানে প্রত্যেক ক্লাবেরই সদস্য থাকবে এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত সব ক্লাবের অনুমতিতেই নেওয়া হবে। ইউরোপে ইংল্যান্ড, ইটালি, স্পেন-সহ সব বড় দেশে এ ভাবেই ঘরোয়া লিগ চালানো হয়। সেখানে দেশের ফুটবল সংস্থার বিশেষ ভূমিকা থাকে না। তারা শুধু কিছু বিষয়ে মতামত দিতে পারে। ক্লাবগুলি জানিয়েছে, দরকারে যে কোনও বিষয়ে তারা ফেডারেশনকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। তার পরেই ফেডারেশনও সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে। এখন দেখার, ক্লাব ও ফেডারেশনের বৈঠকে আইএসএলের কোনও সমাধান বার হয় কি না।

কোচের সঙ্গে কথা বন্ধ, বিপদকালে লিভারপুল সতীর্থদেরও পাশে পাচ্ছেন না সালাহ!

মহম্মদ সালাহকে নিয়ে বিতর্ক থামার লক্ষণ নেই। লিভারপুল তারকার সঙ্গে আর্নে স্লটের সম্পর্ক একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সালাহকে ছাড়াই জয় পেয়েছে লিভারপুল। অনেকে সালাহর পাশে দাঁড়াচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু থিয়েরি হেনরির মতো ফুটবলাররা তীব্র বিরোধিতাও করছেন। এই যুদ্ধে সতীর্থদেরও পাশে পাচ্ছেন না তিনি। আবার অনেকে মনে করছেন, সালাহর এই কাণ্ড যেন ক্লাব বনাম প্লেয়ার যুদ্ধকে নতুন রূপ দিচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে সেভাবে ছন্দে নেই মিশরীয় 'কিং'। তাছাড়া তাঁকে প্রথম একাদশে রাখা হচ্ছে না। সেই নিয়ে মিশরীয় তারকা অভিযোগ করেছিলেন, সব কিছুর জন্যেই তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, "আমি ক্লাবের জন্য সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ক্লাব যেন আমাকে বাসের নিচে ফেলে দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, সবকিছুর জন্য কেউ আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছে।" সালাহর এই মন্তব্য মোটেই ভালোভাবে নেয়নি লিভারপুল ম্যানেজমেন্ট। সালাহকে বাদ দেওয়া নিয়ে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট বলেছেন, "এটা সম্পূর্ণই ক্লাবের সিদ্ধান্ত। আশা করি, সকলেই আমাদের পাশে থাকবেন।" তাতে সালাহকে ছাড়াই জয় পেয়েছে লিভারপুল। সেক্ষেত্রে দলের সতীর্থদেরই সেভাবে পাশে পাচ্ছেন না সালাহ। যেমন ম্যাচ জেতার পর 'দ্য রেডস'-এর অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডাইক বলছেন, "সালাহ ও ক্লাবের সঙ্গে যা ঘটেছে, তার জন্যই ও আজ এখানে নেই। কিন্তু তাতে আমাদের জেতার মানসিকতা বদলাচ্ছে না।" কোচ আর্নে স্লট তো বলেই দিলেন, "কেউ ভুল করতেই পারে। কিন্তু সে কি সচেতন যে ভুল করছে? আমি ওর সঙ্গে এই বিষয়ে কথাই বলব না।"

অন্যদিকে ফরাসি কিংবদন্তি ফুটবলার থিয়েরি হেনরি বলছেন, "আমার সঙ্গেও তো আর্সেন ওয়েঙ্গার ও পেপ গুয়ার্দিওলার ঝামেলা হয়েছে।

রণক্ষেত্র মাঠ

করাচী।। পাকিস্তান মানেই যেন বিশৃঙ্খলা। রাস্তার ধার হোক বা খেলার মাঠ- সর্বত্রই চলে ডামাডোল। বহু বিশৃঙ্খলার দেশ পাকিস্তানে এবার ফুটবল মাঠে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পাক সেনার দল। ফুটবলার থেকে শুরু করে দুই দলের কর্তা একে অপরকে লাথি-ঘুসি মারতে থাকেন। সেই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। ঘটনার সূত্রপাত পাকিস্তানের জাতীয় গেমসের সেমিফাইনালে। ওই ম্যাচে পাক সেনার বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল ওয়াপডা। হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ ৪-৩ গোলে জিতে যায় পাক সেনা। ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজতেই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই দল। ম্যাচ জিতে সেলিব্রেশনে মেতেছিল পাক সেনার দল। সেই সময়েই তাদের হাডলে গিয়ে হাতাহাতি শুরু করেন ওয়াপডার ফুটবলাররা। শুধু তাই নয়, রেফারির দিকে তেড়েও যান তাঁরা। কোনওমতে অন্যান্যরা রেফারিকে উদ্ধার করেন মারমুখী ফুটবলারদের। মাঠের মধ্যে ফুটবলাররা যখন হাতাহাতি করছেন, তখন মাঠের বাইরে মারমুখী হয়ে ওঠেন দুই দলের কর্তারা। তাঁরাও লাথি-ঘুসি মারতে থাকেন প্রতিপক্ষকে। দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে জানা যায়, একটি পেনাল্টি দেওয়া নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল ওয়াপডা। সেই নিয়েই শুরু হয় বিবাদ। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পাক ফুটবল ফেডারেশন এবং অলিম্পিক কমিটি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পাক ফেডারেশনের এক কর্তা।

জয়ী ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা।। বিদেশি টুর্নামেন্টে মশাল গার্লসের সোনার দৌড় অব্যাহত। মহিলাদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে নিলেন সুলঞ্জনা রাউলরা। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের করাচি সিটির বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল ইস্টবেঙ্গলের। সেই ম্যাচে প্রতিপক্ষকে ২-০ উড়িয়ে দিল লালহলুদের মহিলা ব্রিগেড। আগের ম্যাচে ভুটানের ক্লাব ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড লেডিস এফসিকে ৪-০ হারিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত-পাক দ্বৈরথ মানেই সেই ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা বাড়ছে। তাই ভারত এবং পাকিস্তানের ক্লাব দু'টির ম্যাচেও যে হাড্ডাহাড্ডি টক্কর দেখা যাবে, এমনটাই আশা করেছিলেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। তবে টুর্নামেন্টের পারফরম্যান্সের নিরিখে দুই দলের অবস্থান একেবারে আলাদা ছিল। একদিকে ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড লেডিস এফসিকে ৪-০ গুঁড়িয়ে দিয়ে মাঠে নেমেছিল লালহলুদ ব্রিগেড। অন্যদিকে করাচি সিটি নিজের প্রথম দুই ম্যাচে ড্র করেছিল ট্রান্সপোর্ট ও নাসরিন স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সঙ্গে। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই লালহলুদের দাপট ছিল নেপালের কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে। ম্যাচ শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে অনবদ্য গোল আসে সুলঞ্জনা রাউলের বুট থেকে। তারপরও পাক ডিফেন্সের বুক চিরে একাধিক আক্রমণের চেষ্টা করেন ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ডরা। কিন্তু প্রথমার্ধে আর গোল আসেনি। বিরতির পর মাঠে নেমেই ৪৯ মিনিটে গোল করেন রেস্টি নার্জিনারি। ওখানেই ম্যাচের ভাগ্য লেখা হয়ে যায়।

আসরের অনেক আগেই বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু

দুবাই।। এখনও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে প্রায় দু'মাস বাকি। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় শুরু প্রতিযোগিতা। দু'মাস আগে থেকেই বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গেল। এই ঘোষণা করেছে আইসিসি। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, ১১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬:৪৫ মিনিট থেকে বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু হবে। 'টিকিটস.ক্রিকেটওয়ার্লকাপ.কম' এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টিকিট কাটা যাবে। আপাতত প্রথম পর্বের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের টিকিট বিক্রি কবে থেকে হবে, তা শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।

আইসিসি-র সিইও সংযোগ গুপ্ত বলেন, "টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম পর্বের টিকিট বিক্রি শুরু হচ্ছে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য সকলে যাতে খেলা দেখতে পারেন। অর্থ যেন সমস্যা না হয়। সেই কারণে, টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ভারতীয় মুদ্রায় ১০০ টাকা ও শ্রীলঙ্কার মুদ্রায় ১০০০ টাকা। আরও বেশি দর্শক যাতে মাঠে আসেন, তার জন্য পরিকল্পনা করেই টিকিটের দাম ঠিক করা হয়েছে।" তবে টিকিটের সর্বাধিক দাম কত, তা জানাননি সংযোগ।

এ বারের বিশ্বকাপের প্রধান আয়োজক ভারত। কিন্তু পাকিস্তান এই দেশে খেলতে আসবে না বলে তাদের সব ম্যাচ রাখা হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। সেখানে শ্রীলঙ্কারও কয়েকটি খেলা রয়েছে। চারটি গ্রুপে রয়েছে ২০টি দল। গ্রুপ পর্বের পর প্রতিটি গ্রুপ থেকে দু'টি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। সব মিলিয়ে ৫৫টি ম্যাচ হবে। প্রতি দিন ভারতীয় সময় সকাল ১১টা, দুপুর ৩টে ও সন্ধ্যা ৭টায় হবে খেলা।

গ্রুপ এ ভারত, পাকিস্তান, আমেরিকা, নেদারল্যান্ডস ও নামিবিয়া।

গ্রুপ বি শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবোয়ে ও ওমান।

গ্রুপ সি ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, নেপাল ও ইটালি।

গ্রুপ ডি নিউ জিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান, কানাডা ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি।

ভারতের প্রথম ম্যাচ ৭ ফেব্রুয়ারি। আমেরিকার বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে হবে সেই খেলা। তার পর ১২ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে নামিবিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় পাকিস্তান ও ১৮ ফেব্রুয়ারি অহমদাবাদে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। ভারতের সব ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টা থেকে।

পোস্ট কপি : বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু

কার্ড : দু'মাস আগে থেকেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু! সর্বনিম্ন দাম কত? কী ভাবে কাটা যাবে? জানাল আইসিসি

আজ থেকে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির ত্রিপুরা বিদর্ভের ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল থেকে ত্রিপুরা বিদর্ভের ম্যাচ শুরু হচ্ছে তামিলনাড়ুর শিমোগায়। জহরলাল নেহরু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গ্রাউন্ডে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি অনূর্ধ ১৬ তিন দিবসীয় ম্যাচ আগামীকাল থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে ১৪ ডিসেম্বর। প্রথম ম্যাচে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে ন্যাক্কারজনক পরাজয়ের বিষয়টা ভুলে ত্রিপুরা দল আগামীকাল থেকে বিদর্ভের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে। বিদর্ভ প্রথম ম্যাচে তামিলনাড়ুর সঙ্গে ড্র করলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ৩ পয়েন্ট অর্জন করতে পেরেছে। এলিট এ গ্রুপে আগামীকাল থেকে আরও দুটি ম্যাচে যথাক্রমে গুজরাট খেলবে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে এবং চন্ডিগড় খেলবে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, প্রথম রাউন্ডের খেলা শেষে গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশ বোনাস সহ সাত করে পয়েন্ট পেলেও রানের গড়ের নিরিখে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তিন পয়েন্ট নিয়ে বিদর্ভ তৃতীয় স্থানে। তামিলনাড়ু রয়েছে চতুর্থ স্থানে এক পয়েন্ট পেয়ে। ত্রিপুরা ও চন্ডিগড়ের পকেটে এখনও কোনও পয়েন্ট আসেনি।

বোর্ডের চুক্তিতে লাভবান হতে পারেন শুভমন, আয় বাড়তে পারে মহিলা ক্রিকেটারদেরও

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কেন্দ্রীয় চুক্তিতে উত্থান হতে পারে শুভমন গিলের। টেস্ট এবং এক দিনের দলের অধিনায়ককে সর্বোচ্চ 'এ্' ক্যাটেগরিতে নিয়ে আসা হতে পারে। শুধু এক দিনের ক্রিকেট খেলা বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার বার্ষিক চুক্তি পরিবর্তন হতে পারে। মহিলাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে বাড়তে পারে ম্যাচ ফি। আগামী ২২ ডিসেম্বর রয়েছে বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভা। সেই সভায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই। টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া কোহলি এবং রোহিতকে এখনও সর্বোচ্চ 'এ্' ক্যাটেগরিতে রাখা হবে কিনা, তা নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। বোর্ড কর্তাদের একাংশ দুই সিনিয়র ক্রিকেটারের সম্মানের কথা ভেবে 'এ্' ক্যাটেগরিতেই রেখে দেওয়ার পক্ষে। অন্য অংশ সাম্য বজায় রাখতে কোহলি, রোহিতকে 'এ' ক্যাটেগরিতে রাখার পক্ষে। তবে শুভমনের এ বার 'এ্' ক্যাটেগরিতে থাকা এক রকম নিশ্চিত। তাঁর সঙ্গে থাকতে পারেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা এবং জশপ্রীত বুমরাহ।

হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মন্ধানাদের এক দিনের বিশ্বকাপ জয়ের সুফল পেতে পারেন দেশের মহিলা ক্রিকেটারেরা। মহিলাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ ফি বৃদ্ধি করা হতে পারে। ছোট মেয়েদের ক্রিকেটে আকৃষ্ট করতে আয় বৃদ্ধির কথা ভাবছেন বিসিসিআই কর্তারা। তা ছাড়া ম্যাচ ফি বৃদ্ধি হলে ঘরোয়া মহিলা ক্রিকেটারেরাও উপকৃত হবেন। পর্যালোচনা করা হতে পারে হরমনপ্রীত, মন্ধানাদের বার্ষিক চুক্তির অঙ্ক। আম্পায়ার এবং ম্যাচ রেফারিদের পারিশ্রমিকও বৃদ্ধি করা হতে পারে।

বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভায় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে।

জাগরণ 12 December, 2025, Friday আগরতলা ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং, ■ ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগগুলিকে সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর: রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির স্বার্থে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন, মেডিকেল কলেজ শক্তিশালীকরণ, সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা চালু, টেলি মেডিসিন ও ডিজিটাল হেলথ পরিষেবা চালু সহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে এবং সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে সরকার সব সময় আন্তরিক। আজ আগরতলার হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের অডিটোরিয়ামে ৩১তম ইস্ট জোনাল কনফারেন্স ও নর্থ ইস্ট স্টেট ব্রাঞ্চের ৩৬তম আইএ.ডি.ভি.এল.-এর বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগগুলিকে সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত এবং আধুনিক করে তুলতে সরকার প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জেলা হাসপাতালগুলির উন্নয়নের পাশাপাশি মহকুমা হাসপাতালগুলিকেও শক্তিশালী করা হচ্ছে। তিনি বলেন, চিকিৎসা ক্ষেত্রে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের অবদান অসীম। এই ধরনের সম্মেলন চিকিৎসা গবেষণার মান উন্নত করতে সহায়ক হবে। তরুণ চিকিৎসকদের জ্ঞানও সমৃদ্ধ করবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আই.এ.ডি.ভি.এল.-এর এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

এই ধরনের সম্মেলন জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি এই সম্মেলনের সার্বিক সফলতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিগণ একটি স্মরণিকা এবং নিউজ লেটারের আবরণ উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এন.ই.আই.এ.ডি.ভি.এল.-এর সভাপতি ডা. সামন্ত বড়ুয়া। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডা. গৌতম মজুমদার, ডা. রাজীব শর্মা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডা. নির্মাল্য মালাকার, ডা. কমল দাস, ডা. রাজীব রঞ্জন ঠাকুর প্রমুখ।

তিপ্রাসাদের সম্পূর্ণ সমর্থন রয়েছে তিপরা মথার সঙ্গে, তাদের ভোট এক, সমর্থনও এক প্রদ্যোত

আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর: তিপ্রাসাদের সম্পূর্ণ সমর্থন রয়েছে তিপরা মথার সঙ্গে। তাদের ভোটও এক, সমর্থনও এক। টাকার বিনিময়ে যদি কেউ মনে করে থাকে তিপ্রাসাদের ব্যবহার করবে, সেটি সম্ভব নয়। আজ মির্জা কাঠালিয়ায় এক যোগদান সভায় এমনটাই জানিয়েছেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। এদিনের যোগদান সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৫ জন ভোটার তিপরা মথায় যোগদান করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রদ্যোত আরো বলেন, জনজাতিদের জন্য কাজ না করে তাদের সমর্থনের আশা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। জনজাতিদের উন্নয়নে কাজ করলেই তারা জনজাতিদের সমর্থন পাবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে কোন রাজনৈতিক দলই জনজাতিদের উন্নয়নে কাজ করছে না। রাজনৈতিক ময়দানে কংগ্রেসের কোন অস্তিত্ব নেই। সিপিএম ও নিজেদের গণ্ডিতে ঢুকে গেছে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বরা কিছুটা আলোরণ তৈরি করতে চাইলেও জনজাতিদের উন্নয়নে কোন কাজ না করে জনজাতিদের সমর্থন কোনোভাবেই মিলবে না। টাকার বিনিময়ে জনজাতিদের যদি মনে করা হয় দমিয়ে রাখা হবে সেটি সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন, একটি বিধানসভায় এলাকায় এই বিপুল পরিমাণে যোগদান থেকেই ধারণা করা যাচ্ছে আসল অর্থে তিপ্রাসাদের সমর্থন রয়েছে তিপরা মথার সঙ্গেই। এছাড়াও, গত বিধানসভা নির্বাচনে মথার সমর্থন ছাড়া বিজেপির ক্ষমতায় ফিরে আসত না একথাও অকপটে স্বীকার করেন তিনি। বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিজেপির সঙ্গে মতের অমিল থাকতেই পারে, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে তিপ্রা মথা নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব হারায়নি। বিজেপির অন্দরে কিছু নেতৃত্ব রয়েছেন যারা টিকিটের লোভে টাকা কামানোর জন্য ভিন্ন রাজনীতি করতে চাইছে। কিন্তু বিজেপির আসল নেতৃত্বরা ভালো করেই জানেন, তিপ্রাসাদের সমর্থন মথার সঙ্গে রয়েছে, দাবি তাঁর।

মাছের মৃত্যু, পরিযায়ী পাখির অনুপস্থিতি বিপন্ন এমবিবি কলেজ লেইক

আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর: আগরতলার এমবিবি কলেজটিলা লেইকের পরিবেশগত পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। লেইকের জল মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়ায় সেখানে মাছের মৃত্যু ঘটছে ধারাবাহিকভাবে। একসময় শীতের মরশুমে পরিযায়ী পাখিদের অন্যতম আশ্রয়স্থল ছিল এই লেইক। কিন্তু এ বছর এখনো পর্যন্ত একটিও পরিযায়ী পাখি দেখা যায়নি, যা পরিবেশবিদ এবং স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

বহুদিন ধরে এই লেইকের জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ তুলছিল ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন। তাদের অভিযোগ ছিল,

একটি প্রাকৃতিক জলাভূমি এবং ঘোষিত জীববৈচিত্র্য সংবেদনশীল অঞ্চল হিসেবে পরিচিত কলেজ টিলা লেইকটি কংক্রিটের কাঠামো, কৃত্রিম সেতু এবং আলোকসজ্জার কারণে অপরিবর্তনীয় পরিবেশগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে ত্রিপুরার মহারাজা কর্তৃক দান করা এই লেইকটি ২৮টিরও বেশি পরিযায়ী পাখির প্রজাতি এবং বাদুড়দের আশ্রয় দেয় এবং ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ ও শহুরে জীববৈচিত্র্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই লেইকটির পারে পার্ক গড়ে ওঠার ফলে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে পড়েছে তার স্বাভাবিক ভারসাম্য। পরিযায়ী পাখিরা আসছে না বললেই চলে। পাশাপাশি লেইকের জলেরও দ্রুত অবনতি ঘটছে।

শীতের মৌসুম যত এগিয়ে এসেছে ততই এই অভিযোগের সত্যতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কয়েকটি শীতকাল আগেও যখন একাধিক পরিযায়ী পাখির ডাকে মোহিত হতো এই এলাকা, দূরদূরান্ত থেকে এই পরিযায়ী পাখিদের দেখতে ভিড় জমাতেন শহর সহ আশপাশ বিভিন্ন এলাকার জনগণ। কিন্তু আজ সেখানে এক অন্য দৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দূষিত জলের ফলে মরছে মাছ। মৃত মাছ ভেসে উঠছে জলে। শহরের কোলাহলেও এক আলাদা শান্তির নীড় ছিল এই লেইক। কিন্তু বর্তমানে এই লেইক তার গৌরব হারিয়েছে বলেই দাবি স্থানীয়দের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, লেইকের রক্ষণাবেক্ষণের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। আশপাশের আবর্জনা, নোংরা জল ও বর্জ্য পদার্থের প্রবাহ বন্ধ না হওয়ায় লেকের জলমান দ্রুত নষ্ট হচ্ছে। এর ফলে অক্সিজেনের ঘাটতি তৈরি হওয়ায় মাছের মৃত্যু প্রতিদিনই বাড়ছে। এর ফলে লেইকের চারপাশে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হচ্ছে, যা গোটা পরিবেশটিকে আরো দূষিত করছে। লেক সংলগ্ন শিবনগর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত কয়েক বছরে লেকের পরিবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে গেছে। দূষণের মাত্রা এতটাই বেড়েছে যে পরিযায়ী পাখিরা আর এখানে নামতে সাহস পাচ্ছে না। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে লেইকটি পুরোপুরি মৃত জলাধারে পরিণত হবে বলেই ধারণা তাদের।

স্থানীয়রা মনে করছেন, লেইক রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে সাফাই অভিযান, জলশোধন ব্যবস্থা এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন। পরিবেশপ্রেমী মহলও এ বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ইউনিটি প্রমো ফেস্টের শেষ পর্বের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর : ইউনিটি প্রমো ফেস্ট ২০২৫ এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে বিবেকানন্দ ময়দানে। বিশিষ্ট গায়ক জুবিন নটিয়ালের আগমনকে কেন্দ্র করে বিবেকানন্দ ময়দানে বিশাল সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আজ এই আয়োজন খতিয়ে দেখতে এলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ,সাথে ছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

আগামীকাল ১২ ডিসেম্বর বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে ইউনিটি প্রমো ফেস্ট। শেষ পর্যায়ের জমকালো অনুষ্ঠানে আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে উপস্থিত থাকছেন বলিউডের জনপ্রিয় প্লেব্যাক সিঙ্গার জুবিন নটিয়াল। এছাড়া থাকছেন ক্রিকেট তারকা সৌরভ গাঙ্গুলী। তাদের আগমনকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে ইতিমধ্যেই উৎসাহ ও উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো।

বহু প্রতীক্ষিত এই শো-তে হাজারো হাজারো দর্শকের ভিড় জমার সম্ভাবনা রয়েছে। গত কয়েকদিন ধরেই পাস সংগ্রহের জন্য ব্যাপক উন্মাদনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। জুবিন নটিয়ালের সরাসরি পারফরম্যান্স উপভোগ করতে আগ্রহী নানা বয়সের মানুষ। উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে গোটা রাজ্যজুড়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন। স্টেজ সেটআপ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টসহ সবকিছু তদারকি করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নিজেও সার্বিক ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেছেন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। পাশাপাশি তিনি পর্যটন দপ্তর দ্বারা ৫ বিতরণস্থলেও পৌঁছান। সেখানে গিয়ে পাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা যুবক-যুবতীদের সঙ্গে কথা বলেন। ইউনিটি প্রমো ফেস্টের এটাই হবে চূড়ান্ত ও সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব।

জুবিন নটিয়াল জনপ্রিয় বলিউড ও হিট গানের মাধ্যমে দর্শকদের মাতিয়ে তুলবেন বলে আশা করা হচ্ছে। শহরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দিনটি এক বিশেষ সন্ধ্যার সাক্ষী হতে চলেছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে সাংস্কৃতিক প্রিয় মানুষজন ছুটে আসছেন রাজধানী আগরতলা শহরে।

দুর্ঘটনায় কৃষকের মৃত্যু, পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর : সাব্রুমের ইন্দিরা পঞ্চায়েতের বর্গাচাষী সঞ্জীব দাসের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। কিছুদিন পূর্বে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনার খবর মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসতেই তিনি জেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন।

সরকারি নির্দেশ মোতাবেক আজ ‘মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু’ কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত সঞ্জীব দাসের স্ত্রী বন্দনা দাসের হাতে ৪ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দেন। পাশাপাশি তাঁদের দুই কন্যা সন্তানের মধ্যে একজনকে মাসিক ৪ হাজার টাকার ভাতা প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরিবারটির আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর করতে এবং দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রী এই পরিবারকে অন্ত্যোদয় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করারও নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে সরকারি বিভিন্ন সুবিধা ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প তাদের কাছে পৌঁছাবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমরা সর্বোতভাবে এই কৃষক পরিবারটির পাশে রয়েছি। সরকারের পক্ষ থেকে সবধরনের সহায়তা নিশ্চিত করা হবে।

স্থানীয়দের হাতে তিন বাংলাদেশি নাগরিক আটক

আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর: কমলপুর থানাধীন লাম্বুছড়া এলাকায় তিন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করল এলাকাবাসী। জানা গেছে, সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয়রা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা বাংলাদেশি বলে স্বীকার করে। পরবর্তীতে এলাকাবাসীরাই তাদের কমলপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, তারা বেঙ্গালুরু যাওয়ার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করেছিল। কীভাবে তারা সীমান্ত অতিক্রম করল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কমলপুর থানায় আটক তিনজনকে জেরা করে পুরো ঘটনার পেছনে কোনো চক্র জড়িত আছে কি না, তাও তদন্ত করা হচ্ছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ত্রিং উৎসব এলেই শোকের ছায়া রংমালা গ্রামে: এক বছর আগে একই দুর্ঘটনায় ৩ যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর : ত্রিং উৎসব যতই আনন্দের বার্তা বয়ে আনুক, আগরতলার রংমালা গ্রামে এ উৎসব ঘিরে আতঙ্ক যেন আরও ঘন হয়। কারণ গত বছরের ত্রিং উৎসবের রাতেই এই গ্রামের তিন তরতাজা যুবকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। এক বছর কেটে গেলেও এ শোকের ক্ষত শুকায়নি এখনো।

গ্রামের পূর্ণ সাধুপাড়া গেলে এখনও শোনা যায় সন্তানহারা মায়েদের বুকফাটা আর্তনাদ। যে বাড়িগুলো একসময় উৎসব-পূজোর আনন্দে ভরপুর থাকত, সেখানেই আজ কেবলই কান্নার সুর। ত্রিং উৎসবের আগমনে তিন পরিবারই হয়ে ওঠেন আরও শোকবিহ্বল, কারণ ডিসেম্বরের এই সময়টা তাদের কাছে স্মৃতি-বিদীর্ণ অন্ধকার এক রাতের প্রতীক।

গত বছরের ত্রিং উৎসবের রাতে একই বাইকে করে উৎসব দেখতে বেরিয়েছিল তিন বন্ধু বয়ার দেববর্মা, মনোজ দেববর্মা এবং কলেজ পড়ুয়া সালকা দেববর্মা। রাত প্রায় ৯টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জের দেওয়ান বাজার এলাকায় একটি গাড়ির সঙ্গে তাদের বাইকের ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়।

তেলিয়ামুড়া ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০২৫ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ ডিসেম্বর : উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো তেলিয়ামুড়া ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০২৫।

বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া দ্বাদশের মাঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছিল চরম উৎসাহ ও উদ্দীপনা।অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের সহ-পুরপিতা মধুসূদন রায়, কাউন্সিলর অপর্ণা শীল ও ধীরাজ চৌধুরী, এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয়জিৎ পাল সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকবৃন্দ।বিভিন্ন দৌড়, লং জাম্প, রিলে রেস, বল নিক্ষেপ সহ একাধিক ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা।প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শারীরিক সক্ষমতা, দলগত চেতনা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই আয়োজন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় বলেন শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা একজন ছাত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে সহায়ক।”অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয়জিৎ পাল জানান,,,এই ধরনের আয়োজন ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাতেও সমানভাবে উৎসাহিত হয়।” এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুধু একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান নয়, বরং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলার এক অনন্য উদ্যোগ।

বাজল্যাপাড়ায় জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে গুলিকাণ্ড, মাস্টারমাইন্ড দশরথ রিয়াং আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১১ ডিসেম্বর : গন্ডাছড়া মহকুমার বাজল্যাপাড়ায় সামান্য জমি বিবাদ ও একটি গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশী জনজাতি পরিবারের মধ্যে চলছিল তীব্র বাকবিতণ্ডা। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠার পর গত ৬ ডিসেম্বর ঘটে যায় বড়সড় দুর্ঘটনাহয় গুলি চালানোর ঘটনা।

সংবাদ পেয়েই গন্ডাছড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মামলার তদন্তকারী অফিসার (আইও) কাজল দেবনাথ টিএসআর, সিআরপিএফ এবং পুলিশের একটি যৌথ দল নিয়ে অভিযান চালিয়ে বাজল্যাপাড়ার বাসিন্দা দশরথ রিয়াং(৫০)কে গভীর রাতে আটক করতে সক্ষম হন।

বৃহস্পতিবার জিজ্ঞাসাবাদের সময় আইও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত দশরথ রিয়াং জানান, তার প্রতিবেশী মিলিজয় রিয়াং-এর সঙ্গে গত কয়েকদিন ধরেই তাদের মেজাজি তর্ক-বিতর্ক চলছিল।

মিলিজয়ের একটি গাছ কাটতে গিয়ে উভয় পক্ষের বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এরই রেশ ধরে ৬ ডিসেম্বর সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ মিলিজয়কে প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে নিজ হাতে বানানো দেশি বন্দুক দিয়ে গুলি চালায় দশরথ।

অচেতন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মিলিজয় রিয়াং। গুলির শব্দে গোটা এলাকায় চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায় এবং আতঙ্কে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় দশরথ। আহত মিলিজয়কে দ্রুত গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পলাতক অবস্থায় দশরথ তার দেশি বন্দুকটি বাজল্যাপাড়ির নিকটবর্তী একটি লুঙ্গার জলের নিচে লুকিয়ে রাখে। তবে পরে ডিসিএম দিলীপ দেববর্মার উপস্থিতিতে ঘটনাস্থল থেকে সেই বন্দুক উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় সে নিজেই।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজল্যাপাড়ায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। থানা সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার অভিযুক্ত দশরথ রিয়াংকে আদালতে সোপর্দ করবেন আইও সাব-ইন্সপেক্টর কাজল দেবনাথ। এলাকাবাসীর দাবি, এমন ঘটনায় কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের অশান্তি দেখা দিতে পারে।

চৌমুহনী বাজারে মার্কেট শেড ও কমিউনিটি হল নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ স্বীকার পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর : চৌমুহনী বাজার গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় ওবাল কোম্পানির নির্মাণাধীন মার্কেট শেড ও কমিউনিটি হলের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে পরিদর্শন করে নিম্নমানের কাজের বিষয়টি স্বীকার করেছেন ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান।

জানা গেছে, রাজধানীর নিকটবর্তী চৌমুহনী বাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশে প্রায় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্কেট শেড ও কমিউনিটি হল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল দু’ বছর আগে। কিন্তু কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান নিয়ে শুরু থেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছিলেন এলাকাবাসী। তাদের দাবি, পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও সেভাবে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

অবশেষে নিম্নমানের কাজ বন্ধ করে দেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি জনস্বার্থ রক্ষার্থে আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিন সাংবাদিকদের সামনে এসে এলাকাবাসী জানান, পরিদর্শনে এসে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান নিজেই স্বীকার করেছেন যে কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে স্থানীয়রা।

এলাকাবাসীর দাবি, গুণগত মান নিশ্চিত করে নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু করতে হবে এবং প্রকল্পের প্রতিটি ধাপ সরকারি মানদণ্ড অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। না হলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিপদ বা আর্থিক অপচয়ের ঝুঁকি তৈরি হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা।

লামডিং রেল স্টেশন থেকে নিখোঁজ কৈলাসহরের এক ব্যক্তি

কৈলাসহর, ১১ ডিসেম্বর: নারায়ন দাস নামে কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে বাধেরপার ১৪ নং ওয়ার্ড এলাকার এক ব্যক্তি লামডিং রেলস্টেশন থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় নারায়ন দাস নামে ওই ব্যক্তি বিগত কিছুদিন পূর্বে উনার পরিবারের লোকেদের নিয়ে গুহাটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, গতকাল ট্রেনে করে উনারা বাড়িতে ফিরছিলেন।

কিন্তু লামডিং রেল স্টেশন আসার পর হঠাৎ করে তিনি ট্রেন থেকে নেমে যান এরপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও উনার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, উনার সাথে কোন মোবাইল নেই। এরপর হতাশ হয়ে উনার পরিবারের লোকেরা বাড়িতে চলে আসেন উক্ত বিষয় নিয়ে কৈলাসহর থানায় গিয়ে দারস্ত হয় নারায়ন দাসের স্ত্রী ভাবনা দাস এবং উনার ছেলে দয়াময় দাস।

কৈলাসহর থানার পুলিশ তাদেরকে নির্দেশ দেয় লামডিং থানাতে গিয়ে যোগাযোগ করার জন্য। নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে পেতে উনারা লামডিং থানায় যাবেন বলে জানা যায়। বর্তমানে উনাকে খুঁজে না পেয়ে একপ্রকার ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা।

কৈলাসহরের গোবিন্দপুরে দিনদুপুরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ ডিসেম্বর : এবার খোদ শহর এলাকায় দিনের বেলায় ঘরে ঢুকে আলমারি ভেঙ্গে নগদ টাকা সহ স্বর্নালংকার চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা। এই ঘটনায় গোটা শহর এলাকায় তীব্র আতংক বিরাজ করছে। ঘটনা কৈলাসহর শহরের গোবিন্দপুর এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য, কৈলাসহর পুর পরিসদের বারো নম্বর ওয়ার্ডের গোবিন্দপুর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা অভিজিৎ রায়। গোবিন্দপুর এলাকার যে অংশে অভিজিৎ রায়ের বাসভবন রয়েছে সেই জায়গায় প্রচুর ঘনবসতি রয়েছে। অভিজিৎ রায় এবং উনার স্ত্রী দুজনেই সরকারি কর্মচারী। উনাদের একমাত্র ছেলে দেরাদুনে থেকে পড়াশোনা করছে। একমাত্র ছেলে পড়াশোনার জন্য বহিঃরাজ্যে থাকার ফলে বাড়িতে শুধুমাত্র অভিজিৎ রায় এবং উনার স্ত্রী দুজনেই থাকেন। প্রতিদিনের মতো এগারো ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় অভিজিৎ রায় এবং উনার স্ত্রী দুজনেই বাড়ি তালাবন্ধী করে যে যার অফিসে চলে যান। বিকেলে অভিজিৎ বাবু বাড়িতে এসে দেখেন উনার ঘরের জ্বানালা ভাঙ্গা এবং ঘরের সমস্ত গডরেজ ভাঙ্গা। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র এলোমেলো। এসব দেখে অভিজিৎ রায় পাশের বাড়ির লোকজনদের ডাকাডাকি করে বাড়িতে আনেন। সাথে সাথেই কৈলাসহর থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়েই কৈলাসহর থানার পুলিশ অফিসার কিঙ্কর পালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে। ঘটনার ব্যাপারে অভিজিৎ রায় জানান যে, ঘরের ভিতরে থাকা গডরেজ গুলো ভেঙ্গে নগদ প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা এবং স্বর্নালংকার চুরি করে নিয়ে যায়। তবে চুরি হওয়া স্বর্নালংকার গুলো অভিজিৎ রায়ের বিয়ের স্বর্নালংকার বলে নিজেই জানান।তবে, এত ঘনবসতির মধ্যে এভাবে চুরি হয়ে যাবে তা উনি কখনোই ভাবতে পারেননি বলেও জানান।

তবে, বিগত প্রায় আট মাস পূর্বে দিনের বেলায় অভিজিৎ রায়ের বাড়ির পিছন দিকে এক চোর বাড়িতে ঢুকার চেষ্টা করেছিলো। সেইসময় পাশের বাড়ির মহিলা এই দৃশ্য দেখেই চিৎকার দিতেই চোর পালিয়ে যায়। সেইদিনও অভিজিৎ রায় এবং উনার স্ত্রী অফিসে ছিলেন এবং ঘর তালাবন্ধী ছিলো। এভাবে একের পর এক খোদ কৈলাসহর শহর এলাকায় রাতের অন্ধকারে চুরির পর এবার দিনের বেলায় চুরি কান্ড ঘটার ফলে গোবিন্দপুর এলাকা সহ গোটা কৈলাসহর শহর এলাকায় তীব্র আতংক বিরাজ করছে এবং শহরবাসীর নিরাপত্তা নিয়েও বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মোহনপুর বিধানসভায় আবারও গাঁজা বিরোধী অভিযান, ধ্বংস ২৫ হাজার গাছ

আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর :সিধাই থানাধীন মোহনপুর বিধানসভা এলাকায় প্রতিদিনই চলছে গাঁজা বাগান ধ্বংসের অভিযান। সেই ধারাবাহিকতায় আজও পুলিশ গাঁজা বিরোধী তৎপরতা চালায় জগৎপুর এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় মোট ২৭টি প্লট জুড়ে বিস্তৃত গাঁজা চাষের খোঁজ পাওয়া যায়। আজকের অভিযানে এসব প্লটে থাকা প্রায় ২৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

পুলিশের দাবি, মাদকদ্রব্য নির্মূল অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং এলাকার গাঁজা চাষ পুরোপুরি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যবস্থা কঠোর করা হবে।

স্বামী—সন্তানকে রেখে নিখোঁজ গৃহবধূ, বামুটিয়ায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর : বামুটিয়া এলাকায় স্বামী ও দুই সন্তানকে রেখে একটি গৃহবধূ নিখোঁজ হওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত খলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা সঙ্গীতা ভীল গত কয়েকদিন ধরেই নিখোঁজ বলে জানা গেছে।

নিখোঁজ গৃহবধূর স্বামী জানান, বহু খোঁজাখুঁজি করেও সঙ্গীতা ভীলের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশেষে তিনি বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, অতীতেও স্বামী—স্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিগত কলহের জেরে সঙ্গীতা মাঝে মধ্যেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন। তবে এবার দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তার কোনো খোঁজ না মেলায় উদ্বেগ বাড়ছে।

স্বামী আরও জানান, তাদের দুটি সন্তান রয়েছে, মায়ের হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে।

বর্তমান সময়ে গৃহবধূ নিখোঁজের এরকম ঘটনা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ক্রমশই বাড়ছে, যা সামাজিক পরিমণ্ডলে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। সঙ্গীতা ভীলের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে খলাবাড়ি এবং আশপাশের এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দ্রুত গৃহবধূর খোঁজ মিলবে বলে আশাবাদী পরিবার।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas